স্ত্রী-ধর্ম্ম-নীতি

পণ্ডিতা রমাবাই স্বরস্বতী
কর্ত্তৃক বিরচিত।

শ্রীরজনীনাথ নন্দী, বি এ, বি এল,
রটলাম ষ্টেটের শিক্ষাবিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মহারাজার কলেজের প্রিন্সিপেল
কর্ত্তৃক মহারাষ্ট্র ভাষা হইতে অনুবাদিত।

শ্রীকামিনীকুমার দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা
চারুমুদ্রণ যন্ত্রে।

খ্রীঃ অব্দ ১৮৯২।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত
চারুমুদ্রণ যন্ত্রে
৩ নং ডফ্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরলোক গতা স্নেহময়ী ভগ্নীর

নামে

স্বদেশীয় ভগ্নীদের হস্তে

উৎসর্গীত।

ভুমিকা।

এক দিন এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর বাড়ীতে "স্ত্রী-ধর্ম্ম-নীতি" বই খানা দেখিতে পাই। গ্রন্থকারের নাম দেখিয়া পড়িতে উৎসুক জন্মিল। পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। রমণীর কার্য্য রমণী যেমন বুঝিতে পারেন, পুরুষ তেমন পারেন না। উভয়ের কার্য্যক্ষেত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পণ্ডিতা রমাবাই সংসারের নানা অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। নানা ভাষা, নানা বিদ্যা তিনি জানেন। লোক-চরিত্র বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন। ভিন্ন সমাজে, ভিন্ন জাতিতে, ভিন্ন দেশে দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া তাহাদের রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজের রমণী-চিত্র তিনি যেমন দেখিয়াছেন, এমন বোধ হয় আর কেহ দেখেন নাই। আবার তাঁহার দেখিবারও ক্ষমতা আছে,—তিনি বাহিরে ভুলেন না, অন্তরে প্রবেশ করেন। ইংলণ্ড, আমেরিকায় অনেক কাল কাটাইয়াছেন, তাহাতে হৃদয়ের বিকাশ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের দূষিত রীতি নীতি স্পর্শ করেন নাই। স্ত্রী-ধর্ম্ম-নীতিতে সামান্য গৃহস্থালীর কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বৈদেশিক ভাব একটুকু নাই। পণ্ডিতা রমাবাই রমণীদের জন্য যে বই লিখিয়াছেন, তাহা যে ভাল হইবে, বলা নিষ্প্রয়োজন। আমার মনে হইল, এমন বই বাঙ্গলা ভাষাতে অনু-

বাদিত হওয়া উচিত। পণ্ডিতাকে অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি সময় নাই বলিয়া আমাকে অনুবাদ করিতে বলিলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁহার ভাষা রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। যদি গ্রন্থ সুখ-পাঠ্য না হয়, সেই দোষ অনুবাদকের, গ্রন্থকর্ত্রীর নহে। আর একটি কথা, স্থানে স্থানে রমণীদের প্রতি কর্কশ শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। পাঠিকা ভগ্নীগণ, অনুবাদককে ক্ষমা করিবেন, একটি শব্দও তাহার নিজের নহে। দূর দেশে থাকিয়া প্রূফ্ দেখিতে হইয়াছে, অনেক ভ্রম প্রমাদ থাকিবারই সম্ভব। আশা করি, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষমা করিবেন।

পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালী পরিধেয় বস্ত্র একরূপ নহে। সুতরাং তাহা উপযোগী হইবে না।

বঙ্গদেশীয় রমণীগণ ইহা দ্বারা যদি কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার লাভ করেন, শ্রম সার্থক মনে করিব।

পণ্ডিতা রমাবাইর জীবন হইতে অনেক শিখিবার আছে। তাই তাঁহার জীবনী এতদ্‌সঙ্গে সংযোজিত হইল। ইহা অনুবাদকের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

পণ্ডিতা রমাবাইর জীবনচরিত।

অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, এক জন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রা উপলক্ষে এক রাত্রি গোদাবরী তীরে অবস্থান করেন। তাঁহার সঙ্গে সহধর্ম্মিণী এবং সপ্তম ও নবম বর্ষীয়া দুইটি বালিকা ছিল। নিশাবসানে পুণ্যসলিলা গোদাবরীতে স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একটি সুন্দর কান্তি যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথোপকথনে জানিতে পারিলেন, যুবকটি বিপত্নীক, উচ্চ বংশীয়, সচ্চরিত্র এবং সুপণ্ডিত। আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা সম্প্রদানে অভিলাষী হইয়া, তাঁহাকে মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন। যুবক তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পর দিনই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। সেই সুন্দর যুবার নাম অনন্ত শাস্ত্রী, মাঙ্গালোর জেলা নিবাসী, পণ্ডিতা রমাবাইর পিতা। সেই নবম বর্ষীয়া বালিকা অজ্ঞাত অপরিচিত একটি যুবকের সহিত মিলিত হইয়া জন্মের মত জনক জননীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্ত শাস্ত্রী নববিবাহিত পত্নীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্ত শাস্ত্রী এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। প্রাচীন ভাবে, প্রাচীন মতে শিক্ষিত হইয়াও স্ত্রীশিক্ষা ও রমণী জাতির অবস্থার উন্নতিকল্পে তিনি অতি উদার ভাব পোষণ

করিতেন। উদার ভাব পোষণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। মত ও বিশ্বাসকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সকল প্রকার কষ্ট, যন্ত্রণা, অত্যাচার, নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন। তাঁহার দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা সকলেরই অনুকরণীয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব বিস্তার হয় নাই। রমণী জাতির প্রতি পুরুষগণ অতি ঘৃণিত ভাব পোষণ করিতেন। রমণীর যে পৃথক কোন অধিকার আছে, শিক্ষাতে যে রমণী হৃদয়ের বিকাশ হইতে পারে, সমাজ-দেহের কল্যাণের জন্য রমণীর শিক্ষা যে বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা কাহার মনেও বড় একটা উদিত হইত না। আর্য্যজাতির অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্য মহিলাদের সুশিক্ষা ও অতুলকীর্ত্তি জাতীয় ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অনন্ত শাস্ত্রীর মনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মে। শৈশব কাল হইতে তাঁহার মনে জ্ঞান লাভের স্পৃহা বলবতী ছিল। রামচন্দ্র শাস্ত্রী নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুনাতে বাস করিতেন। শিক্ষা লাভের আশায় তাঁহার নিকট গমন করিলেন। রামচন্দ্র শাস্ত্রী রাজপ্রাসাদে যাইয়া পেশুবার স্ত্রীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, অনন্ত শাস্ত্রীও তাঁহার সঙ্গে যাইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। রমণীকণ্ঠে মধুর সংস্কৃত শুনিয়া অনন্ত শাস্ত্রী মুগ্ধ হইলেন। রমণী যে এইরূপ শিক্ষিতা হইতে পারেন, তিনি অগ্রে জানিতেন না; দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, আপনার শিশু পত্নীকে রাজরাণীর ন্যায় শিক্ষা প্রদান করিবেন। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁহার ছাত্র জীবন শেষ হইল, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সংসারের কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলেন, পরিবার বাধা জন্মাইতে লাগিল, স্ত্রীও শিখিতে চাহিল না, অনন্ত শাস্ত্রীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

হৃদয়েই বিলীন হইল। ক্রমে কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়া স্ত্রীর মৃত্যু হইল। গোদাবরী তীরে নবপরিণীতা স্ত্রীকে পাইয়া আবার সেই আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। এবার আর অনন্ত শাস্ত্রীকে নিরাশ হইতে হইল না। যদিও পরিবারের লোক পূর্ব্বের ন্যায় বাধা জন্মাইতে লাগিল, লক্ষ্মীবাইর শিখিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। গৃহে থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার শিক্ষা হইতে পারিবে না দেখিয়া, পশ্চিম ঘাট গিরিকন্দরে, গঙ্গামলের নীবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। সেই হিংস্র জন্তুপূর্ণ শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যানীতে তাঁহারা প্রথম রাত্রি কিরূপে যাপন করেন, পণ্ডিতা রমাবাই নিজে বলিয়াছেন। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে একটি ভীষণ শার্দ্দূল বনস্থল হইতে বহির্গত হইয়া ভয়ঙ্কর নাদে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল। সেই হৃদয়-আতঙ্ক-কারী নিনাদ শুনিয়া বালিকা আপনার পরিধান বস্ত্রে দেহ জড়াইয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। স্বামী রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত স্ত্রীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদিগের চারিদিকে সর্ব্বদাই বন্য জন্তু বিচরণ করিত বলিয়া, ক্ষণে ক্ষণে তাহাদের দ্বারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইতেন। কিন্তু শিক্ষাকার্য্য অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। দিন দিন লক্ষ্মীবাইর শরীর ও মন বিকশিত হইল। ক্রমে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। একটি পুত্র, দুইটি কন্যা। পিতা পুত্র ও জ্যেষ্ঠা কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে যখন কনিষ্ঠা পণ্ডিতা রমাবাইর জন্ম হয়, তখন অনন্ত শাস্ত্রী বয়োবৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিষ্যবর্গ এবং পুত্র ও প্রথমা কন্যার শিক্ষাতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত। রমাবাইর শিক্ষাভার মাতার হস্তে ন্যস্ত হয়। সুশিক্ষিতা মাতার সুমধুর শিক্ষাতে রমাবাইর জীবনে কি সুফল ফলিয়াছে, তাহাও কি আবার

বলিতে হইবে? আজ যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, আজ যাঁহার প্রতিভার বিমল জ্যোতিতে পৃথিবী উদ্ভাষিত, আজ যাঁহার জ্ঞান গরিমায় ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত; তাঁহার প্রথম শিক্ষা মাতার নিকটে। পরিবারের লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছে, শিষ্য মণ্ডলী, তীর্থ যাত্রী চারিদিক ঘেরিয়াছে, লক্ষ্মীবাই সংসারের কাজ করিতেই সময় পান না। তবু বালিকার শিক্ষা ভুলেন নাই। উষাকালে বাল সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর অঙ্গ উষ্ণ করিবার পূর্ব্বে, ঘুমন্ত বালিকাকে ক্রোড়ে বসাইয়া মা সুমধুর ভাষাতে শিক্ষা দিতেন। পাখীগণ সুমধুর তান ধরিত, বালিকা মধুর স্বরে পাঠ অভ্যাস করিত। মাতৃকণ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ ছিল না। পণ্ডিতা তাঁহার "উচ্চ বংশীয় হিন্দু রমণী" নামক ইংরেজী গ্রন্থের উৎসর্গে বলিয়াছেন, "যাঁহার মধুর প্রভাব এবং সুযোগ্য শিক্ষা আমার জীবন পথের আলোক ও পরিচালক"। বাস্তবিক মাতার সেই সুশিক্ষাই রমাবাইর জীবন স্রোতের নির্ঝরিণী, সেই শিক্ষাই তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির মূল ভিত্তি।

অনন্ত শাস্ত্রী নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিতেন, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে সুশিক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে দলে দলে বিদ্যার্থী যাইতে লাগিল। পরিবারের ভরণ পোষণ, তাঁহাদের খরচ নির্ব্বাহ করিয়া তিনি ঋণ গ্রস্থ হইলেন। পরিশেষে যাহা কিছু ছিল, বিক্রয় করিয়া তীর্থদর্শনে বহির্গত হইলেন। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, ভিক্ষা এক মাত্র সংস্থান। সেই শোচনীয় অবস্থায়ও রমাবাইর শিক্ষা অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিল। দেশীয় প্রথা অনুসারে বাল্যাবস্থায়ই রমাবাইর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হয়। প্রথম কথা এইরূপ ছিল, যে পর্য্যন্ত বয়োপ্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত জামাতা

হইয়াছিল। আমরা বাবু বিপিনবিহারী দাস ও তাঁহার পরিবারকে জানিতাম। যদিও তাঁহারা হিন্দু সমাজের অতি নিম্ন শ্রেণীস্থ, কিন্তু শিক্ষা, সভ্যতাতে হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ বংশ হইতে হীন নহে। বিশেষতঃ বাবু বিপিনবিহারীর শিক্ষা ও পুরুষোচিত গুণ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য ছিল। পণ্ডিতাকে এই জন্য অনেক নিগ্রহ, অত্যাচার, লোকনিন্দা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সংসারের লোক ধন ও কুল-মর্য্যাদাই অধিক দেখে। আমার বোধ হয়, তিনি এই সম্বন্ধেও যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন, তাহা এ দেশে অতি বিরল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বিবাহিত জীবনের সুখ তিনি অধিক দিন উপভোগ করিতে পান নাই। উনিশ মাস পরে স্বামীর মৃত্যু হইল ; তিনি আবার সংসারে একাকিনী হইলেন। পণ্ডিতা বলেন, "এই শোক আমাকে ঈশ্বরের দিকে টানিয়া লইল। আমি অনুভব করিলাম, তিনি আমাকে শিক্ষা দিতেছেন। আমাকে যদি তাঁহার নিকট যাইতে হয়, তিনি আমাকে টানিয়া লইবেন।" সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রমাবাই আবার পূর্ব্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, হিন্দু রমণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে যত্ন ও অধ্যবসায় নিয়োগ করিলেন, বাঙ্গলা দেশ পরিত্যাগ করিয়া বম্বে গেলেন, পুণাতে বাল্যবিবাহ নিবারণ এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য "আর্য্য মহিলা সমাজ" সংস্থাপন করিলেন। যখন শিক্ষা সমিতি পুণা গিয়াছিল, তখন সেই সভার ফল স্বরূপ প্রায় তিন শত রমণী টাউনহলে মিলিত হইয়া সমিতির সভ্যদিগকে সাদর আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি যে সকল সুযুক্তিপূর্ণ, মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সমিতি কর্ত্তৃক বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। সমিতি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বালিকাদের জন্য কিরূপ শিক্ষা হওয়া

উচিত? তিনি বলিয়াছিলেন, যাঁহারা অন্যের শিক্ষক হইবেন, শিক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত। দেশীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী জানা আবশ্যক। শিক্ষয়িত্রীরা বিবাহিতা, অবিবাহিতা অথবা বিধবা হউন না কেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ চরিত্রা, সুনীতিপরায়ণা এবং সম্ভ্রান্তবংশীয়া হওয়া আবশ্যক। তাঁহাদিগকে বৃত্তি দেওয়া উচিত। বালিকা স্কুলের শিক্ষকদের বেতন অধিক হওয়া আবশ্যক। কারণ, তাঁহাদের চরিত্র ও পদমর্য্যাদা উচ্চ না হইলে চলিবে না। ছাত্রীদিগকে একটা বড় বাড়ীতে স্কুল কম্পাউণ্ডে থাকিতে হইবে, তাহাতে তাহাদের আচার ব্যবহার, চালচলন ভাল হইবে। এক জন উচ্চ পদস্থ দেশীয় রমণী অভিভাবক হইবেন। কেবল শিক্ষা দিলে চলিবে না, ছাত্রীদের চরিত্র ও নীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শিক্ষা-সমিতি জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীতে কি দোষ ও অভাব আছে, তাহা নিরাকরণের তিনি কি উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন। পণ্ডিতা বলিলেন, বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য রমণী-পরিদর্শিকা থাকা উচিত। তাঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয়া ও উচ্চ শিক্ষিতা হওয়া প্রয়োজন। তাঁহাদের বয়স ত্রিশ অথবা তদপেক্ষা অধিক হইবে। পুরুষ-পরিদর্শক এই দেশের উপযোগী নহেন। কারণ, প্রথমতঃ এ দেশের রমণীগণ বড় ভীতা ও লজ্জাশীলা, পুরুষ দেখিলে তাঁহারা ভাল করিয়া উত্তর দিতে পারিবেন না; পরিদর্শক মন্দ রিপোর্ট দিবেন। মেয়েদের শিক্ষার ভার মেয়েদের হাতে থাকা উচিত। মেয়েদের শিক্ষা পুরুষদের শিক্ষা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ, এ দেশের শিক্ষিত লোকদের অধিকাংশই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী এবং রমণীর উপযুক্ত অধিকার দানে অনিচ্ছুক। রমণীর সামান্য দোষকে তাঁহারা বৃহৎ বলেন, এমন কি

সময় সময় রমণীদের চরিত্র পর্য্যন্ত আক্রমণ করেন। পুরুষগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাইতে পারেন, রমণীরা নিরুপায়। কর্ত্তৃপক্ষও তাহাই বিশ্বাস করেন। ন্যায়বান্ গভর্ণমেণ্টের স্ত্রী পুরুষের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে ব্যবহার করা উচিত। আর এক কথা এই, স্ত্রীডাক্তারের বিশেষ প্রয়োজন; এই দেশের রমণীগণ বড় লজ্জাশীলা, মৃত্যু স্বীকার, তবুও ব্যারামের কথা পুরুষকে বলিবেন না। স্ত্রীডাক্তার অভাবে শত শত রমণী অসময়ে প্রাণ হারাইতেছেন। আমি বিনীত ভাবে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, রমণীদের ডাক্তারি শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া শত শত রমণীকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করুন। স্ত্রীচিকিৎসকের অভাব বিশেষ অনুভব করা যাইতেছে; স্ত্রীশিক্ষার ইহা একটি বিশেষ অসম্পূর্ণতা। বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকা "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" বলেন, পণ্ডিতা রমাবাইর স্ত্রীচিকিৎসকের প্রস্তাবে ভারতেশ্বরীর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়; এবং স্ত্রীডাক্তারের জন্য লেডি ডফরিণ্ ফণ্ডের সূত্রপাত, ইহা হইতেই হইয়াছে।

পণ্ডিতার মনে এই সকল চিন্তা প্রথমে উদিত হইবে, কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নহে; এবং তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, কত আশা ও সুখের বিষয়।

আর্য্য-মহিলা-সমাজ সংস্থাপন করিয়াই বোম্বাই প্রদেশের নগরে নগরে শাখা সভা সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে আপনার শিক্ষা ও ভারতীয় রমণীর উন্নতি বিষয়ে সফলতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাইতে মনে মনে স্থির করিলেন। কিন্তু অর্থ কোথা হইতে আসিবে? তিনি বলেন, "ইংলণ্ডে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম, কিন্তু আমি দেখিলাম ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন না করিলে হইবে না। একটি হিন্দু রমণীর পক্ষে সমুদ্র যাত্রা কি ভয়া-

নক কথা। সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। কিন্তু আব্রাহাম যেমন বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন, আমি তেমন বাণী শুনিয়াছিলাম। এখন আমার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হয়, আমি কিরূপে আমার ক্ষুদ্র শিশুটি এবং বন্ধুকে নিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি, আব্রাহামের ন্যায় কোথায় যাইতে হইবে, না জানিয়া চলিয়াছিলাম। ইংলণ্ডে পৌছিলে পর সেণ্ট মেরী হোমের ভগ্নীরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।" সেখানে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না। তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের শিক্ষা উচ্চ অঙ্গের, তাহাতে উপদেশ দৃষ্টান্ত এবং ঈশ্বরের করুণা দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিশ্বাস হয়, তাই তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম বৎসর তিনি ইংরাজী শিক্ষায় অতিবাহিত করেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ইংরাজী জানিতেন না। পর বৎসর চেণ্টন্হাম রমণী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অবসর সময় গণিত, প্রাকৃত বিজ্ঞান এবং ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প সময়ে তিনি এই সকল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। দেশে একটি গবর্ণমেণ্টের কাজ নিয়া ফিরিয়া আসিবেন মনে করিয়াছিলেন, এমন সময় আমেরিকাতে আনন্দবাই যোশীর এম, ডি, উপাধি দান উপলক্ষে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ প্রেরিত হয়, তাই আমেরিকা যাত্রা করেন। প্রথম আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার আমেরিকা যাত্রা এবং সেখানকার শিক্ষা রীতি নীতি সম্বন্ধে "ইউনাইটেডে ভ্রমণ" নামক মহারাষ্ট্র গ্রন্থে বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

পাশ্চাত্য রমণীদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমি বিশেষ ভাবে অনুরক্ত ও মুগ্ধ হইয়াছি। দেখিলাম তাঁহাদের জীবনের এক উদ্দেশ্য,

স্বজাতির হিতসাধনই জীবনের ব্রত। এক দিন স্বদেশীয়া ভগ্নীদিগকে তাঁহাদের ভাষায় এই অপূর্ব্ব কাহিনী বলিব আশা আছে, তাহা শুনিয়া সেইরূপ হইবার ইচ্ছা প্রাণে জাগিয়া উঠিবে।” স্বদেদেশীয় ভগ্নীদিগকে তিনি সেই অপূর্ব্ব কাহিনী বলিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সম্পন্ন করিয়াছেন, স্বদেশীয় ভগ্নীগণ কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিবেন না? আমেরিকার বিদ্যালয় দেখিয়া তাঁহার এই বিশ্বাস জন্মিল, প্রকৃত শিক্ষা দিতে হইলে হস্ত ও মস্তিষ্কের চালনা আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট কয়েকটি রমণীকে উচ্চ শিক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত আছেন, তিনি দেশীয় রমণীদের জন্য দেশীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ফিলেডেলফিয়াতে যাইয়াই কিণ্ডারগারটেন শিক্ষা প্রণালী সংসৃষ্ট কুমারী এনা হেনেওয়েলের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া বিদ্যালয় গুলি পরিদর্শন করিলেন, এবং শিক্ষা প্রণালী ও মূল সূত্র শিখিলেন। ফ্রোবেলের শিক্ষা প্রণালী হিন্দু বালবিধবাদের জন্য বিশেষ উপযোগী মনে করিলেন। পাঠ্য গ্রন্থ এবং খেলনা ক্রয় করিয়া দেশীয় ভাবে দেশীয় লোকের উপযোগী করিয়া দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পণ্ডিতা রমাবাই কোন বিষয়ই অর্দ্ধ সমাপ্ত রাখিয়া দেন না। কিণ্ডারগারটেন বিদ্যালয়ে রীতিমত এক বৎসর কাল অধ্যয়ন করিলেন। আমেরিকার পাঠ্য পুস্তকের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, সেইরূপ ছবি, ছাপা, কাগজ দ্বারা ছয় খানা মহারাষ্ট্র বই লিখিলেন, কিন্তু সেখানে দেশীয় অক্ষর নাই; অক্ষর নিয়া অনেক খরচ লাগে দেখিয়া ছাপাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিলেন। এখন স্বদেশে আসিয়া স্বদেশীয় মহিলা বিশেষতঃ বালবিধবাদের অবস্থার উন্নতি ও উচ্চতর শিক্ষা প্রচলনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বালবিধবার অশ্রু-

মোচন সহজ কার্য্য নহে। এই জন্য কত শক্তি, কত অর্থের প্রয়োজন। অর্থ কোথা হইতে আসিবে? এমন কি তাঁহার স্বদেশ যাত্রার পাথেয়ের পর্য্যন্ত সম্বল ছিল না। তিনি "উচ্চ বংশীয়া হিন্দু রমণী" নামক ইংরেজী গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে হিন্দু রমণীর দুখের কাহিনী বর্ণনা করিয়া আমেরিকাবাসীদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিলেন। আমেরিকার সহৃদয়া পুরুষ রমণীগণ হিন্দু বালবিধবার দুঃখে বিগলিত হইয়া দয়ার হস্ত প্রসারণ করিলেন। বিধবা-আশ্রম যাহাতে অন্ততঃ দশ বৎসর কাল চলিতে পারে, তৎপরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইল। "রমাবাই সমিতি" নামক এক সভা স্থাপিত হইল। "উচ্চ বংশীয়া হিন্দু রমণী" নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে পণ্ডিতার কি অসাধারণ প্রতিভা, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অল্প কালের মধ্যে ইংরেজী ভাষা কিরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। শান্ত ও তেজস্বী ভাষাতে এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলেন, "এইরূপ লিখা দ্বারা এক জন উচ্চদরের অভিজ্ঞ ইংরেজ গ্রন্থকারেরও গৌরব বৃদ্ধি হয়। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে গ্রন্থকর্ত্রীর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয় এবং যাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি আকর্ষিত হয়।" কিণ্ডার গারটেন শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে পণ্ডিতা বলেন, "আমি ইচ্ছা করি প্রত্যেক শিক্ষক এই প্রণালী ভাল করিয়া বুঝুন। ইহার মধ্যে আমি সাধারণ ও ধর্ম্ম বিদ্যালয়ের সংস্কারের উপায় দেখিতে পাই। প্রথমতঃ ইহা দ্বারা শিশু চিন্তা করিতে শিখে, তাহার বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, শিক্ষার উদ্দেশ্য এই। দ্বিতীয়তঃ, কোন বুদ্ধিমান্ চিন্তাশীল লোক কোন মত ও বিশ্বাস উপকারী ও সত্য কি না, চিন্তা না করিয়া গ্রহণ করিবে না। সত্যই ফ্রোবেলের শিক্ষাপ্রণালীর প্রাণ।

যদি ইহা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, শুধু লোক চিন্তা করিতে শিখিবে তাহা নয়, শিশু ও রমণীদের মন হইতে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দূর হইবে। আমার ইচ্ছা মাতাদের হৃদয়ে প্রবেশ করি। সন্তানের শুভ কামনা যেমন মাতৃ হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে, তেমন আর কিছুই নয়। যদি কোন রমণী আপনার উন্নতি ও শিক্ষার বিরোধী থাকেন (এবং সকল দেশেই এইরূপ রমণী আছেন), কিণ্ডার গারটেন শিক্ষাপ্রণালী তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল তাঁহাদের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা যেরূপ ভাল বাসিবেন, সেইরূপ যদি বুদ্ধি ও বিবেচনার সহিত শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে সন্তানের উপকার হইতে অপকারই অধিক করিবেন।" পণ্ডিতা নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ষাট হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮৮৯ খৃঃ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি বোম্বাই পৌঁছুছেন। ১১ই মার্চ্চ "শারদা-সদন" নামক বিধবা-আশ্রম খোলেন। সম্প্রতি ইহা পুনায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইহাতে ১৮টি উচ্চ শ্রেণীস্থ বিধবা বাস করিতেছে ও শিক্ষা পাইতেছে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য ছাত্রী নিয়ম মত পাঠ করিতেছে। "শারদা-সদন" স্থাপিত হইবার কিছু দিন পরে লিখকের সঙ্গে পণ্ডিতার দেখা হয়। তখন শারদা-সদন ও তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছেঃ—

"হিন্দু বাল বিধবার জীবনের ন্যায় দুঃখময় জীবন আর কোথাও নাই। সংসারের সুখ ভাসিয়া গিয়াছে, আশার আলো নিবিয়া গিয়াছে, অনন্ত কষ্ট যন্ত্রণা বুকে ধরিয়া শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। যে সকল হৃদয়বান্ পুরুষ এবং সহৃদয়া রমণী হতভাগিনী

বিধবার অশ্রু মুছাইতে যত্ন করেন, তাঁহারা সমগ্র হিন্দু সমাজের ধন্য-বাদের পাত্র। আজ কাল বায়ুর গতি কিঞ্চিৎ ফিরিয়াছে, অনেকেই বিধবার দুঃখে ব্যথিত হইয়াছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিধবার অবস্থার উন্নতি কল্পে যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পণ্ডিতা রমাবাইর যত্ন ও উদ্যোগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। বাল-বিধবা-বিবাহের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিবাহই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নহে, সংসারের সুখই একমাত্র বাঞ্ছনীয় পদার্থ নহে। যে সকল বিধবা আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়-দমন ভোগ সুখ হইতে বিরত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারা শ্রদ্ধার পাত্রী। এই দেবীকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া সংসারের শৃঙ্খলে বাঁধা কখনই উচিত নহে। পণ্ডিতা বিধবাদিগকে বিবাহ দিতে প্রয়াসী নহেন। তাঁহারা যাহাতে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য বুঝিতে পারেন, পবিত্র জীবন যাপন করিতে পারেন এবং পরের গলগ্রহ না হইয়া সদুপায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন; ইহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। যদি কেহ সংসারের পথ খুঁজিয়া লইতে চাহেন, তাহাতে তিনি কোনরূপ বাধা জন্মাইবেন না। পণ্ডিতা রমাবাই নিজে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। বিধবার ব্যথা তিনি যত বুঝিতে পারেন, অন্যে তত পারে না। তাই বহুকাল বিদেশে থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া জীবনের একমাত্র আশা, একমাত্র অবলম্বন স্নেহময়ী বালিকাটিকে দূরে ফেলিয়া বিধবার দুঃখ মোচনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমেরিকার সদাশয় পুরুষ রমণী হিন্দু বিধবার উপর দয়ার হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে পণ্ডিতা রমাবাই বোম্বাই নগরীতে "শারদা-সদন" নামক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিছু দিন হইল পণ্ডিতা রমাবাইর

সঙ্গে এই সম্বন্ধে আমার অনেক আলাপ হয়। নয় বৎসর পরে এই দেখা, সেই এক দিন আর এই এক দিন। যৌবনের সেই লাবণ্যময়ী জ্যোতি আর নাই। সংসারের নিদারুণ আঘাতে উজ্জ্বল মুখে বিষাদের কালিমা পড়িয়াছে; স্বাভাবিক প্রফুল্লতা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা ম্লান হয় নাই, অদমনীয় তেজস্বিতা কমে নাই। তিনি ভারতীয় রমণীর অবস্থার উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। অর্থ শক্তি যাহা কিছু আছে, সকলই এই কাজে ব্যয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি যখন তাঁহাকে একবার কলিকাতা যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তিনি বলিলেন, "সংসার পাতিয়া বসিয়াছি, এখন কেমন করিয়া যাই।" পণ্ডিতার একমাত্র কন্যা ছাড়া সংসারে আর কেহ নাই, তবে কিসের সংসার? শারদা-সদনের কাজ, এই ভিন্ন তাঁহার অন্য স্বার্থ নাই, অন্য বন্ধন নাই। পণ্ডিতা বলিলেন দশ বৎসর কাল ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোন ভয় নাই, দশ বৎসর কাল বিদেশীয় অর্থেই চলিবে। দেশীয় লোকের অযত্ন ও উদাসীনতাতে যদি "শারদা-সদন" বিলুপ্ত হয়, তবে দেশের লোকেরই কলঙ্ক রাখিবার স্থান থাকিবে না। সম্প্রতি শারদা-সদনে ১৮টী রমণী নিয়মিতরূপে শিক্ষা পাইতেছেন। শিক্ষা কার্য্যের ভার স্বয়ং পণ্ডিতা গ্রহণ করিয়াছেন, অন্যান্য রমণী সাহায্য করিতেছেন। পণ্ডিতা নিরাশ্রয়া বাঙ্গালী বিধবাদিগকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। কিছুদিন হইল কলিকাতাস্থ কোন একটি শিক্ষিতা মহিলা একটি রমণী পাঠাইবার জন্য পণ্ডিতার নিকট প্রার্থনা করেন। পণ্ডিতা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। শারদা-সদনে যাইবার পূর্ব্বে সকলকেই সচ্চরিত্রতার নিদর্শন দেখাইতে হইবে। নিয়মাবলী পাঠ করিলেই সকল বুঝা যাইবে। নিয়মাবলী মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত,

আপনার পাঠকদিগের অবগতির জন্য বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত করিয়া পাঠান গেল, আশা করি, সকলেই ইহার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝিতে পারিবেন।

শারদা-সদন।

১। উদ্দেশ্য—সাধারণরূপে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা, বিশেষরূপে উচ্চ বর্ণের ও অন্যান্য নিরাশ্রিতা বিধবাদিগের অবস্থার উন্নতি; এতদুদ্দেশ্যে ১১ই মার্চ্চ ১৮৮৯ সন শুক্রবার "শারদা-সদন" নামক বিদ্যালয়, নূতন উইলসন কলেজের পশ্চাৎ ভাগে, চৌপাটী নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। "শারদা-সদনের" কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিম্নলিখিত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইল।

২। নিয়ম।—যে কোন বিদ্যার্থিনী বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারিণীর নামে লিখিত আবেদন পাঠাইবেন অথবা সমক্ষে যাইয়া দেখা করিবেন। সাহায্যকারী মণ্ডলীর তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনুকূল অথবা প্রতিকূল মত হইলে জানান যাইবে। যাঁহারা লিখিত আবেদন পাঠাইবেন, তাঁহারা নাম, গ্রাম, জিলা সমস্ত ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

যাঁহারা বিদ্যালয় হইতে দূরে অবস্থিতি করিবেন তাঁহাদিগকে এক জন স্ত্রীলোক অথবা গাড়ী পাঠাইয়া আনান যাইবে ও পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। পণ্ডিতা রমাবাই বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপিকা।

৩। বিদ্যার্থিনী।—বিদ্যালয়ে প্রথম উচ্চ বর্ণের বিধবা ও অন্যান্য নিরাশ্রিতা উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোকদিগকে স্থান দেওয়া যাইবে, তৎপর অন্যান্য বিদার্থিনীদিগকে গ্রহণ করা হইবে। বিদ্যার্থিনী-

দের বয়স ২০ বৎসরের ন্যূন হওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ে গৃহীত হইবার পূর্ব্বে বিদ্যার্থিনীদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সাহায্যকারী মণ্ডলী বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন। তাঁহাদের চরিত্র ভাল বলিয়া অনুসন্ধিত না হইলে গৃহীত হইবেন না।

৪। শিক্ষা।—বিদ্যার্থিনীদের শক্তি ও ইচ্ছানুসারে সাধারণ ও বিশেষ এই দুই প্রকার শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

সাধারণ শিক্ষা—মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া যাইবে। সেইরূপ ব্যাকরণ, ভূগোল বিদ্যা, খগোল বিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, রসায়ণ শাস্ত্র, বনস্পতি শাস্ত্র, প্রাণি শাস্ত্র, ভূগর্ভ শাস্ত্র, আরোগ্য শাস্ত্র, শরীর শাস্ত্র, প্রভৃতি আবশ্যকানুসারে শিক্ষা দেওয়া যাইবে। এতদ্ভিন্ন নীতি, মর্য্যাদা, ব্যবহার, গৃহ ব্যবস্থা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

৫। ব্যবহারিক শিক্ষা।—সেলাই কাজ, বুনন কাজ, উলের কাজ, চিত্র লিখা, চিনা বাসনে ছবি ও চিত্র আঁকা, মাটীর বাসন চিত্র করা, ফটোগ্রাফ নেওয়া, কাঠের খোদাই কর্ম্ম, সুন্দর বাঁসের কাজ ও কিন্ডার গার্টণ নামক বালশিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যাইবে।

৬। বেতন।—যাহারা বেতন দিতে সমর্থ তাহাদের নিকট হইতে বেতন নেওয়া যাইবে। যাহারা বেতন দিতে অসমর্থ তাহাদিগকে "ফ্রি" দেওয়া হাইবে।

৭। নিরাশ্রিতা বিদার্থিনীদিগকে আশ্রয়।—সাহায্যকারী মণ্ডলী যাহাদিগকে আপন জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ মনে করিবেন, তাহাদিগকে অন্ন, বস্ত্র, পুস্তক ও বিদ্যালয়ে থাকিতে দিবেন।

এই প্রকার বিদ্যার্থিনীদিগের মধ্যেও বিধবাদের বিষয় প্রথম বিবেচিত হইবে।

৮। বিদ্যালয়বাসিনী বিদ্যার্থিনী।—যাহারা সাধারণরূপে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহে সমর্থ এবং বিদ্যালয়ে আসিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে বাড়ী ভাড়া ভিন্ন অন্য খরচ দিতে হইবে। যাহারা সকল খরচ দিতে সমর্থ শুধু তাহাদের নিকট হইতেই সকল খরচ গ্রহণ করা যাইবে।

৯। ধর্ম্ম স্বাতন্ত্র্য।—বিদ্যার্থিনীদের ধর্ম্মমত ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। কোন বিশেষ ধর্ম্মমত শিক্ষা দেওয়া হইবে না। হিন্দু বিধবা যাহাতে হিন্দু বিধবাই থাকেন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে।

পণ্ডিতা যে কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অতি গুরুতর। কিন্তু আমরা বিশ্বাস নয়নে দেখিতেছি, ইহা দ্বারা বিধবার অশ্রু নিবারিত হইবে। সংসারের কোন্ মহৎ কাজ এক দিনে সম্পন্ন হইয়াছে? সত্যের বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত, ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত, ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়। সত্যের পরিচর্য্যা করিতে গেলেই নিগ্রহ অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। জগতের হিত যাঁহারা চাহেন, জগৎ তাঁহাদিগকে পদদলিত করে। ইহা দ্বারা সত্যের গৌরব মহিমান্বিত হয়। সত্যের সেবকদের সাহস ও তেজ বর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতা অসাধারণ রমণী, ভারতীয় রমণীর দুর্দ্দশা মোচনে তিনি বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত ভার অর্পিত হইয়াছে। তিনি শোক দুঃখের ভিতর দিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বলেন "প্রিয় জনের বিয়োগে শোক না করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত, কারণ পূর্ব্বে সকল

প্রেম প্রিয় জনেই আবদ্ধ ছিল, অন্যের প্রতি বর্ষিত হইবার সুযোগ ছিল না, জগতের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম দেখাইবার বিঘ্ন চলিয়া গিয়াছে।” পণ্ডিতা জীবন মন জনসমাজের হিতব্রতে উৎসর্গ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার সহায় হউন্।

১

ভিত্তি-মূল।

ভিত্তি-মূল দৃঢ় করিয়া না বাঁধিলে গৃহ অধিক দিন স্থায়ী হয় না। শুধু তাহা নহে, তাহাতে বৃথা খরচ ও শ্রম, আবার লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় মানুষের দৃঢ় এবং সুবিচারের সহিত ভিত্তি-মূল রচনা করা উচিত। নতুবা কার্য্য ক্ষুদ্র হইলেও সিদ্ধ হয় না। বৃথা লোকের হাসি আপনার শ্রম এবং কষ্ট মাত্র সার হয়।

আমাদের অজ্ঞ রমণীজাতির কিরূপ দুর্দ্দশা তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিরূপে তাহাদের অবস্থার উন্নতি এবং কি উপায়ে ভিত্তি বাঁধা উচিত, ইহা আমাদের বিচার্য্য। প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ে উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষা সকল সময়েই বর্ত্তমান। সেই আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ে আপনার অবস্থানুসারে সন্তুষ্ট থাকা প্রশংসনীয় বটে। কিন্তু জ্ঞান ও আত্মোন্নতি এই দুই বিষয়ে যাহা আছে তাহা নিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যে যে বৃত্তি দিয়াছেন তাহার মধ্যে আত্মোন্নতি বৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই আরো অগ্রসর হইবার ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা পরমেশ্বর মানবের কল্যাণের জন্য দিয়াছেন

এরূপ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক মনুষ্য-হৃদয়ে এই বৃত্তি জাগরূক। প্রত্যেকেই উন্নত হইবার চেষ্টা করে। সকলেই উন্নতির চেষ্টা করিলে দেশোন্নতি সম্ভব।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি মানব বুদ্ধি অনুসারে সৎপথে নিয়োগ করিলে সকল প্রকার হিত সাধিত হয়। নতুবা তাহা হইতে মহান্ অনিষ্ট হয়। সুতরাং যে যে মনুষ্যের এই বৃত্তি বলবতী তাঁহারা যদি উপযুক্ত বিচার দ্বারা ইহা সৎপথে নিয়োগ করেন, তবে সকলের কল্যাণ হইবে।

রমণীজাতিরও উন্নত হইবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ একরূপ বন্ধ। এই বাধা কিরূপে দূর করা যায় তাহাই বিচার্য্য।

রমণী প্রথমতঃ অজ্ঞা ও দুর্ব্বল; সে জন্য পরাধীন। কি নিয়মে চলিলে তাহারা উন্নত এবং জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা অবগত নহেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, এই অবস্থায় তাঁহারা কি করিবেন? কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে এই কথার মূল নাই।

ঈশ্বর পশু পক্ষী প্রভৃতি অজ্ঞ ইতর জন্তুকে স্বতন্ত্র ভাবে আপনার হিত করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন, আর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জাতিকে সেই শক্তি প্রদান করেন নাই ইহা কি সম্ভব? সংসারে একে অন্যের সাহায্য ব্যতীত থাকিতে পারে না। ইহার নাম পরাপেক্ষা। অন্যান্য সকল প্রাণী যেরূপ অন্যের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারে না, স্ত্রীজাতিও পারে না। তাহা বলিয়া ইহাকে পরাধীনতা বলা যাইতে পারে না। অনেক রমণী বলিয়া থাকেন, আমাদের উন্নত হইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু চেষ্টা করিবার সুযোগ কোথায়? কারণ, তাঁহারা সর্ব্বদা অন্যের উপর নির্ভর অর্থাৎ পুরুষকে অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইহা কতকাংশে সত্য। আত্মোন্নতি স্বাবলম্বন দ্বারা সাধিত হয়। ঈশ্বর মানুষকে উন্নত হইবার যেরূপ আকাঙ্ক্ষা দিয়াছেন, সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবারও শক্তি দিয়াছেন। ভাল হইবার উপায় সকল মনুষ্যেরই সাধ্যায়ত্ত। সে জন্য কাহারও অবলম্বন আবশ্যক করে না। কেবল মাত্র একাগ্রচিত্ত হইয়া অলসতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যত্ন করিতে হয়। এইরূপ করিলে স্ত্রীলোকও অল্প কালের মধ্যে উন্নত হইবেন তাহাতে সংশয় নাই। আপনি পথ না জানিলে অন্যে কোন্ পথে গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপ যাওয়া যায়, সেইরূপ উন্নত হইবার উপায় আপনি না জানিলে মহান্ মহান্ ব্যক্তি কি উপায় দ্বারা উন্নত হইয়াছিলেন বা হইতেছেন তাহা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের কার্য্যের অনুকরণ করিতে হইবে। উন্নত হইবার এই এক পথ। আত্মাবলম্বন উন্নত হইবার অদ্বিতীয় উপায়। জগতে আজ যত জন যশস্বী এবং বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বাবলম্বন দ্বারা উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়াছেন। এই গুণ মানুষের থাকিলে পরিশ্রম, দৃঢ়তা, উৎসাহ, সত্য-প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি গুণ স্বাভাবিক হইয়া যায়। মেঘ বিনা যেরূপ বিদ্যুৎ নাই, সেইরূপ এই গুণ বিনা উন্নতি নাই। অপরের উপর নির্ভরশীল লোকের সর্ব্বদাই এই গুণের অভাব। তাহাদের কখনই উন্নতি হয় না। "যে মনুষ্য আপনি আপনার সাহায্য করে, ঈশ্বর তাহার সাহায্য করেন।" ইংরেজ মহাপুরুষের এই সত্যতা প্রতিপাদক বচন পৃথিবীর সকল স্থানেই প্রতিপাদ্য। পরমেশ্বর মনুষ্যকে বুদ্ধি ও বিচার শক্তি দিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় ক্রমে তাহার বুদ্ধি ও বিচার শক্তির বিকাশ হইবে। মনুষ্য যে পরিমাণে আপনার উপর নির্ভর করিবে, সেই পরিমাণে তাহার উন্নতি হইবে।

মনুষ্য সমাজে এমন কি পশু পক্ষ্যাদি ইতর জন্তুর পর্য্যন্ত পরাপেক্ষা আছে, তাই বলিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বাংশে পরাধীন বলা যাইতে পারে না। এক জন পরিশ্রম করিয়া অন্যের কাজ করে, অন্য সন্তুষ্ট হইয়া কাজের জন্য তাহাকে অর্থ-দান অথবা অন্য কোনরূপে সন্তুষ্ট করে। তাহাকে কিরূপ পরাধীন বলা যায়? লোক-স্থিতি অথবা সংসার উত্তমরূপে চালাইবার জন্য, 'মনুষ্য' হইয়া থাকিতে গেলে সকলকেই সকলের সাহায্য এবং কতক পরিমাণে অধীন হওয়া আবশ্যক। এইরূপ না হইলে জনসমাজ সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। উন্মত্ত ঘোড়ার ন্যায় যাহা মনে আসে তাহাই করিলে বিপত্তিতে পড়িতে হয়। এইরূপ অবস্থাকে আমি স্বাধীনতা বলি না, ইহার নাম স্বেচ্ছাচারিতা। লোকের উপকার করা এবং তাহা দ্বারা উপকৃত হওয়াতে কোনরূপ স্বাধীনতার উপর আঘাত লাগে না। আপনার মন ও বুদ্ধি অনুসারে একাগ্রতার সহিত হিতসাধন করিতে প্রত্যেক লোক স্বাধীন। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধ হইতেছে যে, স্বাধীন ভাবে আপনার উপর আপনি নির্ভর করিয়া উন্নতি সাধন করিতে সকলেই সমর্থ।

স্বাবলম্বনই উন্নতির অদ্বিতীয় উপায়, ইহা উপরে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। মনুষ্য স্বাবলম্বন দ্বারা যে কোন কাজ করুক না কেন, তাহার ফল ক্ষুদ্র হইলেও সুখদায়ক হয়। অন্যের উপর অবলম্বন করিয়া কার্য্যের ফল যদি বৃহৎও হয় তবু সুখদায়ক নহে। আপনার উপর অবলম্বন করিয়া মনুষ্য যেরূপ উৎসাহী ও সুখী হয়, অন্যের উপর অবলম্বন করিয়া সেইরূপ নিস্তেজ, সুখহীন ও দীনদশাপন্ন হয়। যে পরিমাণে অন্যের সাহায্য লইতে চায়, সেই পরিমাণে দিন দিন বল নষ্ট, বুদ্ধি নিস্তেজ এবং অবশেষে দীন দরিদ্র হইয়া পর-

মুখপ্রেক্ষী হয়। এই সকল লোক পরিশেষে সম্পূর্ণ নিরাশ্রিত হইয়া, সুখ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়ে। কারণ, তাহারা আপনার উপর নির্ভর করিয়া কিছুই করিতে পারে না, অন্যেরাও সাহায্য করে না, সুতরাং সুখের আশা কোথায়? যাহাদের অন্তঃকরণে স্বাবলম্বন নাই, তাহাদের যোগ্য স্বাধীনতাও নাই। তাহাদের জীবন সুধু অন্নাহার জন্য। জগতের ভারস্বরূপ হইয়া থাকা অপেক্ষা জন্ম না হওয়াই ভাল এবং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়।

সুখের যে এক মাত্র মুখ্য স্বরূপ স্বাবলম্বন, সংপ্রতি আমাদের রমণীজাতির একেবারেই নাই। যদি অল্পসংখ্যক রমণীর মধ্যে ইহা কখনও কখনও দৃষ্ট হয়, তাহা দ্বারা সমস্ত স্ত্রীসমাজের কল্যাণ হয় অথবা হইবে এইরূপ মনে করা উচিত নয়।

আমাদের এই হতভাগ্য দেশের স্ত্রীজাতির উৎকর্ষ বিষয়ে এক মাত্র উপায় স্বাবলম্বন। প্রত্যেক রমণীর আপনার হৃদয়ের ন্যায় ইহার পুষ্টি সাধন করা কর্ত্তব্য। আপনার উন্নতি পথের প্রতিবন্ধক কি, তাহা দূর করিলে কি কল্যাণ হইবে, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া যদি সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টাপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে সৎ পুরুষগণ যেরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, হয়ত তাহা অপেক্ষা অধিক লাভ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

উদ্যোগীপণা ঈশ্বরদত্ত গুণ, অতি সুন্দর এবং হিতপ্রদ। ইহা দ্বারা মনুষ্য অসাধ্য সাধন ও অলভ্য লাভ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সুখ এবং সম্মান লাভ করে। পৃথিবীতে যত জন আজ পর্য্যন্ত সৎকার্য্য এবং আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন দ্বারা আপনার অচলা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন অথবা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই উদ্যোগ দ্বারা এইরূপ সুদৃষ্টান্ত সম্মুখে দাঁড়া করিয়াছেন। স্ত্রীজাতি উদ্যোগ করি-

লেও উন্নত হইবেন না, এইরূপ ভাব মনে স্থান দেওয়া কি উন্মত্ততা নহে ? কোন কোন রমণী এইরূপ বলিয়া থাকেন, " সকলে কাজ না করিলে আমি একা কি করিব ? আমার একটী উদ্যোগের ফল কি হইবে ?" এই উক্তি কোন কাজেরই নয়। সকল স্ত্রীলোকের এইরূপ ভাব, সকলেই এক কথা বলেন। সুতরাং, কেহই কোন কর্ম্ম না করিয়া আপনার স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমতী সাধ্বী রমণী যদি বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিয়া বলেন, "অন্য রমণী কোন কাজ করুক আর না করুক, আমি আমার নিজের এবং পরিবারের উন্নতির চেষ্টা করিব।" তাহা হইলে আমাদের পতিত জাতিরও দেশের কত উন্নতি হইবে। বট বৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ ভূমিতে রোপণ করিলে কালক্রমে যেমন প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া দেশ শুদ্ধ লোকের মহৎ উপকার সাধন করে, সেইরূপ প্রত্যেক রমণী যদি আপনার উদ্যোগরূপ ক্ষুদ্র বীজ রোপণ করেন, তাহা হইলে কাল-ক্রমে আপনার জাতির মহদুপকার সাধিত হইবে। প্রত্যেক মনুষ্য অল্প অল্প চেষ্টা করিলে সমস্ত জাতির কত উন্নতি হয়, আর প্রত্যেক মনুষ্য পরের মুখ পানে চাহিয়া " আমি একা কি করিব ?" এই কথা বলিয়া যদি অলসভাবে বসিয়া থাকেন, তবে জাতির কিরূপ অধঃ-পাত হয়, তাহার দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। আমাদের দেশে অনেক রহিয়াছে। ইউরোপ খণ্ডের লোক আমাদের দেশে রাজত্ব করিতেছেন। ২৬ কোটি প্রজার ধন, মান, প্রাণ, তাহাদের হাতে। দেশের রাজা হইতে ক্ষুদ্র প্রজা পর্য্যন্ত সকলকে কাষ্ঠ পুত্ত-লির ন্যায় আপনার ইচ্ছানুরূপ অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা নৃত্য করাই-তেছেন। তাঁহারা আমাদের এক চতুর্থাংশও নহেন। এই জাতির অসম্ভবনীয় উন্নতি কিসের বলে হইল ? তাঁহাদের অলৌকিক চিন্তা,

সাহসীক কার্য্য এবং পরাক্রম দেখিয়া আবালবৃদ্ধ সকলে অনেক প্রকার অনুমান করিয়া থাকেন। যাহারা মূর্খ তাহারা মনে করে এই সকল লোক ঈশ্বরাংশী; তাঁহাদের মধ্যে মন্ত্র তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি আছে। বেতাল পঞ্চবিংশতির বেতালের ন্যায় তাঁহাদের দলে দলে বেতাল আছে, তাহা দ্বারা তাঁহারা দুর্ঘট কার্য্য করাইয়া লন। বিচার করিয়া দেখিলে এই দেখা যায়, ইউরোপীয়গণ এক বড় মন্ত্র সাধন বলে অল্প পরিশ্রমে দুর্ঘট কার্য্য সাধন করিয়া জাতির উন্নতি করিয়াছেন। সেই সাধন কি? সেই জাতির প্রত্যেক মনুষ্য সতত উদ্যোগশীল। তাঁহারা যে কার্য্যে হাত দেন, তাহা বড়ই হউক আর ছোটই হউক, ভালই হউক আর মন্দই হউক, যে পর্য্যন্ত কার্য্য শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত কখনই পরিত্যাগ করেন না। এই গুণ তাঁহাদের রাজা হইতে সাধারণ লোক পর্য্যন্ত সকলেরই আছে, তাই তাঁহারা আজ এত বড়। তাঁহারা মাটীকে সোণা করেন। তাঁহাদের মধ্যে অলসতা প্রবেশ করিতে পারে না। তাই তাঁহারা সুখ ও অলভ্য লাভের অধিকারী হইয়াছেন। উপরে ইংরাজজাতির উন্নতির বিষয়ে যাহা বলা হইল তাহা দ্বারা কিছুই বলা হইল না। কারণ, তাঁহাদের উন্নতির কার্য্য কারণের এক সূক্ষ্ম হিসাব দিতে গেলে বেদব্যাসের মহাভারতের ন্যায় এক মহাভারত হইয়া যায়। আমি যাহা লিখিলাম তাহা দ্বারা আমি তাহাদের বৃথা স্তুতি করিতেছি এরূপ মনে করিবে না। "যেখানে গাও সেখানে মহারাও" অর্থাৎ সকল স্থানেই ভাল মন্দ আছে। ইংরেজ-জাতির অনেক বড় বড় দোষ আছে তাহা বিশেষ জানি। কিন্তু স্বদেশ-প্রীতি, একতা, উদ্যমশীলতা ইত্যাদি গুণ দ্বারা তাঁহাদের দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে। দোষ প্রকাশিত হইবার অবসর নাই। কালিদাস বলিয়াছেন, চন্দ্রের শান্ত কোমল কিরণ দ্বারা

কলঙ্ক ঢাকিয়া গিয়াছে। সেইরূপ তাঁহাদের গুণ দ্বারা দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের জাতীয় উন্নতি এক জনের উদ্যোগে অথবা সকলের বড় বড় উদ্যোগে সাধিত হইয়াছে এমত নহে, জাতির প্রত্যেকে কিছু কিছু উদ্যোগ করিয়াছে ও কেহ কেহ বড় উদ্যোগ করিয়াছে। সকলের উদ্যোগ একত্রিত হইয়া মহাসাগরের পূর্ণতার ন্যায় তাঁহাদের উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণ পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিক্ পানে দৃষ্টি করিলে কি দেখিতে পাওয়া যায়? ভারতবর্ষস্থ ২৬ কোটি প্রজা এবং তাহাদের অবস্থা। এই দেশের অধিকাংশ লোকই উদ্যোগ কিরূপে করিতে হয় এবং তাহা হইতে কি ফল হয় জানে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহার প্রমাণ, দেশের লোকের অবস্থা। ইহাদের সাহস নাই, তেজ নাই, উৎসাহ নাই, স্বাধীনতা নাই, আর কি কি নাই কি বলিব? সত্য কথা বলিলে, ভাল আছে এরূপ অল্পই। আছে শব্দের স্থান কোথায়? তবে, সংগীত নাটক আছে; পেট ভরিয়া ভাত না খাইয়া কষ্টের সহিত যাহা জমা করে, তাহা নাচ তামাসাতে ব্যয় করিবার পয়সা আছে; সমাজের কোন ব্যক্তি দেশ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইলে কিরূপে তাহার নিন্দা করিবে, বিরুদ্ধে লোক উত্তেজিত করিয়া কার্য্য-সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবে সেইরূপ বুদ্ধি আছে; বুদ্ধির অস্থিরতা আছে ইত্যাদি অনেক প্রকার "আছে" হাজার হাজার মিলে। যাহাতে আমাদের দুর্ভাগ্যের পূর্ণতা হয়, তাহা আছে। দুঃখের অবসান কবে হবে ভগবান্ জানেন। আমাদের দুর্ভাগ্যের মুখ্য কারণ কি? দেশীয় লোকের আলস্য এবং উদ্যোগহীনতা। যদি উদ্যোগই করিবে তাহা হইলে এত বড় ছাব্বিশ কোটি প্রজার অবস্থা এইরূপ আলস্যপূর্ণ কেন? দিবসের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রত্যেকে যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা আলস্য

পরিত্যাগ করিয়া আপনার উন্নতির উপযোগী কাজ করে, তাহা হইলে প্রত্যেক দিবস দেশহিতকর কার্য্য ছাব্বিশ কোটি ঘণ্টা হইবে। দেশের লোকের উন্নতি হইলে দেশের উন্নতি হইবে। যদি প্রতি দিন এইরূপ হয়, তবে এ দেশের সৌভাগ্য পুনরুদিত হইবে না কে বলিল? পুরুষ জাতি প্রতি দিন কোন না কোন কাজ করেন, কারণ তাহা না করিলে তাহাদের পরিবারের ভরণ পোষণ চলিবে না। বাকী স্ত্রীজাতি; তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা এইরূপ *। পুরুষেরা বলেন, যেমন ঘাগর বলিলে তৎক্ষণাৎ জলের আধার স্বরূপ বড় একটা পাত্র বুঝায়, সেইরূপ স্ত্রীজাতির নাম করা মাত্র অলস, মূর্খ, অবাধ্য ইত্যাদি দোষযুক্ত ভাব মনে আসে। তাঁহারা স্পষ্ট বলেন, "তোমাদের দ্বারা কি প্রয়োজন? তোমরা চুপ করিয়া বসিয়া থাক, কোন কাজ কর্ম্ম কর না। আমাদের গলগ্রহ হইয়া তিন চার বেলা খাওয়া শুধু তোমাদের কাজ। সুতরাং অন্য বিষয়ে তোমাদের কি প্রয়োজন?" ইত্যাদি। আমি সংক্ষেপে দুইটী কথা মাত্র বলিলাম, কিন্তু এইরূপ হাজার হাজার বাক্য পুরুষের মুখ হইতে বাহির হয়। স্ত্রীলোক নীরবে তাহা শুনে। এ সকল কথা শুনিয়া মনে হয়, পৃথিবী দ্বিধা হইয়া যাক্, ক্ষণকাল প্রবেশ করিয়া লজ্জিত মুখ ঢাকিয়া রাখি; জগৎকে আর মুখ দেখাইতে ইচ্ছা করে না। কেন এই বিড়ম্বনা? স্ত্রীজাতিকে অলস বলিয়া আমার এইরূপ ইচ্ছা নহে যে, পুরুষ যেমন বড় বড় কাজ করেন, স্ত্রীলোকও সেইরূপ করিবে। পুরুষ-প্রকৃতি কঠোর, বলিষ্ঠ, পরিশ্রম-সহনশীল; রমণী কোমল এবং কিঞ্চিৎ

* বলিবার উদ্দেশ্য এই নহে যে, পুরুষই সকল কাজ করেন, আর স্ত্রীলোক চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন; কিন্তু এই কথা সত্য, রন্ধন প্রভৃতি আহারের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোনরূপ উন্নতির কাজ করেন, এইরূপ রমণী অতি বিরল।

দুর্ব্বল। পুরুষ আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করিবেন, তদ্বিরুদ্ধ আচরণ করিতে গেলে লোকনিন্দা। সেইরূপ রমণী আপনার কোমল প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করিবেন। তাহা না করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। কোন রমণী বলিবেন, আমি আমার সকল কাজ করি, ঘর পরিষ্কার, রান্না ইত্যাদি সকলই করি; তবে আর কি কাজ বাকী রহিল? তাহার উত্তর এই, ঈশ্বর তোমাকে কেবল রন্ধন ইত্যাদি করিবার জন্য জন্ম দেন নাই, চিন্তা করিয়া দেখিবে অগণ্য কাজ আছে। এই বিশাল সংসাররূপী বিরাট পুরুষের ডা'ন্ এবং বাম দুই ভাগ আছে। বাম ভাগ রমণী, ডা'ন্ ভাগ পুরুষ। আপনার শরীরের দুই ভাগ সমান চালাইলে যেমন সুখ হয়, সেইরূপ সংসারে পুরুষ এবং রমণী উভয়ই আপনার কার্য্য করিলে সংসার অতীব সুন্দর এবং সুখপ্রদ হয়। আপনার শরীরের ডা'ন্ ভাগ বাম ভাগ হইতে অধিক বলিষ্ঠ এবং ডা'ন্ হাত বাম হাত হইতে অধিক কাজ করিতে সক্ষম। সেইরূপ সংসারের ডা'ন্ ভাগ পুরুষ, রমণী অপেক্ষা কোন অংশে অধিক বলিষ্ঠ এবং অধিক কার্য্যকর। পক্ষাঘাৎ হইয়া যদি বাম অঙ্গ এক বারে নিষ্কর্ম্মা হইয়া যায়, তাহা হইলে এক ডা'ন্ অঙ্গ দ্বারা কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। সেইরূপ রমণী কোন কাজ না করিয়া যদি নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুরুষ একা সংসারের কোন কাজ সুচারুরূপে করিতে পারেন না। লিখিবার কাজ ডা'ন্ হাতে, কিন্তু কাগজ বাম হাতে না ধরিলে ভাল লেখা যায় না। কেহ কেহ এরূপ বলিবেন, বাম হাতে না ধরিলেও লেখা যায়। টেবিলের উপর অথবা অন্য কোন বস্তুর উপর রাখিয়া কোন ভারি পদার্থ উপরে রাখিলে কাগজ সরিয়া যাইবে না। তখন শুধু ডা'ন্ হাতে লেখা যাইবে। লেখা যাইবে বটে; কিন্তু এত

বড় দ্রাবিড়ী প্রাণায়াম করিতে যে সময় অতিবাহিত হইবে, সেই সময়ে যদি বাম হাতের সাহায্য নেওয়া হয়, তাহা হইলে ডা'ন্ হাত দ্বারা দ্বিগুণ লেখা যায় এবং বাকী সময়ে অন্য কোন ভাল কাজ করা যায়। তাহা না করিয়া বৃথা সময় নষ্ট এবং অন্য কাজের হানি।

সংসারের প্রত্যেক কার্য্যে পুরুষের রমণীর সাহায্য আবশ্যক। স্ত্রী যদি শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হন, তবে অনেক কাজ করিতে পারেন। সেই কাজ পুরুষ করিতে গেলে অনেক সময় বৃথা নষ্ট হয়। ঐ কাজ রমণী করিলে অন্য অনেক ভাল কাজ হইতে পারে। কিন্তু অবকাশ না থাকাতে তাহা হয় না। সকল সময়ই উদর পূজার আয়োজন করিতে শেষ হয়। ভাল কাজ কেহ করিতে পারেন না। সুতরাং দেশের উন্নতিও হয় না। এ জগতে সকল গুণ অথবা সকল পদার্থ এক স্থানে পাওয়া যায় না। সর্ব্বাংশে উত্তম এমন কিছুই নাই। এক বস্তুর মধ্যে কিছু অভাব থাকিলে অন্য বস্তু দ্বারা তাহা পূর্ণ হয়। এইরূপে অপূর্ণ পূর্ণ হয়। কেহ যেন এরূপ মনে না করেন, পরমেশ্বরের এমন সুন্দর সংসার মধ্যে অপূর্ণতা দোষাবহ। পরমেশ্বর জ্ঞানস্বরূপ, তিনি যে এই অপূর্ণতা সর্ব্বত্র রাখিয়াছেন, তাহা কোন কারণ ভিন্ন রাখেন নাই। সেই কারণ কি? জগতের সামান্য পরমাণু হইতে সর্ব্বোত্তম মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। দশ পুত্রের পিতা যেমন আপনার পুত্রগণকে পরস্পর শত্রুতা না করিয়া প্রীতির সহিত সম্মিলিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ; আবার পুত্রগণ পরস্পরের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইলে পিতার দুঃখের যেমন অবধি থাকে না, সেইরূপ ঈশ্বর আপনার পুত্ররূপী সংসারের সকলকে পরস্পর প্রেমের সহিত মিলিত দেখিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়া কেহ সংসারে কৃতকার্য্য হইতে পারে

না। প্রাণী মাত্রেরই এই স্বভাব, স্বার্থ না থাকিলে কেহ কাহারও নিকট যায় না। যাহা হইতে যাহার স্বার্থসিদ্ধি হয়, তাহার নিকট যায় এবং মিত্রতা করে। এইরূপ স্বার্থপর প্রাণির মধ্যে যদি ঈশ্বর গুণের অভাব না রাখিতেন ও একে অন্তের নিকট না গিয়া আপনার স্থানে বসিয়া সকল অভাবের পূরণ করিতে পারিত, তাহা হইলে কেহ কাহারও পানে তাকাইবার আবশ্যক হইত না। এইরূপ হইলে সকল প্রাণী পৃথক্ পৃথক্ থাকিয়া পরস্পরের সুখ দুঃখে হর্ষ শোক প্রকাশ করিত না। সকলেই নীরবে বসিয়া থাকিত। তাহা হইলে স্বর্গসম সুখময় স্থান পৃথিবী নরকসম হইত। সংসার এমন সুন্দর থাকিত না।

আপনার অভাব পূরণ করিবার জন্য মানুষ পশুর, পশু মনুষ্যের, তেলী তাম্বুলীর, ধনী দরিদ্রের, দরিদ্র ধনির, সকলেরই সকলের আবশ্যকতা আছে। তাই আছে বলিয়া একে অন্যের হিতসাধন করিয়া সুখে কাল অতিবাহিত করে। ঈশ্বরের নিয়মে যদি ইহা ঠিক্ হয়, পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন সুখ পাওয়া যায় না; তাহা হইলে পুরুষ রমণীর এবং রমণী পুরুষের সাহায্য ভিন্ন কিরূপে সুখ পাইবে? তোমরা বলিতেছ,—"সুখ আমাদেরও হয় এবং পুরুষেরও হয়, তবে অন্য সুখ কি?" প্রিয় ভগিনীগণ, আহার পানের সুখ আমার বলিবার অর্থ নয়। সুখের মুখ্য সাধন বিশুদ্ধ স্বাধীনতা। ইহা তোমার না এবং তোমার অসলতাহেতু পুরুষেরও নাই। তবে তুমি কিসে সুখী মনে কর? একজন কবি বলিয়াছেন—"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"। পরাধীনতা সকল দুঃখ এবং স্বাধীনতাই সুখ। আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? প্রথম স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টি কর। এতদূর পরাধীনতা, কাপড় খানা ছিঁড়িলে কিরূপে জোড়া দিতে

হয়, এক শত আমে মোট কত হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ নিয়া দোকানদার বাড়ী আসিলে তাহার দর কিরূপে করিতে হয়, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের জন্য অন্যের নিকট যাইয়া বিনয় করিতে হয়। সকল কার্য্য নষ্ট করিয়া চুপ করিয়া বসিতে হয়। গৃহকর্ত্তা বাহিরে গেলে, যদি কোন ব্যক্তি কোন ভদ্র লোক হইতে এমন সংবাদ নিয়া আসেন যে, তাহার উত্তর না দিলে কার্য্য নষ্ট হয়, গৃহিণীর এমন জ্ঞান নাই যে, তাঁহাকে বুঝাইয়া উত্তর দিতে পারেন। স্মরণ করিয়া লিখিবে কি, ষষ্ঠী দিনে ষষ্ঠীদেবী কপালে ভাল মন্দ অক্ষরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কাল কি শাদা তাহা পর্য্যন্ত জানে না। এইরূপ হাজার হাজার বিষয় প্রতি দিন ঘটিতেছে। এই সকল বিষয়ের সতর্ক নিয়া, পেটের দায়ে চাকুরি করিয়া পুরুষগণ ঘরের সকল কাজ আপন হাতে করিতে পারে না। অতএব, আবশ্যকীয় বস্তু সকল অন্য দেশীয় লোক হইতে ক্রয় করিতে হয়, এই জন্য আজ কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায়; আমাদের দেশ ভিখারী হইতেছে। দেশ-ভরা ভিখারীপণা আপনার গৃহ পাতিয়া বসিয়াছে। সুতরাং, বার বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া হীনবল করিতেছে। দুর্ব্বল মানুষ কত কাজ করিবে? দিন দিন দরিদ্র হইয়া শেষে একেবারে অকর্ম্মা হইয়া যায়। আপনার হাত পায় চলিতে অসমর্থ, অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া মাথা উঠাইতে পারে না। এই অবস্থায় যাহার আশ্রয়ে থাকে, তিনি যাহা বলেন, তাহাই নীরবে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয়। ভাল, এইরূপ হইলে আপনার স্বাধীনতা কোথায়? ঐ সকল লোক আপনি কিছুই করিতে সমর্থ নহে। নিতান্ত ক্ষুদ্র বিষয়ে নিরুপায় হইয়া মুখ হেঁট করিয়া বসে, তাহাদিগকে ঠাট্টা, বিদ্রূপ এবং কখন কখন পদাঘাত পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয়। সংক্ষেপে শেষ করি-

তেছি, অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। অল্প লেখাতেই আমাদের দেশের পুরুষ ও রমণী কত পরাধীন বুঝা গিয়াছে। এই পরাধীনতা যত দিন অক্ষত থাকিবে, তত দিন সুখ নাই, স্থির নিশ্চয়। দুঃখের মূল কারণ, রমণী পুরুষকে আবশ্যক বিষয়ে সাহায্য করিতেছে না। যাহাদের নিকট হইতে আপনার স্বার্থের কোন আশা নাই, এইরূপ স্ত্রীদিগকে পুরুষগণ কঠোর ও লজ্জাদায়ক কথা বলিলে কি করা যায়? আমাদের জাতির যখন এত দোষ, তাহা অপেক্ষা অধিক বলিলে এবং অপমান করিলে পুরুষদের নিতান্ত অপরাধ হয়, কেমন করিয়া বলি? আমাদের অপমানের কারণ আমরা নিজেই। আমাদের মধ্যে জ্ঞান, উদ্যোগ প্রভৃতি মহত্ত্বের গুণ কিছুই নাই। তাহা না থাকাতে পুরুষদের নিকট আমাদের কোন সম্মান নাই, এবং সম্মান নাই বলিয়াই আমরা সম্মুখে থাকিলেও প্রকাশ্য ভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, আমাদের কোন কথাই শুনেন না। এই সকল সত্য, কিন্তু এইরূপ অসহ্য অপমান সহ্য করা মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। ঈশ্বরনির্ম্মিত সৃষ্টি মধ্যে মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া সেই নামের উপযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব হে প্রিয় ভগিনীগণ, তোমরা সকলে মিলিয়া আমাদের অসংখ্য অজ্ঞানতাহেতু পশুত্বরূপী যে ভূত শিরে চাপিয়াছে, তাহা উদ্যোগরূপ মহামন্ত্র বলে দূর করিতে যত্ন কর। জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা দেবত্ব গুণ লাভ করিতে চেষ্টা কর। তাহা হইলে অল্প দিবসের মধ্যে আমাদের দুর্দ্দশা যাইয়া সুদশা উপস্থিত হইবে। এইরূপ সর্ব্বাংশে হীন অবস্থায় থাকিতে লজ্জা বোধ করিতেছ না কি? তোমাদের সুন্দর এবং কোমল হৃদয় এইরূপ অশেষ দুঃখ কিরূপে সহ্য করিতেছে? পশুও বিপদে পড়িলে আপনার রক্ষার জন্য হস্ত পদ চালনা করে; তোমরা মনুষ্য হইয়া অজ্ঞানরূপ

ঘোর অন্ধকূপ মধ্যে পড়িয়া থাকিবে? আপনার উদ্ধারের কোন উদ্যোগ করিবে না? সকলে এক মনে এখন হইতে উদ্যোগ করিতে আরম্ভ কর। উদ্যোগী মনুষ্যের কিছুই অসাধ্য নাই। উদ্যোগ কর, এই আমি বার বার বলিতেছি। তোমাদের শরীরের রক্ত উৎসাহে উষ্ণ হইয়া প্রত্যেক ধমনীতে সজোরে প্রবাহিত হউক। তোমাদের সজীবত্ব মানুষকে বুঝিতে দাও। তোমাদের উদ্যোগ, জ্ঞান, তেজস্বীতা, সত্য ঈশ্বরপরায়ণতা, সতীধর্ম্ম প্রভৃতি গুণ সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া মন স্তব্ধ হইতে দাও। আমাদের ভারতবর্ষীয় পূর্ব্ব কালের স্বাধ্বী রমণীদের মহিমা পুনরুজ্জ্বীবিত কর। তোমাদিগকে সমরক্ষেত্রে যাইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে না। তোমরা তোমাদের অলসতারূপ শত্রু বিনাশের জন্য যুদ্ধ করিয়া যদি জয়ী হইতে পার, তাহা হইলে ত্রিলোক বিজয় হইবে। জগৎ তোমাদের পরাক্রম দেখিয়া প্রশংসা করুক। উঠ ভগিনীগণ, জাগ্রত হও, এখন নিদ্রা যাইবার সময় নহে ; দুঃখ রাত্রি গিয়া সুখ দিবার প্রভাত সময় আসিয়াছে। নয়ন উন্মীলন করিলেই আলো চক্ষের সমক্ষে পড়িবে। নয়ন থাকিতে কেমনে আঁধারে পড়িয়া রহিবে? চল, সকলে মিলিত হও, আপনার সুখ গৃহের ভিত্তি জ্ঞান-পর্ব্বতের শিখরে দৃঢ় করিয়া গাঁথ, যেন কিছুতেই তাহা না টলে, সুখ-গৃহের কিছুতেই পতন হইবে না। এই ভিত্তির নাম স্বাবলম্বন অর্থাৎ আপনার উপর আপনার অবলম্বন। আপনার উন্নতি করিতে হইলে অন্যের মুখপানে চাহিয়া বসিয়া থাকা উচিত নহে। প্রত্যেক রমণীকে আপনার উন্নতির জন্য আপনার উপর নির্ভর করিয়া অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত উদ্যোগ করিতে হইবে। যশোদাতা পরমেশ্বর তোমাদের সাহায্য করিবেন।

২

বিদ্যা।

কোন মনুষ্য ধন না থাকিলে সুখী হয় না। অধিক কি, ধন না থাকিলে এক দিনও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। এই জন্য পণ্ডিতগণ ধনকে "বহিঃপ্রাণঃ" নাম প্রদান করিয়াছেন। ধন-হীন জন জীবন্মৃত। লোকসম্মুখে যাইতে তাহার লজ্জাবোধ হয়। শরীর ও বস্ত্র অপরিষ্কৃত, মন নানাপ্রকার চিন্তা দ্বারা মলিন, মুখ তেজো-হীন। লোক সর্ব্বদা উপহাস করে ও ধিক্কার দেয়। সদাই ম্রিয়মান, ইহলোকে থাকিয়াই মরণ ভোগ করিতেছে মনে করে। সারাংশ, ধনহীন মনুষ্যের সংসারে সুখ নাই, এই জন্য মনুষ্য মাত্রেরই আপনার যোগ্যতানুসারে সংসারে সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য অল্পাধিক ধন উপার্জ্জন করা উচিত।

ধন অনেক প্রকার আছে। জমীন, ধান্য, গরু বাছুর, সোণা রূপা, মাণিক হীরা ইত্যাদি স্থাবর জঙ্গম বস্তুকে ধন বলে। এই ধন থাকিলে অনেক লাভ ও সুখ হয়। কিন্তু এই সকল চিরস্থায়ী নহে; কারণ, পৃথিবীর পদার্থমাত্রই নশ্বর এবং তাহা হইতে যে সুখ তাহা ক্ষণভঙ্গুর। অতএব বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচক লোক যে ধনের নাশ নাই এবং যাহা হইতে অনন্ত সুখপ্রাপ্তি এবং যাহার শেষ নাই, এমন

ধন লাভের জন্য চেষ্টা করেন। এ জগতে এমন ধন কি যাহার শেষ নাই? বিদ্যা সেই অক্ষয় ধন। এই ধন যাহার নিকট আছে তিনি জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী। ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে পড়িয়া যাহারা কষ্ট পায়, বিদ্যা সূর্য্যের ন্যায় তাহাদিগকে আলো প্রদান করে। তোমরা বলিবে, "আমাদের চক্ষু আছে। দিবসে সূর্য্য, রাত্রিতে চন্দ্র, প্রদীপ ইত্যাদি আমাদিগকে আলো প্রদান করে।" কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি বিদ্যা না থাকে, হাজার চক্ষু থাকিলেও অন্ধ। যে সম্মুখস্থ পদার্থ দেখিতে পায় না, দূরের পদার্থ কি দেখিবে? তোমাদের বহিৰ্চ্চক্ষু মাত্র আছে, অন্তর্চ্চক্ষু নাই। বিদ্যা থাকিলে মানবের অন্তর্চ্চক্ষু জ্যোতিষ্মান হয়। নির্ম্মল জ্যোতি দ্বারা যে কোন পদার্থ যত দূরে থাকুক না কেন সহজেই দৃষ্ট হয়। যাঁহার বিদ্যা আছে তিনি জন্মান্ধ হইলেও অন্তর্চ্চক্ষু দ্বারা সমস্ত জগৎ দর্শন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করেন। সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু শ্রেষ্ঠ, শরীর অতীব সুন্দর হইলেও চক্ষু না থাকিলে শোভা নাই। যে বহিৰ্চ্চক্ষু দ্বারা মানুষ সম্মুখস্থ সাধারণ পদার্থ মাত্র দেখিতে পায়, সেই চক্ষু না থাকিলে যদি তাহা লাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে যত্ন করে, তবে কি প্রকৃত চক্ষু লাভের জন্য উপায় অবলম্বন করিবে না? যে চক্ষু দ্বারা এক স্থানে বসিয়া চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা যাহা দৃষ্ট হয় না তাহা দেখা যায়, তাহা বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা লাভ হয়। সেই অমূল্য বস্তুর জন্য যত্ন করিবে না? অন্তর্চ্চক্ষুর নাম জ্ঞান। বিদ্যাই জ্ঞানের জননী। যেমন মা ভিন্ন সন্তান হয় না, তেমন বিদ্যা ভিন্ন জ্ঞান হয় না। যদি জ্ঞানলাভ করিতে চাও, তবে বিদ্যাভ্যাস কর। বিদ্যাভ্যাসের কি নিয়ম বলা যাইতেছে।

শিশুসন্তানকে বয়স্ক লোক যেরূপ বলিতে শিখায় সেই রূপ বলে;

শিক্ষা বিনা কিছুই বলিতে অথবা করিতে পারে না। সেই রূপ শিক্ষকের সাহায্য ভিন্ন স্বয়ং বিদ্যা শিক্ষা অসম্ভব। নূতন পথিক কোন এক অজানা সহরে যাইয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়া যদি যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে যায়, তবে তাহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হয়; তাহার পক্ষে কোন জানা লোককে রাস্তা জিজ্ঞাসা করা উচিত। সেইরূপ বিদ্যার্থিগণও শিক্ষার রীতি জিজ্ঞাসা না করিয়া শিখিতে পারে না। সুতরাং, জ্ঞানপথ-প্রদর্শক শিক্ষাগুরু অথবা উপদেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু বালক, বিশেষতঃ বালিকা ও প্রৌঢ়া রমণীগণ, বিদ্যা-শিক্ষার কিম্বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে শিক্ষকের অধীনে থাকিবে, তাহাকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করা উচিত। কারণ, মানুষের যেরূপ সংসর্গ সেইরূপ স্বভাব ও গুণ হয়। যেমন জল দুধের সহিত মিশিলে দুধের গুণ পায়, আবার কর্দ্দমের সহিত মিশিলে কর্দ্দমাক্ত হয়, সেই রূপ মানুষ সৎ ও অসৎ সংসর্গানুসারে ভাল মন্দ গুণ প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ, বালক ও স্ত্রীলোকের মন সাদা কাপড়ের ন্যায় শুভ্র, এবং কাঁচা বাঁশের ন্যায় কোমল, তাহাতে যে রঙ্গ্ দেওয়া যায় তাহাই বসে, যেরূপ বাঁকা করা যায় সেইরূপ হয়। শেষে তাহাতে অন্য রঙ্গ্ বসান, অন্য দিকে বক্র করা সুকঠিন। প্রারম্ভে ভাল মন্দ যাহা হয় জন্মভরা তাহা যায় না।

১। বিদ্যাভ্যাস করিবার সময় শিক্ষকের প্রতি সম্মান থাকা কর্ত্তব্য। শিক্ষকের সম্মুখে নিরর্থক কিম্বা অধিক হাসা উচিত নহে। তাঁহার সম্মুখে কিম্বা পশ্চাতে ঠাট্টা মস্কারা করিবে না, অসম্মানসূচক কিম্বা উচ্চ স্বরে কথা বলিবে না। বলিবার সময় ‘ তুই ’ ‘ তুমি ’ শব্দ ব্যবহার করিবে না। শিক্ষকের সম্মুখে কথা বলিবার সময় অতিশয় নম্রভাবে প্রসন্নমুখে, মধুর স্বরে বলিবে। কর্কশ, অসত্য এবং

অসভ্য বাক্য যেন কখনও বাহির না হয়। জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছু বলিবে না। তবে কুশল প্রশ্ন ও আদর সৎকার করিবার সময় বলা উচিত। আপনার কোনও সন্দেহ উপস্থিত হইলে এবং যদি কোন কাজের বাধা না হয় তবে বলা উচিত। অসময়ে কোন কথা বলিবে না। শিক্ষকের সম্মুখে অসভ্য ব্যবহার করিবে না। অপরাধের জন্য প্রহার কিম্বা তিরস্কার করিলে রাগ করিবে না। যে আপনার দোষ সংশোধন করিতে চায়, সে শিক্ষকের প্রতি রাগ না হইয়া আপনার দোষ দূর করিতে চেষ্টা করে, ইহাতে প্রতিষ্ঠা আছে, কাহারও নিন্দা করিবে না, কিম্বা পরোক্ষে মন্দ কথা বলিবে না। অপরাধ না হইলে, শান্তভাবে ও নম্রতার সহিত আপনার নিরপরাধিতা জানাইবে। উদ্ধত প্রকৃতি এবং ক্রোধ স্বভাব কখনও দেখাইবে না। মিথ্যা ভাণ করিয়া আপনার নিরপরাধিতা প্রমাণ করিবে না। আপনার দোষ অন্যেতে আরোপ করিবে না। শিক্ষকের কথা মন দিয়া শুনিবে, মধ্যে গোলমাল করিবে না। না বুঝিলে পুনঃ জিজ্ঞাসা করিবে। জ্ঞানী লোকের বাক্য সদুপদেশপূর্ণ। বিদ্যাভ্যাসের সময় মন যেন অন্য দিকে ধাবিত না হয়। এক মনে আপনার পাঠ অভ্যাস করিবে। তাহাতে অল্প পরিশ্রমে অধিক শীঘ্র শিক্ষা হয়। শিক্ষা বিষয়ে অলস হইবে না। পাঠাভ্যাস করিতে প্রথম কিছু দিন অধিক শ্রম লাগে, কিন্তু একবার অভ্যাস হইলে কাজ করিতে সুখবোধ হয়। বর্ত্তমান পাঠ অন্য কোন সময়ে অথবা পুরাণ পাঠ হইলে করিব এইরূপ করিয়া রাখিয়া দিবে না। কারণ, সময় গেলে আর ফিরিয়া আসে না। সময় যাইতেছে, অলসভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টাও বিলম্ব করিলে সেই কাজ কখনও হইবে না।

শৈশবকালে সাংসারিক কিম্বা অপর কোন চিন্তা থাকে না। সেই

সময় মন একাগ্র এবং এক ভাবাপন্ন; তখন যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়। এইরূপ অমূল্য সময় কখনই বৃথা নষ্ট করা উচিত নহে। যত হইতে পারে এই সময় জ্ঞান উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সমস্ত জীবনে কোন কষ্ট পাইতে হইবে না। সময় গেলে আর পাওয়া যায় না। নানাপ্রকার সাংসারিক ব্যাধি মন জড়াইলে কোথায় বিদ্যা, কোথায় বা জ্ঞান, তখন বৃথা অনুতাপ মাত্র সার হয়। সহস্র সহস্র লোক বাল্যকাল আলস্যে কাটাইয়া চিরজীবন অনন্ত কষ্ট ভোগ করে। তুমি বলিবে যাঁহাদের জ্ঞান আছে, তাঁহারাও ত দুঃখ মুক্ত নহেন; তবে সুখের সময় বিদ্যাভ্যাসে নষ্ট করিয়া ফল কি? সত্য বটে, বিদ্বান্ লোকও দুঃখ মুক্ত নহেন। কিন্তু তাঁহারা বিপদের সময়ে ভয়ে নিরাশ অথবা অধীর হইয়া পড়েন না। তাঁহাদের ধৈর্য্য আছে, সঙ্কট হইতে কিরূপে মুক্ত হইতে হয় উপায় চিন্তা করেন। বিদ্বান্ লোকদের মনে জ্ঞানজনিত শান্তি আছে। যে কোন দুঃখ আসুক না কেন, তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ অবসন্ন করিতে পারে না। বাস্তবিক চিন্তা করিলে দেখা যায়, যাঁহার মন শান্ত তিনিই জগতে সুখী। মন শান্ত না থাকিলে বাহিরের সহস্র সুখ হইলেও সুখী হওয়া যায় না। পায়ে পাদুকা থাকিলে কণ্টকের উপর দিয়া চলিলেও কণ্টক বিদ্ধ হয় না। কিন্তু পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হইলে মখ্‌মলের উপর ভ্রমণ করিলেও ব্যথা লাগে।

মন সুখী করিবার জ্ঞান ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বিদ্যাই অক্ষয় ধন। সৎ পথে পরিচালনা করিলে কোনরূপ নাশ নাই। এই ধনে যাহা লাভ হয়, অন্য ধন দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব নহে। বিদ্যা ভাল রূপ শিক্ষা করিলে জ্ঞানলাভ হয়। সেই জ্ঞান জগৎপিতা দীনবন্ধু পরমেশ্বরের পথ দেখাইয়া দেয়। ঈশ্বর প্রেমজনিত আনন্দের নিকট

আর সকল সুখ তুচ্ছনীয়। সাধুগণ ঐহিক সুখকে পদাঘাত করিয়া নিতান্ত ভিখারী বেশে ভগবৎ প্রেমে মগ্ন হইয়া শ্মশানের ন্যায় উদাসময় ভয়ঙ্কর স্থানে সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যদি ঈশ্বর প্রেমে নিত্য সুখ না থাকিত, তাহা হইলে কি বড় বড় মহাজনগণ আপনার সকল সুখ বিসর্জ্জন করিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইতেন? এক স্থানে কুল আর এক স্থানে মুক্তা রাখিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কোন্‌টা লইবে, তবে কুল না নিয়া মুক্তা লইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, সকলেই জানে কুল অপেক্ষা মুক্তার মূল্য অধিক। সেইরূপ জ্ঞান থাকিলে বর্ত্তমান ক্ষণভঙ্গুর সুখাপেক্ষা ঈশ্বর প্রেমজনিত সুখকে অধিক মূল্যবান্ মনে করিবে। ঐহিক সুখের আকাঙ্ক্ষাতে কি ফল? সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় সুখের দিকে মন প্রধাবিত হইলে জগতের যে কোন দুঃখই আসুক না কেন, কিছুই করিতে পারিবে না। অজ্ঞানী লোক সেই সুখ কি জানে না। সুতরাং, দিন রাত সংসারের ক্ষণভঙ্গুর সুখের আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সুখে নিরাশ হইলে মৃতপ্রায় হয়, সামান্য দুঃখে গুরুতর আঘাত লাগে। তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশার সীমা নাই। অতএব জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করা উচিত। বিদ্যা ধন নিকটে থাকিলে অন্য ধনের আবশ্যক হইবে না। চিরদিন সমান যায় না। তোমার যদি নিস্ব অবস্থা হয়, তবে তুমি চিন্তা করিবে, সুখের সাধন যে ধন তাহা তোমার নাই। যদি তাহা লাভ করিতে চাও, তবে বিদ্যা ধন লাভ করা উচিত। যদি তোমার অবস্থা অনুকূল হয়, তবে মনে করিবে চিরদিন এই অবস্থা থাকিবে না। বিপদের মেঘ আসিয়া ঢাকিলে তোমাদের আর সান্ত্বনার আশা থাকিবে না। সুতরাং, প্রথম হইতেই বিদ্যা উপার্জ্জনে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করিবে।

শিক্ষকের নিকট যে পাঠ শিক্ষা করিবে তাহা ভালরূপে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। না বুঝিয়া তোতার ন্যায় মুখস্থ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। যাহা পড়িবে যে পর্য্যন্ত তাহার অর্থ এবং ভাব না বুঝিতে পার, সেই পর্য্যন্ত অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবে না। পাঠ্য বিষয়ের ভাব ও অর্থ উদ্ধার করিতে না পারিলে পড়িয়া ফল কি? না বুঝিয়া মুখস্থ করাতে বৃথা শ্রম মাত্র সার হয়। না বুঝিয়া পুস্তকালয়ের সমস্ত বই পড়িলেও কোন লাভ নাই। চিনির বলদ চিনি বহন করে অথচ স্বাদ জানে না। ভার বহন করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেইরূপ হইবে না, যাহা পড় তাহার অর্থ জানিতে চেষ্টা করিবে। যত চিন্তা করিবে তত লাভ, সমুদ্রের তীরে বসিয়া দৃষ্টি করিলেই তরঙ্গে ভাসিয়া মুক্তা আসিতেছে দেখিতে পাইবে না। উপরিভাগে কেবল আবর্জ্জনা, ঘাস, ফেনা ভাসমান। এই সকল দেখিয়া সমুদ্রে মুক্তা নাই মনে করা অনুচিত। ডুবারি গভীর জলে নামিয়া যখন মুক্তা অন্বেষণ করে তখনই পায়। সেইরূপ হীরা আদি মণি মাণিক যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে না। খনন ভিতরে প্রথম মাটি, কয়লা, পাথর দেখা যায়, কিন্তু ভালরূপ খনি করিয়া মৃত্তিকার নিম্নে অনুসন্ধান করিলে রত্ন মিলে। সেইরূপ উপরি উপরি শিক্ষাতে তুমি কখনই জ্ঞান রত্ন লাভ করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে, কেবল কতকগুলি আবর্জ্জনা লাভ হইবে। তাহাতে শুধু ক্ষতি। আবর্জ্জনা অপেক্ষা কিছুই লাভ না হওয়া বরং ভাল। অজ্ঞান অপেক্ষা অল্প বিদ্যাতে কষ্ট অধিক। কারণ, অল্প জ্ঞানী লোক বিচারশূন্য। তাহারা মনে করে, তাহারা সকলই জানে। এই অহঙ্কারবশতঃ তাহারা যখন কোন কাজ করিতে যায়, তখন জ্ঞানী লোকদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করে না। ভাল মন্দ বুঝিতে না পারিয়া যাহা মনে করে তাহাই করে।

বিষধরকে কুসুমহারের ন্যায়, মন্দ কাজকে ভাল বলিয়া ভ্রান্তি হয়। সুখ ও আশা বিনষ্ট হইয়া চিরজীবন দুঃখিত ও সন্তপ্ত হয়। জ্ঞানী লোক সুবিবেচক, অন্য লোক যাহা বলে তাহা তাঁহারা কখনও অনাদর করেন না। নিরহঙ্কারবশতঃ সর্ব্ব লোকের প্রিয়। বিপদাপন্ন হইবার আশঙ্কা অতি অল্প। পশুর ন্যায় অজ্ঞানী থাকিবে না। অর্দ্ধ শিক্ষিত হইয়া দুঃখ দ্বার উদ্ঘাটন করিবে না। সুপণ্ডিত হইবার চেষ্টা করিবে। নতুবা অনন্ত দুঃখ সহিতে হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, অধিক পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান হয়। যদি অধিক পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান হইত, তবে ইহা অপেক্ষা আর সহজ উপায় নাই। পুস্তক পূর্ণ গৃহ, বাক্স, পেটারা সকলই জ্ঞানী। অধিক পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান হয় এমত নহে। একাগ্র মনে অল্প পুস্তক পড়িলেও অধিক জ্ঞান হয়। আহারের নিয়ম ভিন্ন যেমন শরীর পুষ্ট হয় না, সেইরূপ একাগ্র হইয়া পুস্তক পাঠ না করিলে জ্ঞান হয় না।

চিত্ত একাগ্র করিবার উপায় এই—শিক্ষক যে পাঠ দিবেন, তাহাতে যে শব্দের অর্থ জাননা তাহা মাত্র জিজ্ঞাসা করিবে, আর সকল নিজে পড়িবে। নিজের শিক্ষার জন্য অন্যকে যেন পরিশ্রম করিতে না হয়। তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য বার বার চিন্তা করিবে। কিছু দিন পরিশ্রম করিলেই নিজে নিজে সকল বুঝিতে পারিবে। বুঝিলে সহজেই মুখস্থ হয়। গণিত প্রভৃতির প্রশ্ন মীমাংসা করিতে যদি অধিক পরিশ্রমও লাগে, তথাপি নিজে নিজে করিতে চেষ্টা করিবে। অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হওয়া উচিত। কোন পাঠ যত কঠিন হউক না কেন, পারিব না এইরূপ চিন্তা স্বপ্নেও করা উচিত নহে। যখন অন্যে করিতে পারে, তখন আমি কেন পারিব না? চেষ্টা করিলে অবশ্য হইবে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস

থাকা উচিত। কোন কোন লোক অল্প পরিশ্রমসাধ্য কাজও অলসতাবশতঃ করে না। যখন অন্য লোককে অতি কষ্টসাধ্য কাজ করিতে দেখে, তখন অন্তরে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠে; অথবা বলে তাঁহারা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত কিম্বা অবতার তাই এই সকল কাজ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কপালে লেখা নাই বলিয়া কপোলে হাত দিয়া বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের মনে এই কথা উদিত হয় না যে, কপাল বলিয়া কোন দেবতা নাই। যেরূপ করিবে সেইরূপ হইবে। অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষ আঁকিতে বাঁদর আঁকে, তাহাতে চিত্রের দোষ কি? এই জগতে সহস্র সহস্র বৎসর যাঁহাদের নাম জাগরূক, তাঁহারা যে অলৌকিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, তাহার এক মাত্র কারণ তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া, একান্ত তৎপর হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময় অনেক অলস লোক এই সকল মহাত্মা, দেব, দেবী, ভূত প্রেত, বেতাল ইত্যাদির মন্ত্র জানিতেন এবং অনুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনেক অসার কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার ভিতর কতদূর সত্য আছে বুদ্ধিমান লোক সহজে বুঝিতে পারেন। মূর্খ লোক এইরূপ কথাতে বিশ্বাস করিয়া অনেক প্রকার বিপত্তি ভোগ করে। নিজে যাহা দেখিয়াছি এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। দক্ষিণাপথে ত্রিপতি পর্ব্বতের নিকটে ঘটিকাচল নামে এক পর্ব্বত আছে। সেখানে সহস্র সহস্র সরলপ্রকৃতি ভাবুক লোক বিনা পরিশ্রমে দৈববলে সকল কার্য্য সফল হয়, ভূত প্রেত দ্বারা সকল সিদ্ধি মিলে, মনে করিয়া দিনরাত্রি মনে মনে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছে। কামনা সিদ্ধির আশায় অবিরাম দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছে। কেহ কেহ দিন রাত্রি উপবাস

করিয়া ইষ্টমন্ত্র সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠান করিতেছে। কেহ কেহ হোম করিতেছে। বলা বাহুল্য, অমূল্য সময়, অর্থ এবং জীবন নাশ করিয়া কেবল বিপত্তি ভোগ এবং লোকের উপহাসের পাত্র হইতেছে। বিশ বৎসর বয়সের কোন এক যুবকের হস্তে তিন চারি হাজার টাকার বিষয় সম্পত্তি ছিল। সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করিত না। তাহার মস্তক মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়, প্রভৃতি অসার কল্পনায় পূর্ণ ছিল। সেই ভাবে নিমগ্ন হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই যাহা কিছু অর্থ ছিল, সমস্ত ব্যয় করিয়া ফেলিল। মন্ত্রসিদ্ধির জন্য পুরোহিত ইত্যাদি স্বার্থপর লোক ব্রাহ্মণভোজন, ব্রতানুষ্ঠান, মন্ত্র-উদ্যাপনে অর্থ ব্যয় করিতে পরামর্শ দিল। জলের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিলে আর কয় দিন থাকে? সেই যুবক এক বিংশতি নির্জ্জলা উপবাস করিয়া ঈশ্বরদত্ত শরীর নাশ করিল। কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। বলিতে দুঃখ হয়, এই যুবক আপনার নির্ব্বুদ্ধিতাতে প্রতরাক লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, বিদ্যাভ্যাস ও উন্নতির সহায়-স্বরূপ সমস্ত ধন এবং বহুমূল্য সময় নষ্ট করিল। সিদ্ধি কিছুই হইল না। এখন বিদ্যাভ্যাস করিবার জন্য কিছুই সম্বল, কোনরূপ সামর্থ্যও রহিল না। বিলাপ পরিতাপ করিয়া কোন ফলই হইতেছে না। তাহার কথা মনে হইলে কষ্ট হয়। এইরূপ লোকের বুদ্ধিকে কি বলিব? জ্ঞান, বিদ্যা ও সম্পত্তি,—মন্ত্র, তন্ত্র, বেতাল, ভূত ইত্যাদি কল্পিত শক্তির সাহায্যে লাভ হয় না; পরিশ্রম করিতে হয়। জগতের নিয়ম এই, যাহা আমরা ভালবাসি, তাহার প্রতি আমাদের সর্ব্বদা লক্ষ্য থাকে। যাহাকে আমরা ভালবাসি সে আমাদিগকে ভালবাসে। অতএব জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা হইলে বিদ্যাকে বিশেষ প্রীতি করিতে হইবে। জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ না থাকিলে

জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। বিদ্যা ভিন্ন অন্য দিকে যেন মন না যায়, এই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইবে। আহার পান সম্বন্ধে মিতাচারী হইবে। খেলা ও গল্পের দিকে মনোনিবেশ করিবে না। সাধারণ পোষাক পরিধান করিবে। আহার পান সম্বন্ধে নিয়ম না থাকিলে, পোষাক সম্বন্ধে বিলাসী হইলে, ইহাতেই মন আসক্ত হয়, বিদ্যা পলায়ন করে। শেষে বালক বালিকা কোন কাজেরই থাকে না। অন্যে ভাল পোষাক পরিধান করে, ভাল অলঙ্কার পরে, মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করে দেখিয়া তোমার তাহা অনুকরণ করা উচিত নহে। তোমাদের সমবয়স্কদের মধ্যে যাহারা বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া সুন্দর বস্ত্র, ভাল অলঙ্কারের প্রতি মন দিয়াছে, তাহাদের পরিণাম ভাল হয় নাই। সেই অলঙ্কার, সেই বস্ত্র, সেই সুন্দর দেখাইবার স্পৃহা শেষে কোথায় গেল? অলঙ্কার পরিয়া সৌন্দর্য্য দেখাইয়া দেশ পর্য্যটন কর, গুণ না থাকিলে কেহ তোমার দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। যদি গুণ থাকে আর এক কোণেও বসিয়া থাক, তবু সকল লোক তোমাকে ভাল বাসিবে। শিমুল ফুল দেখিতে সুন্দর, কিন্তু সুগন্ধি ফুলের গুচ্ছের ভিতর কি কেহ তাহা রাখিতে দেখিয়াছ? এত সুন্দর অথচ লোকে কেন তাহাকে অনাদর করে? কারণ তাহার সুগন্ধ নাই। বকুল ফুল অতি ক্ষুদ্র এবং দেখিতেও তত সুন্দর নহে, কিন্তু তাহার এত সুগন্ধ যে ম্লান অথবা দলিত হইলেও লোকে তাহাকে আদর করে। অলঙ্কার অথবা সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিলে সুন্দর দেখাইবে মনে করা নিতান্ত ভ্রম। সুন্দর রূপ গুণ থাকিলে অলঙ্কারে শোভা হয়, নতুবা শোভা অসম্ভব। পক্ষান্তরে, তোমার সহবাসে অলঙ্কারের স্বাভাবিক শোভাও বিনষ্ট হইবে। সং সাজিয়া সুন্দর দেখাইবার চেষ্টা করিলে লোকে হাসে, কোন ফলও হয় না। মর্ক-

টকে সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার পরিয়া সুন্দর হইতে কেহ কি কখন দেখিয়াছ? সত্য বটে, অলঙ্কারে মানুষের কিছু শোভা বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহা যত দিন যৌবন তত দিন থাকে; বৃদ্ধ বয়সে শরীরের সৌন্দর্য্য থাকে না; সেই সময় স্বর্ণ, মুক্তা কোন সৌন্দর্য্য দিতে পারে না। যৌবন চির দিন থাকে না। অলঙ্কারও কিছু সকল সময় সকলের নিকট থাকে না। অতএব, চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বিদ্যা-ধন উপার্জ্জন কর। সদ্গুণ অলঙ্কার পরিধান কর; ইহার শোভা কুরূপ, দরিদ্র, বৃদ্ধ কোন অবস্থাতেই ম্লান হইবে না।

বিদ্যাভ্যাসের বিঘ্ন জন্মাইবার অনেক বস্তু আছে। তন্মধ্যে প্রধান আলস্য; ইহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত। আজ যে কাজ করিবে, তাহা কা'লের জন্য রাখিয়া দিবে না। আলস্য পরিত্যাগের এক উপায় আছে, যে যে কাজ করিতে হইবে, তাহার জন্য পৃথক্ সময় নির্দ্ধারণ করিবে। যে সময়ের যে কাজ, তাহা নিশ্চয় করা উচিত। আগে কিম্বা পরে করা ও সময় বৃথা ব্যয় হইতে দেওয়া উচিত নহে। রাত্রি নয়টার সময় নিদ্রা যাইবে এবং চা'র বাজে উঠিবে; সাত ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইবে না। ইহা অপেক্ষা কম হইলে শরীর সুস্থ থাকে না। যে নিয়মিতরূপে সাত ঘণ্টা নিদ্রা যায় তাহার শরীর সুস্থ থাকে, এবং তাহাকে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কেহ কেহ অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া কাজ করেন, কিন্তু তাহা করা উচিত নহে। সুখের জন্য যেমন জ্ঞান, তেমন শরীর রক্ষা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করা উচিত। যদি শরীর সুস্থ না থাকে, তবে জ্ঞান দ্বারা কি লাভ? সত্য বটে, নিয়মিত সময়ে নিদ্রা যাওয়া এবং উঠা আমাদের হাতে নহে। প্রথম কয়েক দিন নিয়মমত নিদ্রা গেলে, নিয়মিত সময়ে উঠিতে চেষ্টা করিলে, শেষে অভ্যাস হইয়া

যাইবে। এই সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে। মানুষ না করিতে পারে, জগতে এমন কাজ নাই। কিছু দিন চেষ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে হয়, শ্রমসাধ্য কাজও করিতে করিতে শেষে অভ্যাস হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগ রাখিলে, সকল কাজেই লাভ হইবে। নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র উঠিবে, জাগিয়া এখন উঠিব তখন উঠিব করিলে, অজানিত ভাবে নিদ্রা আসিয়া পড়িবে। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নিদ্রা যাইলে শরীর অলস হইয়া পড়ে, এবং পরিমিত অপেক্ষা অধিক নিদ্রা গেলে অজীর্ণ হইয়া শরীর নষ্ট হয়। তোমরা সকলেই ঘড়ি দেখিয়াছ। ঘড়িতে একটী বড়, একটী ছোট কাঁটা আছে; তাহার ভিতরে অনেকগুলি চাকা আছে; চাকার ভিতরে পাতলা স্প্রিং আছে; চাবি দিলে ঘড়ি চলে; সময় মত চাবি না দিলে বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের শরীর ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায়। বুদ্ধি, ক্রোধ, লোভ, বিবেক, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি সকল বৃত্তি ঘড়ির চাকা; উদ্যোগ তাহার স্প্রিং। উদ্যোগ-স্প্রিং নিয়মিত গতি পাইলে বৃত্তিরূপ চাকা ঘুরিয়া শরীর যন্ত্র যথোপযুক্তরূপে চালিত হয়। সেই বৃত্তির পরিচালনা না করিলে শরীর নষ্ট হইয়া কার্য্যোপযোগী থাকে না। সামান্য ঘড়ির চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে দুরুস্ত করিয়া পুনঃ বসান যায়, কিন্তু শরীর যন্ত্রের চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে দুরুস্ত করিয়া পুনঃ বসাইতে পারে, এমন কারিকর আজ পর্য্যন্ত কেহ হয় নাই। এই জন্য শরীরকে যত্নের সহিত রক্ষা করিতে হইবে। সমস্ত বৃত্তি গুলিকে সুস্থ রাখা প্রত্যেকের কর্ত্তব্য। নিয়মিতরূপে প্রত্যহ অল্প অল্প করিলেও শেষে অনেক কাজ হইয়া যায়। তাড়াতাড়ি কাজ ভাল হয় না। সাধারণতঃ আমরা অন্য সময় করিব বলিয়া কাজ রাখিয়া দেই, তাহাতে অনেক কাজ একত্র জমিয়া যায়। কাজ করিবার সময় থাকে না।

আবশ্যকীয় কাজ করা যায় না এবং যদিও বা তাড়াতাড়ি করা যায়, ভালরূপ হয় না। আবার আবশ্যকীয় কাজ না করিলে নয়, সুতরাং প্রাণপণ করিয়া খাটিতে হয়। এইরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এমন কি কখন কখন বা মহা বিপদ উপস্থিত হয়। শিক্ষককে ভক্তি করিবে, শিক্ষকের প্রতি ভক্তি করিলে শিক্ষকও ভাল বাসেন, ভাল বাসায় অতি সহজে শিক্ষা হয়, এবং শীঘ্র তাঁহাদের জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। শিক্ষকের প্রতি উদ্ধত ব্যবহার করিলে শিক্ষকও তত মনোযোগের সহিত শিক্ষা দেন না। আমরা যতই জ্ঞানে পণ্ডিত হই না কেন, শিক্ষক হইতে অধিক বুঝি এইরূপ মনে করা উচিত নহে। নিজে কোন একটী বিষয় ভাল বুঝিলে এবং আপনার সহাধ্যায়ী কিম্বা অন্যে বুঝিতে না পারিলেও লোকসমক্ষে কিম্বা নির্জ্জনে নিজের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে অপমানিত করা উচিত নহে। কারণ, এ জগতে সর্ব্বজ্ঞ কেহই নহে। বৃহস্পতির ন্যায় পণ্ডিতও অনেক জানেন না। বিদ্বান্ লোক যাহা জানে না একটী রাখাল তাহা জানিতে পারে, তা বলিয়া সে বিদ্বান্ অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী, এ কথা বলা যায় না। আপনার বিদ্যার অহঙ্কার আপনি করা উচিত নহে। একে অন্য অপেক্ষা অধিক জানেন, এইরূপ অনেক বড় জ্ঞানী আছেন, সুতরাং আমি বড় এই মনে করিয়া অহঙ্কার করা উচিত নহে। এই জগতে অর্থ উপার্জ্জন সহজ, কিন্তু তাহা ব্যয় এবং রক্ষা করা কঠিন। যিনি উপার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে খরচ করিতে ও রাখিতে না পারেন, অর্থ দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র সুখ হয় না। বরং, এই অর্থ তাঁহার নাশের কারণ হয়। অপব্যয় করিলে পরিশ্রম বৃথা যায় এবং লোকনিন্দা সহিতে হয়; অর্থে সুখ আছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভয়ও আছে। চোর, প্রতারক কত কি আছে। ধন মদে মত্ত হইয়া নানা-

প্রকার দুষ্কর্ম্মে অর্থ ব্যয় করিতে মতি যায়। এইরূপ অবস্থায় অর্থ-নাশ অবশ্যম্ভাবী। নির্ব্বোধের হাতে অর্থ পড়িলে এইরূপ দশাই হয়। বুদ্ধিমানের হাতে অর্থ পড়িলে সযতনে রক্ষা, ভাল কার্য্যে ব্যয়, সৎপাত্রে দান, বাণিজ্য ব্যবসা দ্বারা বৃদ্ধি করে, চোর হইতে সাবধানে রাখে, যথাসাধ্য পরোপকার করিয়া ইহ জগতে যশ এবং পরমেশ্বরের প্রেম লাভ করে। ভাল ও মন্দ লোকের হাতে অর্থ পড়িলে কি হয়, দেখিলে। পাত্র ভেদে বিদ্যাধনেরও পরিণাম ভাল মন্দ হয়। অসৎ লোক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াও অলসতা এবং অসচ্চরিত্রতা-বশতঃ রাখিতে পারে না। যদি থাকে, তবে অন্যের অনিষ্ট করিবার কারণ হয়। বিদ্যাই বল,—যে পরিমাণে মানুষের বিদ্যা, সেই পরিমাণে ভাল মন্দ করিতে সমর্থ। দুষ্টের বল পরের অনিষ্টে নিয়োজিত হয়। শুধু পরের অনিষ্ট হয় এমত নহে, নিজেরও ক্ষতি হয়। পরের অনিষ্ট করিবার সময় মনে করে, অন্যের মন্দে নিজের ভাল হইবে, কিন্তু ইহা ভ্রম। এ জগতে পরের অনিষ্ট করিতে যাইয়া নিজের ভাল হইয়াছে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে সকলেই অন্যের অনিষ্ট করিয়া নিজের ইষ্টসাধন করিত। আপনার ভাল কে না চায়? পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে নাশ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এইরূপ হইলে মনুষ্য-জাতির নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইত। সুতরাং, বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার স্বভাব ভাল এবং অন্যকে সুখী করিতে যত্ন করিবে। মূর্খ এবং দুষ্ট লোক দ্বারা অন্যের হিত সাধিত হইবে, কখনও আশা করা যাইতে পারে না। সকলেই আশা করেন শিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র লোক হইতে অনেক অলভ্য লাভ হইবে। শিক্ষিত লোকের অন্যায় আচরণ অতি দূষণীয়। জ্ঞান-ধন লাভ করিয়া

অপব্যয় করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাঁহার অনুগ্রহে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাঁহার নিকট দায়ী হইতে হইবে। তখন কি বলিবে? ঈশ্বরের সম্মুখে কাহারও গোপন করিবার শক্তি নাই। এখন হইতে সেই ধন সাবধানতার সহিত বৃদ্ধি কর। শরীরে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা প্রভৃতি চোর আছে, তাহারা অজ্ঞাত ভাবে যে কোন্ সময় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে, জান না। কিন্তু বুদ্ধিরূপ ধনাগার যদি সযতনে রক্ষা কর, তবে কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। জ্ঞান ধন আপনার পেটের ভিতর বদ্ধ করিয়া রাখিলে, বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হইবে। অতএব, কোন ভাল লোকের নিকট রাখিবে। মনে রাখিবে শিক্ষক যাহা শিক্ষা দিবেন, তাহা বৃদ্ধি করিবার জন্য দিয়াছেন। এই ধনের সুদ যত বাড়াইতে চাও, তত বাড়িবে। ইহা দ্বারা লোকের অতীব কল্যাণ এবং নিজেরও বিশেষ হিত সাধিত হইবে। জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া প্রতি দিন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহাই শেষ, এইরূপ মনে করিবে না। জ্ঞান সমুদ্রের ন্যায় অসীম, বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহার শেষ দেখিতে পান নাই, তোমরা কি?

বিদ্যাভ্যাস শেষ করিয়া যখন সংসারে প্রবেশ করিবে, তখন তাহা ভুলিয়া যাইবে না। অল্প পরিশ্রমলব্ধ বস্তুও যাহাতে হারাইয়া না যায়, তাহার জন্য কত যত্ন! আর বিদ্যার ন্যায় বহু পরিশ্রমলব্ধ বস্তু চলিয়া যাইবে, ইহাতে দুঃখ ও লজ্জা না হইয়া পারে? যত উচ্চ পদই হউ না কেন, এবং শিক্ষক যত নিম্ন পদেই থাকুক্ না কেন, তাঁহাদিগকে কখনও অনাদর করা উচিত নহে। আজ যে পদ কিম্বা সম্মান লাভ হইয়াছে, তাহা শিক্ষকের অনুগ্রহেই হইয়াছে, মনে করিবে। যাহাদিগের হইতে উপকার লাভ করিয়াছ, তাহাদের নিকট অকৃতজ্ঞ হওয়া

বড়ই লজ্জাকর। জগতে অনেক লোক উপকার করে, কিন্তু শিক্ষ-কের ন্যায় হিতকারী কেহই নাই। অজ্ঞ থাকিলে কত বিপদের মেঘ ঢাকিয়া রাখিত। কিন্তু শিক্ষক হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সকল অনর্থের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। এত অনর্থ হইতে যিনি তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কি মূল্য অধিক নহে ?

বিদ্যাভ্যাসের সময় আর একটি বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। পূর্ব্বে এ কথা বলিতে আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। প্রত্যেক দিবস যাহা শিক্ষা করিবে, অথবা যাহা ঘটিবে, তাহা এক বইতে লিখিয়া রাখিবে। যখন অন্য কোন কাজ না থাকিবে, তখন তাহা দেখিবে। এইরূপে লিখিতে অভ্যাস হয়। ইহা ছাড়া আরও দুইটী বিশেষ লাভ এই হয় যে, যাহা আমরা লিখি, তাহা আমাদের মনে বিশেষরূপ মুদ্রিত হয়, এবং প্রতিদিন যাহা ঘটে, তাহা লিখিলে কোন্ সময় কি করিয়াছি এবং তাহার পরিণাম ফল কি হইয়াছে, বিশেষরূপ মনে থাকে। মন্দ কর্ম্মের মন্দ ফল, ভাল কর্ম্মের ভাল ফল, আমরা নিজ হইতেই বুঝিতে পারি, এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। যখন বার বার এইরূপ স্বতঃ উপদেশ লাভ করি, তখন মন্দ পথ ছাড়িয়া ভাল পথ অবলম্বন করি। রাত দিন পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা সৎপথ দেখিয়া অনুসরণ করিব এবং আপনার কল্যাণ সাধিত হইবে।

কাহার নিকট হইতে কি কি শিক্ষা করা উচিত, এখন সংক্ষেপে বলা হইতেছে। যেরূপ বিদ্যাই আমরা শিক্ষা করি না কেন, তাহা বুদ্ধিমান্ ও বিজ্ঞ লোক হইতে শিক্ষা করা উচিত। যে নিজেই জানে না, সে অন্যকে কি শিক্ষা দিবে ?

১। ভাষা শিক্ষা করিবার সময় শুদ্ধরূপে লিখিবার ও বলিবার

জন্য ব্যাকরণ পড়া উচিত। ব্যাকরণ ভিন্ন ভাষা এবং উচ্চারণ শুদ্ধ হয় না।

২। প্রাচীন রীতি, নীতি, দেশের অবস্থা, কোন্ দেশ কিরূপ, মানুষ কখন কি উপায়ে ভাল মন্দ করিয়াছে, তাহার পরিণাম কিরূপ হইয়াছে ইত্যাদি জানিতে হইলে ইতিহাস অধ্যয়ন করা উচিত। এতদ্ভিন্ন জ্ঞান, সত্যপ্রবৃত্তি এবং পাপ-বিমুখতা প্রভৃতি গুণ লাভ করিতে পারা যায় না।

৩। পাপ, পুণ্য, ঈশ্বর, জগতের পরিণাম ও প্রকৃত সুখ ইত্যাদি জানিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত। তাহা না হইলে সারাসার বিচার, বিনয়, দয়া, দাক্ষিণ্য, ঈশ্বরপ্রেম ইত্যাদি যাহা হইতে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, তাহা কখনও পাওয়া যায় না।

৪। এই অনন্ত ঈশ্বর-সৃষ্টি মধ্যে সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, পৃথিবী ইত্যাদির অবস্থা কিরূপ, কোথায় কিরূপ চমৎকারিক পদার্থ আছে, কোন্ পদার্থ কিরূপ, কি কারণ বশতঃ কোন্ পদার্থ কিরূপ উৎপন্ন হয়, কোন্ দেশ কোথায়, কিরূপ, সেই দেশীয় লোকের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বিদ্যা, উন্নতি কিরূপ হইয়াছে ইত্যাদি জানিতে হইলে পদার্থ-বিজ্ঞান এবং ভূগোল অধ্যয়ন করা উচিত। তাহা না করিয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় গৃহে বসিয়া থাকিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি কিরূপ বিস্তৃত, কি নিয়মানুসারে চালিত, ঈশ্বরের কিরূপ মহিমা ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারা যায় না।

৫। কোন্ সময় কোথায় কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, মিতব্যয়ী হইয়া কিরূপে সুখে থাকা যায় জানিতে হইলে অর্থশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা সংসারে সম্মান রাখিয়া চলা দুষ্কর।

৬। আপনার শরীরের, সন্তানগণের এবং অন্য লোকের স্বাস্থ্য

কিরূপে রক্ষা হয়, কিরূপে থাকিলে শরীরে পীড়া হয় না ইত্যাদি জানিতে হইলে বৈদ্যশাস্ত্র এবং রোগীর শুশ্রূষার উপায় শিক্ষা করা আবশ্যক। নতুবা বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।

৭। গৃহের অথবা বাহিরের সুশীলা ও সুদক্ষা স্ত্রীলোকের নিকট রন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে, এবং যাঁহারা ভাল জানেন তাঁহাদের নিকট হইতে যখন অবকাশ হইবে তখনই সূচিকার্য্য, গান ইত্যাদি শিক্ষা করিবে। নতুবা আবশ্যক পড়িলে অন্যের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইতে হইবে। রমণীজাতির এই গুণ নিতান্তই থাকা উচিত। নতুবা বড়ই লজ্জার কথা।

৮। আয় ব্যয় কত, নির্দ্দিষ্ট দরে কোন্ জিনিষের কত মূল্য হয়, জানিবার জন্য অল্প গণিত শিক্ষা করা উচিত। নতুবা বড় কষ্ট হয়। কোন কাজ জানা উচিত নয়, এইরূপ মনে করিবে না। সকল কাজই অল্প অধিক জানিতে চেষ্টা করিবে। বড় লোক কিরূপে চলেন; দেশের, কুলের এবং সাধারণের আচার ব্যবহার কিরূপ, ভালরূপ জানিতে চেষ্টা করিবে। নীচ লোকের মধ্যেও যদি সৎ গুণ থাকে, ঘৃণা না করিয়া ব্যগ্রতার সহিত তাহা শিক্ষা করিবে। শিক্ষার ইচ্ছা থাকিলে মক্ষিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্রপ্রাণী হইতেও এমন শিক্ষা লাভ করিতে পার, যাহাতে তোমরা মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভ করিবে।

৩

মর্য্যাদা।

তোমরা সকলেই শুনিয়াছ, লোকে সমুদ্রের প্রশংসা করে। বড় লোকের উপমা দিতে হইলে সমুদ্রের সঙ্গে দিয়া থাকে। এইরূপ করিবার কারণ কি? উপরি উপরি দেখিতে গেলে আমরা সমুদ্রের এমন কোন গুণ দেখিতে পাই না। সমুদ্রের আকার ভয়ঙ্কর; অভ্যন্তরে নক্র, হাঙ্গর, কচ্ছপ, মানুষের অনিষ্টকারী মৎস্য, জলসর্প প্রভৃতি আছে। জল পান করিয়া তৃষ্ণার্ত্তের তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। সমুদ্র এত বৃহৎ হওয়া সত্ত্বেও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য সামান্য স্রোতস্বতী সমুদ্র অপেক্ষা অধিক উপযোগী। এইরূপ অবস্থায় সমুদ্রকে যাঁহারা প্রশংসা করেন, তোমরা হয়ত মনে করিতে পার, তাঁহারা উন্মাদ; কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে।

সমুদ্রের বৃহৎ এবং সুন্দর দুইটি গুণ আছে। একটির নাম গাম্ভীর্য্য এবং অপরটির নাম মর্য্যাদাপালন। এই দুই গুণের জন্য সমুদ্রকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় বলা হয় এবং তাই সকলের প্রশংসার যোগ্য। গুণের লক্ষণ কি? সমুদ্রের অভ্যন্তরে কি পরিমাণে কোথায় কি বস্তু আছে, কেহ জানে না। সমুদ্র গভীর, অভ্যন্তরে অসংখ্য বহুমূল্য রত্ন আছে। তবুও সমুদ্র, মানুষের ন্যায় গুণ আছে বলিয়া

আস্ফালন করে না। অবস্থা যতই বড় হউক না কেন, সমুদ্র অতি সাধারণ ভাবে থাকে। মানুষের ন্যায় আপনার মহত্ত্ব গান করিয়া বেড়ায় না। অন্যটি এই যে, আপনার সীমা ছাড়িয়া যায় না। অতি-বৃষ্টি হইয়া যদি পৃথিবী ভাসিয়াও যায়, তবু সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হয় না। এবং দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যদি অনাবৃষ্টি হয়, তবু সমুদ্রের জল কমে না। কিন্তু তৃষ্ণা নিবারণকারিণী স্রোতস্বতী সম্বন্ধে এ কথা বলা যাইতে পারে না। স্রোতস্বতীর মধ্যে কত প্রস্তর, কত কর্দ্দম; সামান্য বৃষ্টি হইল কি অমনি ফুলিয়া উঠিল এবং ভীষণ গর্জ্জন করিয়া প্রবাহিত হইল। কাহাকেও ভ্রুক্ষেপ করে না। আবার দুই দিন বৃষ্টি না হইলে দুর্দ্দশার একশেষ হয়। সমস্ত শুকাইয়া যায়। এখন চিন্তা করিয়া বল সমুদ্রের প্রশংসা করা উচিত, না স্রোতস্বতীর প্রশংসা করা উচিত? সমুদ্র এবং স্রোতস্বতীর দৃষ্টান্ত কেন দেওয়া হইল বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। মনুষ্যের সহস্র গুণ থাকা সত্ত্বেও যদি গাম্ভীর্য্য এবং মর্য্যাদা না থাকে, তাহাকে কেহই প্রশংসা করে না। অন্যান্য গুণ তাহার শোভাবর্দ্ধক না হইয়া বরং নিন্দার কারণ হয়। মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যদি দশ জনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ না করা যায়, তবে এইরূপ শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়া ফল কি? ঈশ্বর মনুষ্যকে সকল ইতর জন্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তাহাকে নীচ হওয়া উচিত নহে। ভৃত্য যদি প্রভুর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে, প্রভু তাহার পদ বৃদ্ধি করিয়া দেন। সে মন্দ কাজ করিবে, প্রভু কখনও ইচ্ছা করেন না; বরং ভাল করিয়া ইহা অপেক্ষা আরও উপ-যুক্ত হউক, এই ইচ্ছা করেন। প্রত্যেক মনুষ্যকে আপনার অব-স্থার উপযুক্ত কিম্বা ইহা অপেক্ষা উন্নত হইবার জন্য চেষ্টা করা উচিত। ঈশ্বরের এই নিয়ম। এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলিলে কল্যাণ হয়;

উল্লঙ্ঘন করিলে মানুষকে অনেক কষ্ট পাইতে হয়। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে চলিতে গেলে, মানুষকে আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এ জগতে বিদ্যা, ধন, মান, ইত্যাদি লাভ করা সহজ ; কিন্তু সেই বিদ্যা, ধন, মানের মর্য্যাদা রক্ষা বড় কঠিন। মানুষ যশের উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়া যদি মর্য্যাদাশীল এবং গম্ভীর হয়, তবে তাহা রক্ষা করিতে পারে। নতুবা প্রবৃত্তির প্রবল হিল্লোলে তাড়িত হইয়া দুর্দ্দশার অগাধ সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে ; এমন কি, চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইবে না। উচ্চতা লাভ অথবা নিকৃষ্টতম অবস্থা প্রাপ্তি আপনার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এই জগতে যদি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাও, শুধু ইচ্ছা করিলে হইবে না। লাভের জন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আপন আচরণ ভাল করিতে হইবে, মন গম্ভীর করিতে হইবে, এবং আপনার সীমার ভিতরে থাকিতে হইবে। এইরূপ যদি তোমার শক্তি থাকে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পার, তাহা হইলে বড় এবং প্রসিদ্ধ হইবার ইচ্ছা করিতে পার। নতুবা ময়ূরের নৃত্য দেখিয়া ময়ূরীর নাচিতে গিয়া যে দশা হয়, তোমাদেরও সেইরূপ অথবা নিকৃষ্ট অবস্থা হইবে। একজন বরং বড় না হইতে পারে, কিন্তু অবস্থানুযায়ী সম্মান রাখিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য। সেই সম্মান রাখিতে মর্য্যাদার প্রয়োজন। যেখানে মনুষ্যত্ব সেই খানেই আত্মসম্মান এবং আত্মমর্য্যাদা। চিরজীবন সুখী হইতে পার, এমন কি উপায় আছে ? সংসারে যেখানে যাও না কেন, এবং যে অবস্থাতেই থাক না কেন, পদে পদে দুঃখ রহিয়াছে। যেখানে কণিকা পরিমাণও সুখের সম্ভাবনা আছে, সেই খানেই মানুষ ছুটিয়া যায়। দুঃখনিবৃত্তি এবং সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে দৃষ্ট হয়, যে কাজ করিতে দুঃখ

অল্প, উদ্বেগ নাই, এবং আনন্দ লাভের সম্ভব, সেই কাজ করিতে মন ধাবিত হয়। মানুষ সর্ব্বদাই সুখের উপায় উদ্ভাবনের জন্য উৎকণ্ঠিত। ইহা কোনরূপ দূষনীয় নহে। কিন্তু পরিণাম বিবেচনা করিয়া উপায় অনুসরণ করা উচিত। পরিণাম না ভাবিয়া যে কোন কার্য্যে মানুষ প্রবৃত্ত হউক না কেন, তাহাতে সকল চেষ্টা বিফল হয়। বরং কথন কথন তাহার মন্দ ফলের জন্য আমাদিগকে চিরকাল কষ্ট ভুগিতে হয়। অধর্ম্মের পথ সুপ্রশস্ত। নির্ব্বোধ লোক দূর হইতে সুন্দর দেখিয়া তাহাতে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহাতে একবার পা দিলে, আর ফিরিয়া আসা যায় না; এবং ক্রমে অগ্রসর হইয়া অশেষ দুঃখে পতিত হয়। নির্ব্বোধ লোকে যে কাজে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই সুখী হইবে মনে করে; কিন্তু শেষে তাহা দুঃখভাণ্ডার হয়। সুতরাং কোথাও সুখের ছায়া দেখিয়াই সুখী হইবে, এইরূপ মনে করা উচিত নহে। কথন কথন আমরা নয়নাভিরাম কোমল হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত স্থান দেখিয়া বসিতে যাই, কিন্তু সর্প বৃশ্চিক পরিপূর্ণ আঁধার গহ্বরে গিয়া পড়ি। জগতে কোন কোন বস্তু বাহির হইতে বড়ই মনোরম, কিন্তু অনুভব করিলে তাহার অপকারিতা সহজেই উপলব্ধি হয়। আবার কোন কোন বিষয় এমন আছে যাহা বাহির হইতে মন্দ দেখায়, কিন্তু পরিণাম ফল অতি উত্তম। কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন, ধর্ম্ম এবং নীতি সুখের বিঘ্নকারক, তাঁহারা বলেন, যাহা হইতে আমরা সুখী হইব মনে করি, ধর্ম্ম এবং নীতি তাহার অন্তরায়, শাস্ত্রকারগণ তাহা করিতে নিষেধ করেন। তাঁহারা নিজে সুখী নহেন, অন্যকেও সুখী হইতে দেন না। তাঁহারা প্রত্যেক বিষয়ে নিরুৎসাহ করেন। বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখিলে এইরূপ বিবেচনা বড়ই ভ্রান্তিপূর্ণ। নীতি, ধর্ম্ম এবং তাহার অনুচরগণ সাংসারিক সুখের সীমা নির্দ্দিষ্ট

করেন। যখন কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট সীমায় থাকে তখনই সুখ-দায়ক, কিন্তু সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া গেলেই অপরিহার্য্য দুঃখের কারণ হয়, ইহা তাঁহারা স্থির নিশ্চয় জানেন। যাঁহারা নীতিশাস্ত্র অনুসরণ করিয়া সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারী তাঁহারাই তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, অন্যে পারে না। মিতাচারী হইলে সুখের সাধনীভূত যত প্রকার পদার্থ পৃথিবীতে আছে সকলই রুচিকর হয় এবং উপভোগ-শক্তি বৃদ্ধি হইয়া রসাস্বাদে সমর্থ হয়। অতএব অমিতাচরণ এবং যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য শাস্ত্রবিধি। তাহাকে সুখের বিঘ্ন-কারক মনে করা উচিত নহে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাঁহারা চলেন, সুখের সাধন অল্প হইলেও তাহারা সম্পূর্ণ সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হন। যে লোক মিতাচারকে সুখের বিঘ্ন মনে করে, সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া সুখভোগ করিতে চায়, এবং এইরূপ সুখ ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, শাস্ত্র তাহাদের বিরোধী। সংসারের সুখ নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর, পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। মিতাচরণ, আত্মসংযমন এবং সাবধানতা অবলম্বন করিলে মনুষ্যজীবন সুখের ভাণ্ডার হয়। যাহারা সংসারে প্রথম প্রবেশ করে, যাহাদের সংসারের ভাল মন্দ সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তাহাদের এই সকল গুণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, যাহারা নূতন সংসারে প্রবেশ করে, তাহারা এই সকল গুণের অধিক আদর করে না। তরুণ অবস্থায় যাহারা সংসারের বাজারে ভ্রমণ করে, তাহাদের চক্ষু এইরূপ অন্ধ যে, যাহা কিছু দেখে তাহাই মনোহর বলিয়া মনে করে। অতিশয় মন্দ যাহা তাহাও অন্ধ-তার জন্য ভাল বলিয়া মনে হয়। সুখাশারূপ পিশাচ তাহাদের বুদ্ধিকে মোহান্ধ করে, ভোগ বাসনার আতিশয্যে মন সর্ব্বদা ব্যগ্র এবং উৎকণ্ঠিত থাকে। যৌবনমদান্ধ লোক অগ্র পশ্চাৎ কিছুই

দেখে না। চক্ষু থাকিতেও দিবালোকে মোহগর্ত্তে পড়িয়া যায়। যৌবনমদে মত্ত হইয়া তাহাদের বুদ্ধি এরূপ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য এবং উদ্ধত হয় যে, কিছুতেই ভয় থাকে না। ভালরূপ না বুঝিয়া, অগ্র পশ্চাৎ না ভাবিয়া, যাকে তাকে বিশ্বাস করে। বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া কোন কাজ করিবার ধৈর্য্য থাকে না। তরুণ ব্যক্তি সহজে অন্যকে বিশ্বাস করে, কারণ তাহাদের বহুদর্শীতা নাই। ঔদ্ধত্যবশতঃ বিপত্তি অনুভব করে না। যে সুর ধরে, তাহা আর ছাড়ে না; নিরাশা প্রভৃতি সংসার জ্ঞান আদবে নাই। এইরূপ যৌবনকালে অমিতাচারী, অলস, অসাবধান, এবং ইন্দ্রিয়পরবশ হইলে অধঃপাতে না গিয়া কি পারে? হে তরুণ, তুমি সংসারের বাজারে এই প্রথম প্রবেশ করিয়াছ, সাবধান, এখানে অনেক চোর, দস্যু, ঠগ আছে; ইহারা তোমাকে পথ ভুলাইয়া নিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিবে। এখানে দুইটি পথ আছে, এক সুপথ আর এক কুপথ। যদি সৎপথ অবলম্বন কর, তবে কল্যাণ হইবে; অসৎ পথে গেলে কি হইবে, স্পষ্টই বুঝিতে পার। ধর্ম্মপথ সরল, সুখদায়ক এবং প্রশস্ত; অধর্ম্ম পথ বক্র, দুঃখদায়ক ও সঙ্কীর্ণ। কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, পূর্ব্বে বিচার কর। তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা সৎ পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ধন মান এবং সুখে তৃপ্ত হইয়া জগতে নাম চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। অধর্ম্ম পথাবলম্বীরা সর্ব্বস্ব হারাইয়া জীবনমৃত অবস্থায় দিন যাপন করিয়াছে। এখন তোমরা প্রবাসে চলিয়াছ, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা কর; এই কথা নিশ্চয় জানিও, তোমাদের ভবিষ্যৎ মান, অপমান, সুখ দুঃখ, যশ অপযশ ইত্যাদি তোমাদের বর্ত্তমান আচরণের উপর নির্ভর করে। তোমরা যেরূপ করিবে, সেইরূপ অবস্থা হইবে। এই সময় যে বীজ বপন করিবে,

তাহার ফল শেষে ভোগ করিতে হইবে। ধুতুরা রোপণ করিয়া কথনও আম্র ফল আশা করিতে পার না। অতএব তোমাদের বুদ্ধিকে পরিণামদর্শিতার দিকে লইয়া যাও। বৃদ্ধের সেবা কর, তাঁহাদিগহইতে অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারিবে। যাহার পক্ককেশ, তাহাকেই বৃদ্ধ মনে করিও না। পক্ককেশ হইলেই বৃদ্ধ এবং জ্ঞানী, এইরূপ মনে করিও না। এইরূপ লোককে বৃদ্ধ বলিলে বৃদ্ধ নামের অপমান করা হয়। তাহাদিগকে বয়োবৃদ্ধ বলিতে পার। সেই প্রকৃত বৃদ্ধ, যে পরিণামদর্শী, বহুদর্শী এবং সচ্চরিত্র। শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া যিনি বৃদ্ধের সেবা করেন না, তিনি শত বিদ্যা উপার্জ্জন করিলেও জ্ঞানী আখ্যা পাইতে পারেন না। জ্ঞানী লোকদের সঙ্গে থাকিয়া সদুপদেশ শ্রবণ, লৌকিক রীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা করা উচিত। এইরূপ জ্ঞানী বৃদ্ধের সঙ্গে থাকা হয়ত তোমাদের সকলের পক্ষে সম্ভবপর না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের লিখিত গ্রন্থ হইতে উপদেশ লাভ করিয়া সেইরূপ আচরণ করিতে পার। রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি তাহার লিখিত উপদেশানুসারে আচরণ না কর, তবে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন ফল নাই। তরুণ হৃদয়ে লোভ ভয়ঙ্কর শত্রু। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য পদার্থের লোভে সমস্ত জীবনের সুখ এবং প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। আপাত-মধুর পরিণামে ভয়ঙ্কর সুখের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া উচিত নহে। চরিত্র পবিত্র রাখিবার জন্য সতত চেষ্টা করিবে। এই জগতে পবিত্র চরিত্রের ন্যায় আর মূল্যবান্ ধন নাই। ইহা অতি সাবধানের সহিত রক্ষা করা উচিত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুল বৃক্ষে থাকে, ততক্ষণ তাহার শোভা, ঝরিয়া পড়িলে ম্লান হইয়া যায়। সুগন্ধি হইলেও পদ দলিত হয়। দলিত কুসুমকে কে কুড়াইয়া লয়? সেইরূপ মানুষের

অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও যে পর্য্যন্ত তাহার চরিত্র পবিত্র থাকে, সেই পর্য্যন্ত তাহার সম্মান। একবার কলঙ্কিত হইলে আর কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না। লজ্জাভারে মুখ উঠাইতে পারে না। একবার মান গেলে, আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ যাহারা ভ্রষ্ট-চরিত্র তাহাদের সম্বন্ধেত কথাই নাই। যদিও সাধারণ লোক তাহা-দিগকে উচ্চ পদ প্রদান করে, কিন্তু দিন দিন তাহারা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কারণ, কৃত-পাপের জন্য অনুতাপ তাহাদিগকে দিবানিশি দংশন করে। বাহির হইতে তাহাদিগকে রাজার ন্যায় সুখী বোধ হইলেও মনে অণুমাত্র সুখ নাই। এইরূপ হইতে হইতে তাহারা নীচত্ব প্রাপ্ত হয়। অভ্যাস একবার দূষিত হইলে আর সহজে ছাড়ে না। চরিত্র দোষে আপনার উচ্চপদ হারাইলে বহু চেষ্টাতেও পুনঃ পাওয়া যায় না। কুসুম একবার বৃন্তচ্যুত হইলে আর তাহাকে সেই স্থানে রাখা যায় না। নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যদি পবিত্র চরিত্র হয়, সকলে তাহাকে সম্মান করে। পবিত্র চরিত্রের ন্যায় অমূল্য পদার্থ আর জগতে কিছুই নাই। এজন্য অধিক পরিশ্রম কিম্বা অর্থ ব্যয় করিতে হয় না; ধর্ম্ম অনুসরণ এবং আত্মসম্মান রাখিয়া চলিলে তাহা সহজে মিলে। পৃথিবীর সমস্ত ধন দান করিলেও পবিত্র চরিত্র লাভ করিতে পারিবে না। সেই দুর্লভ ধন হস্তে পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না। আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় হারাইলে পরিণামে অনেক কষ্ট ভুগিতে হইবে। তুমি এখন যৌবন মদে অন্ধ। তুমি হয়ত মনে করিতেছ, এই মনোহর রূপ, সুন্দর যৌবন, মনের উল্লাস, ধন ইত্যাদি এইরূপই থাকিবে। কিন্তু ইহা তোমার বিষম ভ্রম। তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছ সকল দিন সমানে যায় না। সকল পদার্থই ক্ষণ-ভঙ্গুর। এই তোমার যৌবন, যাহার অহঙ্কারে আজ তুমি মত্ত হইয়া

সদসৎ বিচার না করিয়া মদ-মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যে পথ সম্মুখে দেখিতেছ, তাহাতেই প্রধাবিত হইতেছ। তাহা কিরূপ চঞ্চল জান কি? বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়িয়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পূর্ণ হয়, তখন তাহার কি সৌন্দর্য্য! তাহার দেহে এত বল যে হস্তী প্রভৃতি বৃহৎ জন্তুও সম্মুখে পড়িলে ভাসাইয়া লইয়া যায়; বড় বড় সেতু ভাঙ্গিয়া যায়। যে জল একবার যায় আর ফিরিয়া আসে না; শুধু তাহা নহে, তাহার পূর্ব্ব মনোরঞ্জন শোভা—সেই বল, যাহাতে হস্তী ভাসিয়া গিয়াছিল, সেতু ভাঙ্গিয়াছিল, সেই ভীষণ নাদ কিছুই থাকে না, থাকে শুধু কর্দ্দম। যৌবনও সেইরূপ। তোমার দেহ-স্রোতস্বতী এখন যৌবন-জোয়ারে পূর্ণ, দেখিও যেন ধর্ম্ম-সেতু ভাসিয়া না যায়। তোমার জীবন-সরোবর সচ্চরিত্ররূপ অক্ষয় জলে পূর্ণ কর; তাহার চারি দিকে মিতাচরণ রূপ বাঁধ দেও; তাহাতে সদ্গুণরূপ সুন্দর শতদল বিকসিত হইয়া কত শোভা হইবে। কিন্তু তুমি যদি মিতাচরণরূপ বাঁধে তাহা না বাঁধ, তাহার সমস্ত জল শুষ্ক হইয়া দুর্গুণরূপ কর্দ্দম মাত্র পড়িয়া থাকিবে। অল্প দিনের মধ্যেই তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইবে, কেহ নিকটেও যাইবে না। সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর হও, মিতাচরণ দ্বারা আপনার চরিত্রকে পবিত্র রাখিলে এইরূপ হইতে পারিবে। এখন কিরূপ আচরণ করিলে মিতাচারী হওয়া যায়, এই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

প্রথম, কোন সময়ই নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবে না। কোন না কোন কাজ করিবে। এইরূপ করিলে মন অন্য কোন বিষয়ে যাইতে অবসর পাইবে না। অনেক সময়েই যে সকল লোক কাজ না করিয়া অলস ভাবে দিন কাটায় তাহারাই দুর্বৃত্ত হয়। কোন একটী বিষয়ে নিযুক্ত থাকা মনের ধর্ম্ম। সুতরাং মানুষ যদি কোন

একটী ভাল বিষয়ে মন নিযুক্ত না রাখে, অলস হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে মন ভাল মন্দ বিচার না করিয়া অন্ধের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকেই যায়। নীচ বিষয়ে আসক্ত হওয়া বড় সহজ। জল যেমন আপনা হইতে ইচ্ছানুরূপ স্থানে যাইতে পারে না, যে দিকে পথ পায় সেই দিকেই ধায়, মনও সেইরূপ। অতএব, সাবধানে মনকে ভাল বিষয়ে প্রধাবিত করিতে হইবে, মনকে কখনও নিষ্কর্ম্মা রাখিবে না। দ্বিতীয়, আত্মসংযমন অভ্যাস করিবে, তাহা হইলে কোন কাজ সীমার বাহিরে যাইবে না। অভিলষনীয় এবং নিতান্ত প্রিয় হইলেও যে কাজ তোমার অহিতজনক মনে করিয়া গুরুজন, শিক্ষক কিম্বা অভিভাবক করিতে নিষেধ করেন, তাহা কখনই করিবে না। কোন কাজ করিবার পূর্ব্বে গুরুজনের আজ্ঞা লইবে, জ্ঞানী লোকের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। আপনার বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া কোন কাজ করিবে না। আপনাপেক্ষা অন্যে অধিক কি বলিবে, অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া কি লাভ হইবে, এইরূপ মনে করা ভ্রম। কারণ, কোন বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার করিবার যোগ্যতা তোমাদের এখনও হয় নাই। তোমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং অন্যান্য জ্ঞানীগণ অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক শিখিয়াছেন, তাই তাঁহারা তোমাদিগকে জ্ঞানী হইবার জন্য নীতিবিরুদ্ধ কাজ না করিতে উপদেশ দেন। তাঁহাদের কথা শুনিয়া কাজ করিবে, নতুবা তোমাদের যথেষ্ঠ ক্ষতি হইবে, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তৃতীয়, বিনয়ী হইবে; বিনয়ের ন্যায় বন্ধু পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি মধ্যে যত পদার্থ আছে, সকলই বিনয়ের গুণ গান করে। এই জগতে যে যত নম্র, তাহার তত যোগ্যতা এবং শোভা। গোলাপ, জুঁই, জাতি প্রভৃতি বৃক্ষগণ ভূমি পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করিয়া রহি-

য়াছে। তাহাদের কেমন শোভা, কেমন আদর! এমন কে আছে যে, তাহাদের প্রশংসা না করে, এবং তাহাদের পুষ্প চয়ন করিয়া হৃদয়ে না রাখে? সকলেই তাহাদিগকে ভাল বাসে। আবার দেখ, বাঁশ ও তালবৃক্ষ কাহাকেও গ্রাহ্য না করিয়া, ঊর্দ্ধ দিকে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে? তাহাদের কি দুর্দ্দশা। তাহাদের মূল শুদ্ধ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া উননে দেওয়া হয়। কিম্বা অন্য কোন এইরূপ কাজে ব্যবহৃত হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, পরমেশ্বর মনুষ্যকে যত গুণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিনয় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব যিনি বিনয়ভূষিত, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সংসারে বড় হইতে চাহিলে বিনয়ী হইবে। বিনয় ভিন্ন অন্য গুণে কোন কাজ আসিবে না। অহঙ্কার মনুষ্যের পরম শত্রু। যে পর্য্যন্ত মানুষ নম্রতার সহিত ব্যবহার করে, সেই পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি। অহঙ্কার অধঃপাতের পূর্ব্ব লক্ষণ। কিছু কাল পরেই বিনাশ নিশ্চিত। ইতিহাস এবং অন্য গ্রন্থ পাঠ, অন্যের এবং আপনার অবস্থা বিচার করিলে ইহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবে। অহঙ্কারে উৎফুল্ল হওয়া মূর্খের কার্য্য। পরমেশ্বরের এই অনন্ত ও অচিন্ত্য রাজ্যে কত বড় বড় পদার্থ আছে, এবং কত প্রকার প্রাণী আছে। সৎ ও অসৎ বিচার করিবার শক্তি আছে। মানুষ যতই জ্ঞানী হউক না কেন, এই সকল মানব বুদ্ধির অগম্য। কেহই সর্ব্বাপেক্ষা বড় এইরূপ বলা যায় না। ইহাতে কাহারও অহঙ্কার থাকিতে পারে না। সকলেরই কোন না কোনরূপ দোষ কিম্বা অভাব আছে। অহঙ্কারের স্থান কোথায়? তোমার আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী কি, বড় সার্ব্বভৌম রাজা, কুবেরের ন্যায় ধনবান্, বৃহস্পতির ন্যায় বিদ্বান্, ব্যক্তিরই অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়। জগতের যে দিকে চাও, সেই দিকেই বিন-

রের জয়, অহঙ্কারের পরাজয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে সকল স্থাবর জঙ্গম পদার্থ বলিতেছে, বিনয়ী হও।

মানবের বিনয় থাকিলে শুধু তাহার গুণ বৃদ্ধি হয়, এমন নহে ; সুখ এবং যশও লাভ হয়। বিনয় থাকিলে মানুষ উদ্ধত হইয়া কোন মন্দ কথা বলে না, এবং সকলের নিকট নম্র হইয়া ভালবাসা লাভ করে। সকলই তাহাদিগকে ভাল বাসে, এমন কি শত্রু পর্য্যন্ত মিত্র হইয়া যায়। কেমন আশ্চর্য্য ! সকল লোক তাহাদের প্রশংসা করে। জগতে যদি কেহ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহেন, তাঁহাকে ক্ষুদ্র অর্থাৎ নম্র হইতে হইবে। নম্রতাই উচ্চ পদ দান করে। নম্র হইতে চেষ্টা করিবে, তাহা হইলে তোমার সকল লাভ হইল। যদি কেহ তোমার নিন্দা করে, তুমি রাগ করিবে না। তোমার মধ্যে নিন্দার যোগ্য কোন দোষ আছে কি না, প্রথমে বিচার করিয়া দেখিবে। যদি দোষ থাকে, সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে, এবং যাঁহারা দোষ দেখাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইবে। যদি তোমার দোষ না থাকে, তবে যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মন্দ না বলিয়া তাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। কেহ তোমার মন্দ করিলে তুমি তাহার মন্দ করিবে না, বরং তাহার ভাল করিবে। এইরূপ করিলে তাহারা লজ্জিত এবং অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তোমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। বুদ্ধিমান্ জ্ঞানী কখনও উগ্র, অহঙ্কারী ও উদ্ধতপ্রকৃতি হন না। তাঁহারা সর্ব্বদা বিনয়ে নম্র হইয়া থাকেন। কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস বলিয়াছেন, যিনি জ্ঞানী তাঁহার গুণ সমৃদ্ধি থাকিলেও উদ্ধত হয় না। যেমন আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ ফলবান্ হইলে ফলভরে অবনত হয়, মেঘ নবজল সঞ্চারে ভূপতিত হয়। যে মনুষ্য নম্র না হইয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অন্য লোককে গ্রাহ্য করে না, তাহার

মহৎ গুণ থাকিলেও কেহ তাহার পানে তাকাইতে চায় না। বিনয়ী এবং যাহার নিকট বিনয় প্রকাশ করে, উভয়েরই আনন্দ হয়। আপনার ভুল হইলে এবং কেহ আপনার দোষ দেখাইলে, রাগ না করিয়া যদি তাহা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে ক্রোধজাত কলহ প্রভৃতি মহা অনর্থ কখনও হইতে পারে না। শুধু তাহা নয়। আপনার দোষের উপযুক্ত দণ্ডও ভোগ করিতে হয় না এবং যাহার নিকট আমরা নম্র হই, আমাদের প্রতি তাহার বিশ্বাস এবং প্রেম জন্মে।

চতুর্থ, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, উপদেষ্টা এবং তাহাদের সমকক্ষ লোকদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিবে। ঈশ্বরের পরই মাতা পিতা পূজ্য। তুমি যে আজ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া চারি দিকে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছ, সুখ উপভোগ করিতেছ, সকলই তোমার মাতা পিতা ও নীতিমার্গপ্রদর্শক উপদেষ্টার প্রসাদে করিতেছ। নতুবা, জগতে তোমার ন্যায় কত ক্ষুদ্র পরমাণু পড়িয়া রহিয়াছে, কে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে? পিতা মাতা এবং শিক্ষক যে উপকার করেন, তাহার প্রতিদান নাই। ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া আপনার শক্তি অনুসারে তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিলে, কতক পরিমাণে সেই ঋণ পরিশোধ হয়। নতুবা, হতভাগ্যের জন্মে মাতার বৃথা কষ্ট মাত্র সার হয়। গুরুজনের সম্মুখে উদ্ধত, অবাধ্য, ক্রোধপূর্ণ এবং অসত্য কথা বলিবে না। তাঁহাদিগের সম্মুখে ক্রোধ, আপনার মহত্ত্ব এবং অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা যাহা বলিবেন, মনোযোগের সহিত শুনিবে; এবং তাঁহাদের উপদেশানুসারে কাজ করিবে। ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে। শক্তি অনুসারে তাঁহাদের সেবা করিতে কখনও অবহেলা করিবে না। বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, শিক্ষক কিম্বা অপরিচিত কোন্ শিক্ষিত লোক আসিলে দাঁড়াইয়া সম্মান

করিবে। আসিবার সময় তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবে। যাইবার সময় পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া বিদায় দিবে। নমস্কার প্রভৃতি সম্মানসূচক ব্যবহার করিবে? সমকক্ষদিগকে যথোচিত সম্মান করিবে। নমস্কার করিলে মস্তক অবনত করিবে। আমাদের দেশে জাতি অনুসারে যে সম্মান দেখান হয়, তাহা ঠিক্ নহে। কারণ, ঈশ্বর-সৃষ্টিমধ্যে জাতির কোন সম্মান নাই। গুণেরই শুধু সম্মান হওয়া উচিত। যাঁহাকে নীচ জাতি মনে করিতেছ, তাঁহার মধ্যে এমন গুণ থাকিতে পারে, যাহা তোমাপেক্ষা উচ্চ জাতির মধ্যে হয়ত মিলিবে না। অতএব, গুণের সম্মান করাই উচিত। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে তাহাকে বড় মনে করিয়া সম্মান করা উচিত। পক্ক কেশ, উচ্চ সম্বন্ধ অথবা ধনে কেহ বড় হয় না। জ্ঞানে যিনি বড় তিনিই বড়। দেশ রীতি অনুসারে যাহারা নমস্কার করিলে তুমি আশীর্ব্বাদ করিবে, তাহারা নমস্কার করিলে তুমিই কল্যাণদাতা এবং তোমার আশীর্ব্বাদেই তাহার কল্যাণ হইবে এইরূপ মনে করিয়া, দীর্ঘায়ু, ধন, ধান্য ইত্যাদি সুখ সমৃদ্ধি হউক এইরূপ বলিবে না। ঈশ্বরের নিকট তাহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিবে। অন্যের ভাল মন্দ করিবার তোমার শক্তি কোথায়? যদি তোমার সেই শক্তি থাকিত, তবে তোমার কিছুরই অভাব হইত না। অন্যকে আশীর্ব্বাদ এবং তাহার কল্যাণ করিয়া নিজের কল্যাণ সাধন করিতে, এবং যাহাকে ঘৃণা করিতে তাহাকে অভিসম্পাত করিয়া জগত হইতে তাড়াইয়া দিতে। কাহারও ইষ্টানিষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই, ইহা অতি সুব্যবস্থা। যদি লোকের অভিসম্পাত করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর দশা যে কি হইত, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। কাহারও সহিত কথা কহিবার সময় তাহার

দিকে চাহিয়া প্রসন্নবদনে কোনরূপ গোলমাল না করিয়া সময়োপযোগী এবং পরিমিত কথা বলিবে। যাহা বলিবে তাহা সত্য এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া বলিবে। যে কথাতে পরনিন্দা কিম্বা পরের অনিষ্ট হয়, এমন কথা কদাপি কহিবে না। যে কথাতে আপনার, অন্যের এবং সত্যের সম্মান রক্ষা হয়, এমন কথা কহিবে। যদি কেহ দেখা করিতে আইসে, তাহাকে উপযুক্ত সম্মান করিয়া বসাইবে। অন্যকে নিম্নে বসাইয়া আপনি উচ্চে বসিবে না। আগন্তুকের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অন্যে তোমাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, " ঈশ্বর কৃপায় ভাল আছি " বলিবে। তাহার পর, যাহা বলিবার আছে, বলিবে। গুরুজন এবং অপরিচিতের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। সম্মানিত লোক আসিলে, আপনি দাঁড়াইয়া তিনি বসিলে পর, তাঁহার আজ্ঞা নিয়া এক পাশে বসিবে। কাহারও সম্মুখে বসিবে না অথবা দাঁড়াইয়া থাকিবে না। মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিবে না। চাহিবার সময় সরল এবং নম্রভাবে চাহিবে। কোনরূপ মন্দ অভিপ্রায় আছে, কেহ যেন বলিতে না পারে। বলিতে, চলিতে, বসিতে গম্ভীর হইবে। হস্ত, পদ, চক্ষু দ্বারা চঞ্চলতা দেখাইবে না। কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে, কথা কহিবে না। জিজ্ঞাসা করিলে অল্প এবং সময়োপযোগী উত্তর প্রদান করিবে। কেহ সম্মুখে বসিলে, জোরে খা করিয়া থুথু ফেলিবে না। নিতান্ত আবশ্যক হইলে উঠিয়া গিয়া আড়ালে ফেলিবে। কাহার সম্মুখে আঙ্গুল ফুটাইবে না, পা ধাপরাইবে না, অথবা কোন রূপ অসভ্যের ন্যায় বসিবে না। কাহার সহিত কথা কহিবার সময় যেন গায়ে থুথু না পড়ে, মুখে বরং কাপড় দিয়া কথা কহিবে। গুরুজন, বড় লোক, বিদ্বান্ এবং অপরিচিতের সঙ্গে কথা কহিতে 'আপনি' ' আপনার ' প্রভৃতি সম্মানসূচক কথা ব্যবহার করিবে। তাঁহাদের

সহিত কথা কহিবার সময়, যেন কোনরূপ আদেশ করিতেছ, এইরূপ ভাবে বলিবে না। কেহ উপকার করিলে কিম্বা কোনরূপ সাহায্য করিলে, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবে। অসরল ব্যবহার করিবে না; কাহাকে পরিচয় করাইয়া দিবার সময়, যদি আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হয়, তবে এক অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইয়া সকল অঙ্গুলি জড় করিয়া দেখাইবে। রাজপথে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ অন্যের সঙ্গে কথা কহিবে না। জানালা কিম্বা দ্বারে দাঁড়াইয়া রাস্তার তামাসা দেখিবে না। অন্যে কথা কহিবার সময় নিকটে যাইবে না, অথবা আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুনিবে না। চলিবার সময় রাস্তার দুই পাশে হেলিয়া দুলিয়া, উর্দ্ধমুখী হইয়া কিম্বা দৌড়িয়া চলিবে না; সরলভাবে নীচদিকে মস্তক রাখিয়া ধীরে ধীরে যাইবে। রাস্তায় কিম্বা অপরিচিতের সম্মুখে যাইবার সময়, সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকিয়া যাইবে। পূর্ব্বকালে এই দেশীয় উচ্চ বংশীয় রমণীগণের মধ্যে দুইখানা বস্ত্র পরিবার রীতি ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কালে কোন কোন স্থানে এইরূপ দেখা যায়, রমণীগণ জল আনিবার সময় কিম্বা অপর কাজ করিবার সময় কাপড় কোমরে বাঁধেন। তাহাতে পায়ের উপরিভাগ একরূপ অনাবৃত হইয়া যায়। বস্ত্র ইত্যাদি ধুইবার সময় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ইহা অতি মন্দ রীতি এবং সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। নদী, পুষ্করিণী কিম্বা অন্য যে স্থানে পুরুষ থাকে, সেখানে শরীরের বস্ত্র খুলিয়া স্নান করিবে না। নিতান্তই স্নান করিতে হইলে, অতি প্রত্যূষে কিম্বা আঁধার থাকিতে যখন কাহাকে দেখা যায় না, সেই সময় স্নান করিয়া আসিবে। রমণীদের খোলা জায়গায় স্নান না করিয়া, ঘরে যে স্থান ঢাকা, এমন স্থানে স্নান করা উচিত।

অপরিচিত স্থান কিম্বা বাজারের মধ্য দিয়া কোথাও যাইতে

হইলে একা যাইবে না, সঙ্গে কোন আত্মীয় কিম্বা বিশ্বাসী লোক লইয়া যাইবে। রাত্রিতে অপরিচিত স্থানে কিম্বা আবশ্যকীয় কাজ ভিন্ন অন্যের বাড়ী যাইবে না; যদি যাইতে হয়, নিতান্ত সাবধানে অন্য একজন লোক সঙ্গে করিয়া যাইবে। যাঁহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান আছে তাঁহারা নাটক তামাসা প্রভৃতি দেখিতে যাইবেন না, তাহাতে বড়ই অসম্মান হয়। সেই সকল স্থানে সকল লোক ভাল অথবা সভ্য নহে। সেখানে বাচ্যাবাচ্যের বিচার নাই, তথায় স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষা না হইয়া লাঞ্ছনা হইতে আশ্চর্য্য নাই। বড়ই পরিতাপ এবং লজ্জার বিষয় এই যে, আজ কাল কোন কোন অর্দ্ধশিক্ষিতা রমণী ক্ষণিক সুখের জন্য আমোদ তামাসার স্থানে যাইয়া আপনার সাধ্বী নামে কলঙ্ক আরোপ করিতেছেন। কোন কোন স্থানে এইরূপ দেখা যায়, রমণীগণ পুরাণ, হরিকথা ইত্যাদি শুনিবার জন্য দিন রাত্রি যে সময় ইচ্ছা, সেই সময়ই যান। সেই সকল স্থানে তাঁহাদিগকে কখন কখন বারাঙ্গনাদের নিকট বসিতে হয়। কারণ, সেই স্থান পবিত্র, তাহাতে সাধু, অসাধু, সাধ্বী, অসচ্চরিত্রা, বারাঙ্গনা সকলেই যায়। সেখানে তাহাদের সঙ্গে না মিশিয়া থাকা যায় না। সেখানে অপমানিত হইবার অতিশয় সম্ভাবনা এবং সর্ব্বদাই এইরূপ হইয়া থাকে। সেই সকল স্থানে অসংখ্য অসচ্চরিত্র লোক আপনার দুষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গতায়াত করে। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, উপদেষ্টারা স্বয়ংই অসচ্চরিত্র, তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক লোকই জ্ঞানী ও শিক্ষিত। রূপাবলী, সমাসচক্র, রঘুবংশের চারি অধ্যায় কিম্বা নৈষধ চরিত্র পাঠ করিয়াই পুরাণ গাইতে কিম্বা হরিকথা বলিতে আরম্ভ করেন। এক দিকে তাঁহারা রমণীদিগকে বেগুন ভক্ষণ করিলে নরকে যাইতে হইবে বলেন, অপর দিকে নিজেরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয়

কিছুই নাই। কোন কোন মহাপুরুষ স্ত্রীলোক দেখিলে উৎসাহিত হইয়া রাসমঞ্চ প্রভৃতি উপাখ্যান বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু ব্রহ্মস্তুতি, শিবস্তুতি, বেদান্ত প্রকরণ, উদ্ধব ভগবৎ সংবাদ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণুর স্তুতি করিতেছেন, এই কথা বলিয়া শেষ করেন। এইরূপ লোকের নিকট সদুপদেশ লাভ দুরূহ। পক্ষান্তরে মনে সদ্ভাব থাকিলে তাহাও অসৎ করিয়া দেয়। সকল পৌরাণিকই এইরূপ, আমি একথা বলিতেছি না। ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। আমি এখানে যাহা বলিতেছি, তাহা কেবল স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষার বিষয়ে বলিতেছি। তাঁহারা ঐ সকল স্থানে না যাইয়াও গৃহে বসিয়া পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অল্প পরিশ্রম করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিলেই এই সকল হইতে পারে। সংস্কৃত শিক্ষা করাও আবশ্যক, কারণ ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আপনি স্বয়ং না দেখিয়া অন্যের মুখে শুনিয়া ভালরূপ ধর্ম্মজ্ঞান হয় না। স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে ভয়ানক অনিষ্টের সম্ভাবনা। ধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষা সরল ও মধুর; অল্প অধ্যয়ন করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। সকল রমণী সংস্কৃত শিক্ষা করিতে না পারিলেও কেহ কেহ শিক্ষা করিলেই হইবে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের নিকটে স্ত্রীলোকের পুরাণ শুনা বিশেষ সুবিধা। আপনার পুরাতন ভাষা অধ্যয়ন করিয়া আপনি পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া উৎকণ্ঠা দূর করিবেন, ইহা অতি উত্তম উপায়। নতুবা জ্ঞানী, সচ্চরিত্র, বৃদ্ধ কিম্বা বিদ্বান্ লোককে আপনার বাড়ী আনিয়া কিম্বা অন্য ভাল স্থানে যাইয়া শুনা উচিত। প্রকাশ্য বাজার কিম্বা দেবালয় যে স্থানে বারাঙ্গনা যাইয়া তোমার সঙ্গে বসিবে, এমন স্থানে যাইবে না। সন্তান-

লাভ ও স্বামীবশকামনা করিয়া বাজার অথবা প্রকাশ্য স্থানে স্থিত বৃক্ষ প্রদক্ষিণ কিম্বা দেবতা দর্শন করিতে যাওয়া, ভদ্র মহিলার পক্ষে অনুচিত। নাটক প্রভৃতিতে যে কারণ বশতঃ যাওয়া উচিত নহে, এই সকলেও সেই কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কখন কখন সন্ন্যাসী, পরমহংস, ব্রহ্মচারী দর্শনের জন্য সহস্র সহস্র রমণী গমন করেন। তাহাতে যে কি অনিষ্ট হয়, তাহা এখানে বলা যায় না। ভদ্র মহিলা-গণকে যে স্থানে যাইলে আপনার মর্য্যাদার হানি হয়, এমন স্থানে না যাইয়া সচ্চরিত্র ও জ্ঞানী লোক হইতে সদুপদেশ লাভ করা উচিত। কোন কোন হিন্দু রমণী একজন মন্ত্র-গুরু করেন; কোন কোন স্থানে এইরূপ দেখা যায়, গুরুর কার্য্যের কোন একটা নিয়ম নাই। তাহাতে তাহার চরিত্র কিরূপ জানা যায় না। গুরু অবৈধ আচরণ করিলে প্রকাশ হয় না। ভ্রান্ত রমণীগণ মনে করে, তাহাদের দোষ উদ্ঘা-টন করিলে রৌরব নরকে যাইতে হইবে। ইহা দ্বারা মহা অনর্থ হইতেছে। তাহারা এ কথা বুঝিতে পারে না যে, গুরু আপনি সহস্র বন্ধনে জড়িত, তিনি কেমন করিয়া অন্যকে সংসারজাল হইতে উদ্ধার করিবেন। গুরু কাণে মন্ত্র দিলেই যদি পাপমুক্ত হওয়া যাইত, তাহা হইলে বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকগণ শতবর্ষ পরিশ্রম করিয়া শরীরকে কষ্ট দিয়া, রাজ্য সুখের ন্যায় সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেন ঈশ্বরপ্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করিবেন? যদি গুরুর এইরূপ মাহাত্ম্যও থাকে, তবে হিন্দুর যে যে গ্রন্থে গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, তাহাতে এইরূপ অপরিচিত গুরুর কথা কিছুই উল্লেখ নাই। সেই সেই গ্রন্থে মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্বশুর ইত্যাদি গুরুজনকে স্ত্রীলোকের গুরু বলা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহাদের সঙ্গে উপ-রোক্ত রূপ সম্বন্ধ আছে, এবং যাঁহারা জ্ঞানদাতা শিক্ষক, তাঁহারাই

গুরু। বরং তাঁহারাও যদি সৎপথ না দেখান, অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত না করেন, তবে গুরু কিম্বা পূজ্য নামের যোগ্য নহেন। মহাকবি বেদব্যাস বলিয়াছেন, "যিনি উপস্থিত মৃত্যু (অর্থাৎ আত্মার দুর্গতি) হইতে রক্ষা না করেন, তিনি বাপ নহেন, মা নহেন, স্বজন নহেন, গুরু নহেন, পতি নহেন এবং দেবতা নহেন," অর্থাৎ এইরূপ গুরু, বাপ, মা, স্বজন, পতি, দেবতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নামের উপযুক্ত নহেন। যেখানে দৃষ্টি করা যায়, সেখানেই জ্ঞানের এবং জ্ঞানানুস্থত সদাচারের গৌরব দেখা যায়। তবে কেন ভ্রান্ত স্থানে মন লইয়া যাইবে। সজ্জনের সহবাস এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতা কর। সমস্ত দিন প্রতিবেশী রমণীর বাড়ীতে যাইয়া পায়ের উপর পা দিয়া অমুকের স্বামী এইরূপ, অমুকের বক্রগতি, অমুকের নাক বাঁকা, আমার শাশুড়ী বড় ঝগড়াটে, এই সকল অসার কথা বলিয়া সময় নষ্ট করিও না। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুতার সহিত ব্যবহার করিবে। সময়মতে একে অন্যকে সাহায্য করা প্রশংসনীয়। অবসরের সময় ভাল বিষয়ে মন না দিয়া অলস হইয়া বসিয়া থাকা অন্যায়। কাহার স্বভাব কিরূপ আমরা জানি না। অন্যের সঙ্গে মিলিলে, তাহার অসৎ গুণ আমাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়। মানুষের স্বভাব এই যে, সদ্‌গুণ লাভ বড় কঠিন; অসৎ গুণ অতি অল্প সময়ে সংক্রামিত হয়। তাহা তাড়ান অসাধ্য, এজন্য মানুষকে চিরজীবন যাতনা ভোগ করিতে হয়। অতএব অসৎ সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবে। দ্বিতীয় কারণ, মানুষ যত সচ্চরিত্রই হউক না কেন, অসৎ সংসর্গে গেলে লোক তাহাকে নিন্দা করে। ভাল লোক তাহার সহিত কথা কহিতে লজ্জা বোধ করে। অসৎ সংসর্গে যাইয়া স্বভাব দূষিত হইবে না, নিশ্চয় জানিলেও কুসঙ্গের ছায়া স্পর্শ করা উচিত নহে। বাব্‌লা বনে আগুন লাগিলে, চন্দন বৃক্ষ রক্ষা পায়

না ; কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় তাহাও জ্বলিয়া যায়। কুসংসর্গে সজ্জনও দুষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু দুষ্ট সহসা ভাল হয় না। সৎ স্বভাব অসৎ সংসর্গে সহজে নষ্ট হয়, মন্দকে ভাল করিতে অনেক প্রয়াস লাগে। পরিষ্কার জলের সহিত কর্দ্দমাক্ত জল মিশিলে কর্দ্দমাক্ত হয়, কর্দ্দমাক্ত জলকে পরিষ্কার করা কঠিন। কাহারও সহিত অতিরিক্ত মিশিও না ; সীমার ভিতরে থাকিলে কলহ বিবাদ হয় না, আপনার মর্য্যাদা রক্ষা হয়। তাহা' বলিয়া কাহারও সহিত মিশিবে না, এমত নহে। পরস্পর প্রীতির সহিত থাকিবে। ভালয় মন্দে, সুখে দুঃখে সকলে সকলের অংশী হওয়া মানুষের কর্ত্তব্য।

যেরূপ আচরণ করিলে আপনার ও অন্যের আত্মমর্য্যাদা রক্ষিত হয়, পরস্পরের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি হয়, জীবনে যাহাতে অনুতাপ, দুঃখ, নিন্দা ইত্যাদি ভোগ না করিয়া সুখে অতিবাহিত হয়, সকলের এইরূপ ব্যবহার করা উচিত।

৪

ধর্ম্ম।

" ধৃতিঃ ক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধী র্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্‌॥ "

এ জগতে ধর্ম্মই মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম সকল কার্য্যের ভিত্তি। যদি কোন মনুষ্য মৃত্তিকা ছাড়িয়া আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে চায়, তাহা কি কখন সফল হয়? মূলদেশ দৃঢ় না হইলে বৃক্ষ দাঁড়াইতে অথবা জীবিত থাকিতে পারে না। যাহা কিছু করিবে সিদ্ধ হইবে না। যদি সিদ্ধও হয়, অধিক দিন স্থায়ী হয় না। আকাশে ইষ্টক নিক্ষেপ করিলে যেমন পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, তেমন ধর্ম্মবিহীন কার্য্য বিনষ্ট হইয়া যায়।

জগতে যত লোক আছে, সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক, সকলেরই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্ম আছে। ধর্ম্মের সাহায্যে সদাচরণ করিয়া সুখী হয়। ধর্ম্ম ভয়ের ন্যায় মানুষের উচ্ছৃঙ্খল মনকে সৎ পথে নিয়া যাইবার অন্য সাধন নাই। রাজার ভয় কিম্বা সমাজের ভয়, মানুষের মনে এত ভয় জন্মাইতে পারে না। মানুষের মনে যদি এইরূপ একটী ভয় না থাকিত, পৃথিবীতে শান্তি থাকিত না। দুষ্টের উপদ্রবে স্বর্গসম সুখের পৃথিবী শ্মশানের ন্যায় ভয়ঙ্কর ও উদাসময় হইত। একে অন্যকে ভয় না করিলে পরস্পর কলহ বিবাদ এবং

লুণ্ঠনাদি করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইত। ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্যে তাহা কেমন করিয়া হইবে? এই সংসারে ধর্ম্মের ভয় সকলের হৃদয়ে জাগরুক; যতই অসৎ হউক না কেন, ধর্ম্মের নাম নিলে অল্প পরিমাণে হইলেও ভীত হয়। ধর্ম্মভয়ে অল্পে অল্পে পাপ হইতে নিবৃত্তি এবং গত পাপের জন্য অনুতাপ হয়। এজন্য জগতে দুষ্টের উপদ্রব কম এবং সকলের রক্ষা হইতেছে। জগতের রক্ষা এবং নিজের মঙ্গল সাধন, ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। এজন্য ইহার নাম 'ধর্ম্ম' অর্থাৎ ধারণ কর্ত্তা। ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মানুসরণ মানুষের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। জগতে ধর্ম্মের সম্মান এত অধিক, এমন কি যাহারা ধর্ম্মের ভাণ করে, তাহারা পর্য্যন্ত পূজিত হয়। ধর্ম্মের এইরূপ সম্মান থাকা উচিত। ধর্ম্মই সকল মঙ্গলের মূলীভূত; ধর্ম্মের ন্যায় বন্ধু আর দ্বিতীয় নাই।

"একএব সুহৃৎধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥"

ধর্ম্মই এক মাত্র সুহৃদ, মৃত্যুতেও যে সঙ্গে যায়। আর অন্য সকল শরীরের ন্যায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

মানুষের ভাল মন্দ আচরণ সঙ্গে সঙ্গে যায়। ধন স্বজন ইত্যাদি কিছুই সঙ্গে যায় না, অধিক কি, যে শরীরকে 'আমি' বলি, যাহার পোষণের জন্য মানুষ রাক্ষসের ন্যায় ক্রূর কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেই শরীরও সঙ্গে যায় না। অতএব অন্তিম কালে একমাত্র শান্তিদাতা ধর্ম্মের সঙ্গে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবে। সামান্য মনুষ্যের পক্ষে মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর পদার্থ কিছুই নাই। মৃত্যুর নাম মনে হইলে শরীর কণ্টকিত, ভয়ের একশেষ হয়। সেই ভীষণ দিনে ধর্ম্ম ধার্ম্মিকদিগকে রক্ষা ও শান্তি প্রদান করে। ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুরই শান্তি দিবার ক্ষমতা নাই। ধার্ম্মিক মরণকে ভয় করেন না,

বরং মৃত্যুর নাম শুনিলে উল্লসিত হন। পাপী ধর্ম্মের শান্তি লাভ করিতে পারিবে না, মনে করিয়া অতিশয় কষ্টভোগ করে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ধর্ম্ম বলিতে এখানে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে অনেক মত আছে, তাহা নহে। এই সকল মতের নাম, ধর্ম্মের নহে। কারণ ধর্ম্মের স্বরূপ এক। মানব হৃদয়ে নিহিত (বীজরূপ কিম্বা পূর্ণ রূপ) সদসদ্বিবেক অনুসারে আচরণই ধর্ম্ম। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকল মতেই ধর্ম্ম অর্থ সদাচার। সকল মতেই ইহার পরিণাম একরূপ বর্ণিত। কেবল অনুষ্ঠাতার জ্ঞান অনুসারে ভিন্ন। সে যাহা হউক, এখানে ভিন্ন মতের সমালোচনা হইবে না। যে সকল মত সদসদ্বিবেক রূপ ভিত্তিমূলের উপর স্থাপিত, তাহাই আমি মান্য করি। তাহাই প্রতিপাদন করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ উপরে বলিয়াছি, এখন ধর্ম্মের লক্ষণ কি কি বিচার করা যাইতেছে। (১) ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্য; (২) ক্ষমা; (৩) দম অর্থাৎ মনোনিগ্রহ; (৪) অস্তেয় অর্থাৎ চুরি না করা; (৫) শৌচ অর্থাৎ পবিত্রতা; (৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; (৭) বুদ্ধি; (৮) বিদ্যা অর্থাৎ পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান; (৯) সত্য; (১০) অক্রোধ অর্থাৎ ক্রোধ এবং তাহার অন্যতররূপ, যথা ঈর্ষা, পরপীড়নেচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি না করা। কিরূপে এই সকলকে কার্য্যে পরিণত করা যায় এবং কোথায় কিরূপে করা উচিত, এখন তাহা দেখা যাউক।

১। ধৃতি বা ধৈর্য্য।—ইহা সর্ব্বদা মানব হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু সম্মুখে পড়িলে অথবা রণক্ষেত্রে শত্রু হইতে ভয়প্রাপ্ত হইলে যে সাহস অবলম্বিত হয়, ধৈর্য্য বলিতে তাহা মনে করিও না। অবশ্য ইহার নামও ধৈর্য্য, কিন্তু তাহা গৌণ, মুখ্য নহে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে ধৈর্য্য, তাহাই মুখ্য। এইরূপ লোক অনেক

আছে, যাহারা বহিঃশত্রুর সম্মুখে নির্ভয়ে প্রবল পরাক্রম দেখাইতে পারে, কিন্তু ক্রোধ লোভ প্রভৃতি যে শত্রু অষ্টপ্রহর আপনার শরীরের মধ্যে বিদ্যমান, তাহাদের সঙ্গে যে সংগ্রাম করে, এইরূপ লোক অতি বিরল। লোভ প্রভৃতি শত্রু মানব মনের উপর এরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করে যে, তাহার সম্মুখে প্রবল পরাক্রমশালীও দাঁড়াইতে পারে না। যতই ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত লোভপাশে জড়িত না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহার ধর্ম্ম ও জ্ঞান অবিচলিত থাকে। যখন লোভপাশে জড়িত হয়, তখন তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মপথে বিচরণ করিবার যে সাহস তাহার নামই প্রকৃত ধর্ম্ম। সর্ব্বসিদ্ধির মূল ধৈর্য্য লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। ধর্ম্ম নষ্ট করিবার জন্য সহস্র সহস্র প্রলোভন দিন রাত সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের পানে না তাকাইয়া ধর্ম্মের সরল পথে ভ্রমণ করিবে। ধর্ম্ম পথের বিঘ্ন প্রলোভন প্রভৃতি শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিবে। তাহা হইলেই সর্ব্ব বিজয়ী হইবে। জগতে যাঁহারা ধর্ম্মবলে বলিয়ান্ হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে এই সকল শত্রুকে পরাজয় করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বীর, এই বীরত্বেরই ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রতিষ্ঠা।

২। ক্ষমা।—ক্ষমা এক অমূল্য গুণ। যে মনুষ্য ক্ষমাশীল তাহার কোন শত্রু নাই। ক্ষমা না থাকিলেই শত্রু হয়। কেহ অনিষ্ট করিলে, তাহার অনিষ্ট না করিয়া, ক্ষমা করিলে মনে কত সুখ হয়। ক্ষমা থাকিলে দুষ্ট লোক অনিষ্ট করিবার সুযোগ পায় না। আপনা হইতে আপনি লজ্জিত হয়। যে ক্ষমা করে এবং যাহাকে ক্ষমা করা হয়, উভয়েরই লাভ। কারণ যে ক্ষমা করে, তাহার মন শান্ত হয় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে; এবং যাহাকে ক্ষমা করা হয়, সে

ক্ষমাকারীর সাধুতা দেখিয়া কখন কখন অনুতপ্ত এবং দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। তাহাতে জগতের অনিষ্ট অনেক হ্রাস হয়। আপনার এবং অন্যের কল্যাণকর এইরূপ ক্ষমা শিক্ষা কর। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে অমুক আমার মন্দ করিয়াছে, আমি তাহার প্রতিহিংসা লইব, এইরূপ ভাব মনে আনিও না। কারণ, অন্যে তোমার যে মন্দ করিয়াছে, তুমি তাহার মন্দ করিলে সে মন্দ ভাল হইবে না। প্রতিহিংসা নিলে আপনার অমূল্য সময় মাত্র নষ্ট হয় এবং অন্যের অনিষ্ট করিয়া আপনার পবিত্র মনে অপবিত্র ভাব স্থান দেওয়া হয়। উগ্র প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া সৌম্য ভাব ধারণ করিবে। শান্ত প্রকৃতির যেরূপ শোভা, শান্তিহীন প্রকৃতির তাহার কিছুই নাই। পণ্ডিতগণ পৃথিবীর সঙ্গে রমণীর উপমা দিয়া থাকেন। কারণ, পৃথিবী সকল প্রাণীর জননী। পৃথিবীর ক্ষমার ন্যায় অমূল্য গুণ আছে, তাই তাহার নাম ক্ষমা। দেখ, পৃথিবী কিরূপ ক্ষমা করে। কৃষক লাঙ্গল দিয়া পৃথিবীর বক্ষ বিদারণ করে, কিন্তু পৃথিবী রাগান্বিত হইয়া তাহার কোন অনিষ্ট করে না; এবং যে যত চাষ করে, তাহাকে তত ফল প্রদান করিয়া কল্যাণ সাধন করে। ক্ষমা গুণের উপমা পৃথিবী ভিন্ন আর কোথায়? সেই পৃথিবীর সঙ্গে বিদ্বান্ লোক তোমাদের উপমা দেন; যাহাতে তাহার উপযুক্ত হইতে পার, সেইরূপ ক্ষমাশীলা হইবে।

৩। দম।—মনোনিগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং মুখ্য গুণ। ইহা তোমাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকুক। যেরূপ দুর্ঘট কাজ হউক না কেন, মানুষ সম্পাদন করিতে পারে; কিন্তু মনোনিগ্রহ একরূপ অসাধ্য। সর্ব্ব বিষয়ে মনোনিগ্রহ করিতে পারে, এইরূপ লোক কেহ আছে কি না, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না। তবু সময়

সময় ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য। নতুবা সমস্ত জীবন মানুষকে ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইতে হয়। মনোনিগ্রহ করিতে হইলে ধৈর্য্যের আবশ্যক। ধৈর্য্য থাকিলে যে কোন দুর্ঘট কাজ হউক না কেন, মানুষ করিতে পারে। ধৈর্য্যের স্বরূপ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

৪। অস্তেয় বা চুরি না করা।—ইহা একটী বৃহৎ গুণ, এই গুণ থাকা তোমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। চুরি দুই প্রকার;—প্রথম, কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া অথবা তাহার অজ্ঞাতে কোন বস্তু লইয়া যাওয়া। দ্বিতীয়, মনে এক ভাব, দশ জনের সম্মুখে অন্যরূপ দেখান। এই দুইরূপ চৌর্য্যই পরিত্যাগ করিবে। তোমার কোন বস্তু কেহ জিজ্ঞাসা না করিয়া লইয়া গেলে তোমার যেমন মন্দ বোধ হয়, তুমি যদি সেইরূপ অন্যের বস্তু চুরি কর, তাহার সেইরূপ বোধ হইবে। অতএব এইরূপ করা তোমার উচিত নহে। যাহাকে লোকে চোর বলিয়া জানে, তাহাকে কেহ সম্মান করিতে পারে না। মনে এক ভাব, দশ জনের সম্মুখে অন্য ভাব, অতি অন্যায়। লোক-চক্ষুর অন্তরালে পাপাচরণ করিয়া বাহিরে ভাল দেখাইলে পাপ কেহ জানিতে পারিবে না, এইরূপ কখনও মনে করিও না। লোক-চক্ষুর অন্তরালে তুমি যে পাপ কর, তাহা তুমি নিজে দেখিতে পাও এবং সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের দৃষ্টিও সেই সময় তোমার উপর রহিয়াছে। তোমার কৃতপাপ লোকে না দেখিলেও এবং তাহারা সাধু ও জ্ঞানী বলিয়া প্রশংসা করিলেও, তুমি সেই প্রশংসার যোগ্য কি অযোগ্য অবশ্যই মনে মনে বুঝিতে পার। বিশেষতঃ গুপ্ত পাপের অভ্যাস জন্মিলে একটি দুইটি ক্ষুদ্র পাপ করিয়াই যে তুমি নিরস্ত হইবে, এইরূপ মনে করিও না। যখন দেখিতে পাইবে, পাপ করিতেছ

অথচ লোকে জানিতে পারিতেছে না, তখন নির্ভয়চিত্ত হইয়া অধিক পাপ করিতে অগ্রসর হইবে। প্রথমতঃ একটি দুইটি ক্ষুদ্র পাপ হয়ত ঢাকিতে পারিবে, কিন্তু শেষে বৃহৎ পাপ করিতে সঙ্কুচিত হইবে না; যদি সঙ্কোচ বোধ কর, তবুও তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া কঠিন। এই-রূপে মানুষ ইচ্ছা না থাকিলেও অভ্যাস-দোষে দুষ্কর্ম্ম করে। এইরূপ করিতে করিতে পাপ কত দিন গোপন থাকিবে? শেষে কোন দিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন লোক-নিন্দার শেষ থাকে না। অবশেষে আপনার প্রতি হতাদর হইয়া মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম, প্রিয়তম প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে? অতএব দুই প্রকার চুরিই পরিত্যাগ করিবে। ভয়ঙ্কর বিপত্তির সময়ও এইরূপ করিবে না। এক সময় ক্ষুদ্র পাপ করিলেও অভ্যস্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদাই এ কথা মনে রাখিবে, পাপ কখনও গোপন থাকে না। এক সময় না এক সময় তাহা প্রকাশ হইবেই। এই পাপ সামান্য, ইহা করিলে কিছুই হইবে না, এইরূপ মনে করিয়া সামান্য পাপও করিবে না। পাপরূপ বিষ-বৃক্ষের বীজ যদি একবার অঙ্কুরিত হয়, তাহা নিতান্ত কোমল হইলেও হৃদয় ভূমিকে সমূলে উৎপাটন করিবে। বিষবৃক্ষের মূল একবার প্রবেশ করিলে অন্য কোন উপায়ে বাহির করা যায় না। কোন প্রকার প্রলোভনকে মনে স্থান দিবে না। তাহা হইলে কোন পাপ অনুষ্ঠানের ভয় থাকিবে না। প্রলোভনই সকল মহাপাপের জনয়িতা। মনুষ্যের সহস্র গুণ থাকিলেও লোভ হেতু সকল লুপ্ত হয়। অতএব সকল পাপের মূল লোভ পরিবর্জ্জন করা সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। তাহা হইলে চুরি প্রভৃতি পাপের জন্য আত্মহানি হইবে না।

৫। শৌচ বা পবিত্রতা।—ইহা দুই প্রকার, এক বাহ্য, অন্য আন্তরিক। বাহ্য পবিত্রতা এবং আন্তরিক পবিত্রতাতে এইরূপ নিকট সম্বন্ধ যে একটী ভিন্ন অন্যটী থাকিতে পারে না। যদি থাকে, তবুও অনেক দিন স্থায়ী হয় না। দুই প্রকার পবিত্রতাই বিশেষ ভাবে রক্ষা করা উচিত। স্নান ইত্যাদি দ্বারা শরীর, বস্ত্র পরিষ্কার রাখার নাম বাহ্য পবিত্রতা। কার্য্যশীলতা ও সুস্থতায় মন প্রসন্ন হয়, এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে স্বাভাবিক উৎসাহ হয়। মন পবিত্র রাখার নাম আন্তরিক পবিত্রতা। অন্তরে মলিন, বাহিরে পরিষ্কার, এইরূপ পবিত্রতা কোন কাজেরই নহে। বাহিরে পরিষ্কার ভিতরে মলিন পাত্রকে যেমন কেহ আদর করে না, সেইরূপ মনুষ্যকেও কেহ আদর করে না। অপবিত্র মন কখনও সম্মানিত এবং সুখী হইতে পারে না। যে মন অবিরাম পাপ বাসনায় সঞ্চালিত হয়, তাহার শান্তি কোথায়? সর্ব্বদা পাপচিন্তায় রত মানুষের মুখপানে চাহিলেই মনের ভাব বুঝিতে পারা যায়। কারণ মানবের প্রতিমূর্ত্তি দর্পণের ন্যায়; তাহাতে তাহার প্রকৃতি প্রতিবিম্বিত হয়। শত চেষ্টা করিয়াও গোপন করা যায় না। অতএব মন সর্ব্বদা পবিত্র চিন্তা ও ধর্ম্মভাবে পূর্ণ থাকা উচিত। এক সময়ে এক স্থানে দুই বস্তু থাকিতে পারে না। মন পবিত্র ভাবে পূর্ণ থাকিলে পাপ চিন্তা স্থান পাইবে না। উভয় প্রকার পবিত্রতার সুখ অনির্ব্বচনীয়। একবার অনুভব করিলে বুঝা যায়, বর্ণন করিয়া বুঝান যায় না।

৬। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।—আমাদের শরীরের ইন্দ্রিয়গুলি অশ্বের ন্যায়। তাহাদের গতি এইরূপ অনিবার্য্য যে, সহজে কোন রূপেই প্রতিরোধ করা যায় না। জ্ঞান ও ধৈর্য্যের সাহায্যে তাহাদিগকে শাসন করা যায়। বড় বড় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয় উন্মত্ত

অশ্বের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা, সেই দিকেই ধাবিত হয়। তাহাদিগকে যথেচ্ছ ছাড়িয়া দিলে বিষম ক্ষতি। তাহারা আমাদের শরীর-গাড়ীর সহিত যোজিত, উত্তেজিত হইলে কোথা হইতে কোথায় লইয়া শরী-রকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। অতি সাবধানতার সহিত অধীনে রাখিতে হইবে। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ইহাদিগকে সংযত রাখা উচিত। বিচলিত ইন্দ্রিয় হইতে যত দূরে থাকা যায়, ততই ভাল। কাষ্ঠ এবং অগ্নি একত্র থাকিলে যেমন জ্বলিয়া উঠে, বিচলিত ইন্দ্রিয় নিকটে থাকিলে, তেমন জ্বলিয়া উঠে। তখন আর শাসনাধীন থাকে না। মোহজনক পদার্থ হইতে চেষ্টা করিয়া দূরে থাকিলেও যদি ইন্দ্রিয় উন্মত্ত হয়, তবে রজ্জু দ্বারা দমন করিবে। অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। মন সেই রজ্জু। মনকে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া সর্ব্বদা তাহাতেই নিযুক্ত থাকিলে ইন্দ্রিয় বশে থাকে; সাবধানতার সহিত ইন্দ্রিয়কে আপনার অধীন রাখিবে; দেখিও, ইন্দ্রিয়ের অধীন যেন না হও। যে মনুষ্য ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহার অবস্থা এত হীন যে, অবশেষে তাহাকে কেহ মনুষ্য বলিতে চাহে না। কারণ, তাহার কার্য্য পশু অপেক্ষাও নীচ। যিনি ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় সকলে মান্য করে। জিতেন্দ্রিয় পুরুষের কার্য্য দিন দিনই ভাল হয়।

৭। ধী অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বুদ্ধি।—কোন্ কার্য্য ধর্ম্ম সঙ্গত, কোন্ কার্য্য ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, বিচার করিবার নাম ধর্ম্ম বুদ্ধি। এই বুদ্ধির স্বরূপ বিবেক। সদসৎ বিচার করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি এবং অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্তি বিবেক না হইলে হইতে পারে না। সকলের বুদ্ধি সমান নহে। ধার্ম্মিকের বুদ্ধি যে কার্য্য অন্যায় মনে করে, দুষ্ট বুদ্ধি তাহা ভাল বোধ করিবে। অতএব, যে বুদ্ধি দ্বারা বাস্তবিক সদসৎ

বিচার করা যায়, সেই বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। ধর্ম্ম-বুদ্ধিই একমাত্র সদসৎ বিচার করিতে সমর্থ। ধর্ম্মবুদ্ধি থাকিলে নিতান্ত প্রিয় হইলেও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কাজ করিবে না। ইহা দ্বারা তুমি এবং অপরে সুখী হইবে। ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিলে শ্রেয়ঃ লাভ হইবে।

৮। বিদ্যা বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান।—এই বিদ্যা মনুষ্য মাত্রেরই থাকা আবশ্যক। বিদ্যা না থাকিলে সর্ব্বোত্তম সুখ কি এবং তাহা কি প্রকার জানিতে পারা যায় না। বিদ্যাহীন মনুষ্য আপনার সুখের জন্য ভাল মন্দ বিচার না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাদের সেই চেষ্টা বিফল হয়। শুধু তাহা নহে, কৃত কার্য্যের জন্য সমস্ত জীবন তাহাদিগকে দুঃখ ভুগিতে হয়। অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল লোক মনে করে, নিজে যে চেষ্টা করে তাহাতেই সুখ, কিন্তু তাহা অন্যের হিতকারী কি অনিষ্টকারী দেখিতে পায় না। ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া যে কাজ করা যায়, তাহার পরিণাম নিশ্চয়ই মন্দ হয়। গতানুসূচনা করিয়া অনুতাপানলে দগ্ধ হয়। এই অবস্থায় কি সুখী হইতে পারে?—ঈশ্বরের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিবে। আপনার বুদ্ধিবলে কোন কাজ করিয়া সুখী হইবে, স্বপ্নেও কল্পনা করিবে না। সাবধানে থাকিলে অনুতাপ জন্য দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না। জগতে ভাল মন্দ যাহা কিছু তাহা সকলই ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে হয়। যদি কোন ঘটনা হইতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়, মনে করিওনা ঈশ্বর তোমার মন্দ করিয়াছেন। ঈশ্বর সর্ব্ব মঙ্গলময়, আমরা তাঁহার সন্তান, তিনি কখনও আমাদের মন্দ করিতে পারেন না। এই কথা স্মরণ রাখিয়া, তিনি যে অবস্থায় রাখুন না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহাতেই সুখ। ঈশ্বরের উপর সকল ভার সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হইলে যে-কোন

দুঃখই আসুক না কেন, তাহাতে কষ্ট না হইয়া বরং আনন্দ হয়। ঈশ্বরপ্রেমে নিমগ্ন মানুষের যে কি সুখ, তাহা অবর্ণনীয়। তাহার উপমা জগতে কোথাও নাই। যিনি এই অমূল্য অনুপমেয় সুখের অধিকারী, তিনি কি কখন তুচ্ছ সুখ আকাঙ্ক্ষা করেন? এবং সেই তুচ্ছ সুখ জাত দুঃখই বা কেন অনুভব করিবেন? ঈশ্বর প্রেমের ন্যায় সুখ জগতে আর নাই, ইহা সকলেই জানেন। সেই সুখ লাভের জন্য তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান অবশ্যই আবশ্যক। যাহার সেই জ্ঞান নাই, তাহার মনুষ্য জন্ম লাভ বৃথা। মনুষ্য নামে যাঁহারা গৌরবান্বিত, তাঁহাদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতে যত্ন করা কর্ত্তব্য।

৯। সত্য।—সত্য বলা এবং তদনুসারে কার্য্য করা। এই গুণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে মনুষ্যের সত্য জ্ঞান নাই, তিনি যত বড় বিদ্বান্, গুণী অথবা ধনী হউন না কেন, অতি নীচ লোকের নিকটেও তাঁহার সম্মান নাই। অমুক ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, এই কথা এক বার লোক জানিতে পারিলে, আর কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদীও অন্যকে বিশ্বাস করে না। এই জন্য অন্যে তাহাদিগ্ হইতে সাবধানে থাকে, এবং তাহারাও অন্যের সহিত ভয়ে ভয়ে আচরণ করে। যাহারা সর্ব্বদা মনুষ্য-সমাজে ভয়ে ভীত, তাহাদের শান্তি কোথায়? সর্ব্বদা সত্য বলিবে এবং সত্য আচরণ করিবে। অপরাধ করিয়া সত্য বলিলে যদি অপমানিত ও শাস্তি পাইতে হয়, তবুও মিথ্যা বলিবে না। সত্য বলিলে প্রশংসা করিবে এবং কতক অংশে অপরাধও ক্ষমা করিবে। সত্য বলিতে কখনও ভীত হইবে না। সত্য গোপন করিবার জন্য সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকাশিত হয়। অগ্নিকে তৃণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে কি কখনও সফল হয়? নিরর্থক মিথ্যা বলিয়া কেন লোকনিন্দা এবং ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইবে?

সত্য বলিলে যদি প্রাণও যায়, তাহাও স্বীকার করিবে। সত্যের নিকট রসনা যেন কুণ্ঠিত না হয়। কিছুতেই ভয় করিবে না। ঈশ্বর সহায়, এই বিশ্বাস মনে রাখিবে। কাহাকেও ভয় করিবার নাই। সত্য বলিলে যদিও সামান্য কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তবু পরিণামে সুখ হইবে। নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবে, সকল গুণের মধ্যে সত্যনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ। সত্যের জয়। সত্যকে কখনও পরিত্যাগ করিবে না।

১০। অক্রোধ।—অক্রোধ বলিতে রাগ এবং তাহার রূপান্তর দ্বেষ, মৎসর ইত্যাদি না থাকা। ক্রোধ মানুষের দুর্জ্জয় শত্রু। দুর্ব্বল মন ক্রোধকে জয় করিতে পারে না। ক্রোধ প্রবল হইলে অনেক অনিষ্ট হয়। মানুষের ক্রোধ প্রবল হইলে আপনার অথবা অন্যের প্রাণ বিনাশ করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। ক্রোধ অগ্নির ন্যায়; অগ্নি আপনার উৎপত্তি স্থান (কাষ্ঠ, বাঁশ, বন) দগ্ধ করিয়া ভস্ম করে; সেইরূপ ক্রোধ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে নাশ না করিয়া শান্ত হয় না। সেই জন্য বুদ্ধিমান লোক ক্রোধাগ্নি জ্বলিবা মাত্র ক্ষমা জল সিঞ্চনে নির্ব্বাণ করেন। যাই ক্রোধের কোন কারণ হইল, অমনি মনকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিবে। রাগ উপস্থিত হইলে কি বলিতে কি বলা হয় লোকে জানে না, যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, এবং সামান্য কথা হইতে ভীষণ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কাষ্ঠ খণ্ডে সামান্য অগ্নি-কণা পড়িয়া প্রকাণ্ড দুর্গ ভস্মসাৎ করে। সেইরূপ রাগের সময় সামান্য কথা বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া লোকের এবং আপনার প্রিয়তম প্রাণ সংহারের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। রাগের সময় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কথা বলিবে না। অল্প সময় বিচার করিতে গেলেই ক্রোধ চলিয়া যাইবে। একেবারে না গেলেও কতক পরিমাণে হ্রাস হইবে, কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অবশেষে শান্ত

হইয়া চিন্তা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবে। ইহাতে নিজের এবং অন্যের উভয়েরই মঙ্গল। কাহাকেও দ্বেষ করা মূর্খতার কার্য্য। অজ্ঞান পশুর পক্ষে ইহা শোভা পায়, মনুষ্যের পক্ষে কখনও শোভা পায় না। যে সকল লোক অতি সামান্য কারণে রাগান্বিত হইয়া কিম্বা অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অন্যকে দ্বেষ করে, তাহাদের পরিণাম কখনও ভাল হয় না। এ জগতে কেহ দ্বেষ করিয়া সুখী হইয়াছে, এরূপ কখনও দেখিতে অথবা শুনিতে পাওয়া যায় না। বরং যে দ্বেষ করে, সে নানাপ্রকার বিপদে পতিত হয়। যাহারা দ্বেষ করে, তাহারা বিপদে পড়িলে, কেহ তাহাদিগকে সাহায্য করে না। একাকী সকল বিপদ ভোগ করে। ইহা অপেক্ষা জগতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী প্রভৃতির সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিলে নিজের এবং অন্যের অনেক অনিষ্ট নিবারিত এবং লোকের প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। আপনা অপেক্ষা সদ্গুণ সম্পন্ন, ঐশ্বর্য্যশালী কিম্বা সম্মানিত লোকের প্রতি যে দ্বেষ-বুদ্ধি তাহাকে মৎসর কহে। উন্নত প্রকৃতির লোককে জগৎ সম্মান করিতেছে দেখিয়া নীচ প্রকৃতির লোক পরশ্রী কাতরতাতে দগ্ধ হয়। যখন তাহারা নিশ্চয় বুঝিতে পারে যে, যতই চেষ্টা করুক না কেন, তাহাদের ন্যায় সম্মানিত হইতে পারিবে না, তখন আপনার মনকে শান্ত করিবার জন্য অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, সম্মানিত লোকের নিন্দা করিয়া শান্ত হয়। নিন্দা করা কত দূর অন্যায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। লোকের যে দোষ নাই নিন্দা দ্বারা তাহা অন্যের প্রতি আরোপিত করা হয়।

অসত্য বলাতে যে যে অনর্থ, নিন্দাতেও সেই সকল হয়। নিন্দুকের নিন্দায় সজ্জনের কিছুই অনিষ্ট হয় না। যদি কেহ অগ্নিতে

পদাঘাত করে, তাহাতে অগ্নির কিছুই হয় না; বরং যে পদাঘাত করে, তাহারই পদ দগ্ধ হয়। হিংসা প্রবৃত্তি লোকে জানিতে পারিয়া মুখপানে তাকায় না। হিংসাকারী অবশেষে দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া জীবন অতিবাহিত করে। নিরর্থক ঈর্ষা করিয়া আপনার মনে সর্ব্বদা দুঃখ উৎপন্ন করা অপেক্ষা ঈশ্বর যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অন্যের উন্নতি দেখিয়া তাঁহারা কি উপায়ে সেই উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। নিজেও সেইরূপ উন্নত হইতে পার কি না, দেখ। কিন্তু চেষ্টা না করিয়া ঈর্ষাপূর্ণ হৃদয়ে অন্যের নিন্দা দ্বারা লোকের নিকট, ঈশ্বরের নিকট এবং আপনার নিকট অপরাধী হওয়া নিতান্ত ঘৃণনীয়। মানুষ ঈর্ষা দোষে দূষিত হইলে তাহার মনে স্বতঃই জিঘাংসাবৃত্তি উৎপন্ন হয়। ইহাতে আপনারই অনিষ্ট হয়। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ক্রোধ, ঈর্ষা, জিঘাংসা ইত্যাদিকে কখনও মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। সকলের সহিত প্রেম ও সবিনয় ব্যবহার করিবে। তোমা অপেক্ষা উন্নত লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে। সর্ব্বকর্ত্তা পরম দয়ালু ঈশ্বর মনুষ্য-জাতির মধ্যে এমন রত্ন সৃষ্টি করিয়া মানব জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, মনে করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবে। সমানে সমানে বন্ধুতা হইলে সুখী হইবে। কারণ বন্ধুতা এবং প্রেম সমানে সমানে যেরূপ সুখ-দায়ক হয়, তেমন আর কিছুতেই নহে। নিম্ন অবস্থাপন্ন লোকের প্রতি ঘৃণা কিম্বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া দয়া করিবে। তোমার ন্যায় সেও ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান। তোমার প্রতি অধিক স্নেহ, তাহার প্রতি কম, কখনই নহে। সে ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহাকে অধিক স্নেহ ও যত্নের সহিত পোষণ এবং যথাসাধ্য তাহার উপকার করা অবশ্য

কর্ত্তব্য। উচ্চের প্রতি সম্মান এবং নিম্ন পদস্থের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষা করিলে মনে ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা এবং জিঘাংসা এই চার নীচ ভাব স্থান পাইবে না; নিজে সুখী হইবে, অপরেও সুখী হইবে, ঈশ্বর প্রসন্ন থাকিবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সকল কাজ করিবে। যে মতাবলম্বীই হওনা কেন এই দশ প্রকার ধর্ম্মের লক্ষণ পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যের নিকটই সম্মানিত। ইহা থাকিলে সকল স্থানেই সম্মানিত হইবে।

এইরূপ পবিত্র ধর্ম্মে যাহার জীবন পবিত্র, তাহার ন্যায় সুখী এবং ভাগ্যবান্ দ্বিতীয় কেহ নাই। সংসার পথে কখনও একা চলিবে না। এ পথ বড় ভয়ঙ্কর; ইহার মধ্যে কোন কোন স্থানে ভয়ের কারণ আছে। ইহার কোন্ পথ ভাল, কোন্ পথ মন্দ, কিছুই জান না। সুতরাং যিনি ভাল মন্দ জানেন, সময়মত সাবধান করিতে পারেন, এইরূপ এক জন বন্ধু সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিবে। ধর্ম্মের ন্যায় মানুষের নিঃস্বার্থ বন্ধু আর কেহ নাই। অন্য সকলই স্বার্থান্বেষী; যাহার নিকট কোনরূপ স্বার্থ নাই, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। ধর্ম্মের ন্যায় নিঃস্বার্থপর এবং সর্ব্বদা ভয় হইতে রক্ষক বন্ধুকে বিস্মরণ হওয়া এবং অনাদর করা উচিত নহে। ঈশ্বরের নিকট সরল হৃদয়ে ভক্তি ভাবে এই প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে সেই বুদ্ধি দিন, যাহাতে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া সকল কাজ করিতে পার এবং তাহাতে তৎপর থাকিতে পার।

৫

বধূব্রত।

এই পর্য্যন্ত প্রথম বয়সে যে বীজ রোপণ করিলে ভবিষ্যতে সুফল ফলিবে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন নূতন জীবনে প্রবেশ করিলে কিরূপ চলিতে হইবে, বিচার করা যাইতেছে। ঈশ্বর সংসারের মধ্যে স্ত্রী এবং পুরুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে একে অন্যকে আশ্রয় না করিয়া পৃথক্ থাকিলে এবং পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য না করিলে, সংসার কখনও পূর্ণ হইতে পারে না। স্ত্রী পুরুষ সংসারের দুই অঙ্গ। শরীরের এক অঙ্গ না থাকিলে যেমন কদাকার দেখায় এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষের ন্যায় কোন কাজই করিতে সমর্থ হয় না; সেইরূপ বিদ্বান্, বীর, ধনবান্, এবং নিস্পৃহ হইলেও স্ত্রীর আশ্রয় ভিন্ন পুরুষ পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। একাকী কোন কাজই সম্পূর্ণরূপে করিতে পারে না। যে কাজ স্ত্রীর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, তাহা একাকী করিতে যাইয়া পুরুষের মন বিচলিত হয় এবং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু শরীর নষ্ট হইয়া মহা অনিষ্ট হয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের আশ্রয়, একে অন্যের অধীন হইয়া থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ঈশ্বর এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন যে, পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না। কোন কোন মনুষ্য সেই সম্বন্ধের উপযুক্ত ব্যবহার না করিয়া

পশুর ন্যায় যথেচ্ছাচরণ করে। তাহাদের সেই ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ দ্বারা ঈশ্বরের অবমাননা হয়। সেই পাপের ফল স্বরূপ দুঃখ, অনুতাপ, অপমান ইত্যাদি সহ্য করিতে হয়। বুদ্ধিমান্ স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মানুসরণ দ্বারা ঈশ্বরসৃষ্ট এই সুখদায়ক এবং অভিলষণীয় সম্বন্ধ রক্ষা করিবেন। সেই সম্বন্ধের নাম বিবাহ। এখন সেই বিবাহ কিরূপ এবং কখন হওয়া উচিত, বিচার করা যাইতেছে। বিবাহের পদ্ধতি নানা দেশে নানা প্রকার। তাহার সকলই ভাল, এরূপ বলা যায় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের বিবাহ প্রণালী দেখ। এ দেশের এইরূপ প্রথা যে, বালকের বিশেষতঃ বালিকার নয় কিম্বা দশ বর্ষ না হইতে না হইতেই, একটী অজ্ঞাত বালকের সঙ্গে বিবাহ হয়। সেই সময় তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধ, কি উপায়ে সেই সম্বন্ধ দৃঢ় রাখা যায়, কিরূপে পরস্পরের মিলন এবং সম্বন্ধ রক্ষা হয়, কিছুই জানে না। এবং যে সুখের জন্য সেই সম্বন্ধ, অনেক সময়ই অজ্ঞতাহেতু তাহা মিলে না; ববং তাহা হইতে যে কি মহান্ অনর্থ হয়, বলা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, আট বৎসর হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত জ্ঞান উপার্জ্জনের সময়। সেই সময় বিবাহ হইলে সংসার চিন্তায় জড়িত হইতে হয়। তাহাতে জ্ঞান উপার্জ্জনের বিঘ্ন উপস্থিত হয়,—অর্দ্ধ সমাপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। প্রথম বয়সের ন্যায় অমূল্য এবং জ্ঞান উপার্জ্জনের উপযুক্ত সময় আর পাওয়া যায় না। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যদি জ্ঞান না থাকে, তবে পশু জন্মই শ্রেষ্ঠ। তৃতীয়তঃ, স্ত্রীপুরুষের অল্প বয়সে সন্তান হইলে তাহারা নিজে এবং সন্তান দুর্ব্বল, নিস্তেজ, বুদ্ধিহীন হইয়া অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অল্প বয়সে শরীরের সমস্ত বৃত্তি এবং রক্ত, মাংস, মজ্জা মেদ ইত্যাদি বল, বুদ্ধি এবং আয়ুর্ব্বর্দ্ধক ধাতু পরিপক্ক এবং পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইরূপ অপরিপক্ক

এবং অসম্পূর্ণ শরীরের অনুচিত ব্যবহার দ্বারা শুধু তাহাদের নিজের ক্ষতি হয়, এমত নহে ; তাহাদের সন্তানও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়।

চতুর্থ।—শিশুকালে বুদ্ধি অপরিপক্ক থাকে। সেই সময় যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করিয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ বিবাহ করিবার উপযুক্ততা থাকে না। মাতা পিতা অথবা অন্য কোন আত্মীয় যাহার সহিত পরিণয় সূত্র বাঁধিয়া দেন, তাহার সঙ্গেই আজন্ম থাকিতে হয়। ইহার পরিণাম ফল অতি বিষম হইবার সম্ভব। সমানে সমানে যেরূপ প্রেম জন্মে, উচ্চ নীচে তেমন হইবার সম্ভব নাই। আত্মপরীক্ষা ভিন্ন যোগ্যতা বুঝিতে পারা যায় না। অন্য লোকে ইচ্ছানুসারে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বিবাহ দিলে, আপনার মনোমত না হইতে পারে। মনের অভিপ্রায় অন্যে জানিতে পারে না। গুণাগুণ পরীক্ষা করিতে অন্যে সমর্থ নহে। পরস্পর যদি বিরুদ্ধ-গুণ-বিশিষ্ট হয়, একের প্রতি যদি অন্যের ভালবাসা না থাকে, সেই বিবাহে সুখী হওয়া যায় না। তখন বিবাহ সুখের কারণ না হইয়া যন্ত্রণার কারণ হয়। বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কখনও একতা থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা মনে অসন্তোষের ভাব বর্ত্তমান থাকে। সেই বিবাহজাত সন্তান দুষ্ট, মূর্খ, কুরূপ এবং অপ্রসন্নমনা হয়। এইরূপ সন্তান বৃদ্ধি দ্বারা জগতের কল্যাণ না হইয়া অনিষ্ট হয়। ঈশ্বরবিরুদ্ধ এই নিয়ম প্রচলন দ্বারা আপনার অকল্যাণ করা কখনই উচিত নহে। জগতে পশুর পর্য্যন্ত আপনার পসন্দ মত স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার স্বাধীনতা আছে। মানুষের কি তাহা থাকিবে না? বিবাহ সম্বন্ধ কিছু এক দুই দিনের জন্য নহে, যখন মিলন না হয় তখনই ইচ্ছানুরূপ অন্যত্র যাওয়া যায় না; যত দিন পর্য্যন্ত জীবন, তত দিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। আপনার ইচ্ছানুরূপ মনোনীত করিয়া সম্বন্ধ স্থাপনে স্ত্রীপুরুষের সমান স্বাধীনতা

থাকা উচিত। এইরূপ না থাকাতে আমাদের দেশের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে, মনে হইলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। স্বামীর দুর্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া কত রমণী আত্মহত্যারূপ মহাপাপে পাপী হইতেছে। কত পুরুষ আপনার পত্নীর দুরাচরণে ক্লিষ্ট হইয়া স্ত্রীহত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপে লিপ্ত হইতেছে। ইহা কাহার দোষ? স্ত্রীপুরুষের নহে,—এজন্য সমাজ দায়ী। সমাজ অনুচিত আধিপত্য স্থাপন, ইচ্ছানুরূপ সম্বন্ধের স্বাধীনতা অপহরণ এবং অসময়ে সম্বন্ধ স্থিরীকরণ দ্বারা উন্নতি-বৃক্ষের মূলে কুঠার নিক্ষেপ করিতেছেন। দেশের লোকের এই সমাজব্যাধি নিবারণ করা উচিত। নতুবা উন্নতির সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিলেও কিছুই হইবে না। স্ত্রীপুরুষ বিংশতি বর্ষ অথবা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক কিম্বা অল্প বয়সে আপনার যোগ্যতার অনুরূপ দেখিয়া বিবাহ করিবে। লোকের মনোনয়ন, ধনলোভ, কিম্বা অন্য কোনরূপ প্রলোভনে ভুলিয়া সম্বন্ধ স্থির করা উচিত নহে। প্রলোভন দূর হইতে মনোরম দেখায়, কিন্তু নিকটে গেলে অসারতা উপলব্ধি হয়। আপনার অপেক্ষা বুদ্ধিমান বহুদর্শী লোকের পরামর্শ নিয়া, আপনার মতানুসারে ভাল স্থান দেখিয়া বিবাহ করা উচিত। যাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি, রূপ, বিদ্যা, সদ্‌গুণ, উদারতা, ধন এবং প্রেম দেখা আবশ্যক। কেহ কেহ কেবল রূপ ও ধন দেখিয়া বিবাহ করেন, এইরূপ করা উচিত নহে। রূপ এবং ধন চিরস্থায়ী নহে। ধন ও রূপ মুগ্ধ মানব ধন ও রূপ চলিয়া গেলে স্থানান্তরে সুখ অন্বেষণ করে। তখন পরস্পরের প্রেম থাকিতে পারে না; প্রেমশূন্য বিবাহ বিবাহই নহে। প্রধানতঃ ধর্ম্মবুদ্ধি, সদ্‌গুণ, বিদ্যা, প্রেম এবং উদারতা দেখিয়া বিবাহ করা উচিত। এ মিলনে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম জন্মে। এইরূপ প্রেমিক-

যুগল পরস্পরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়; ইহসংসারে স্বর্গীয় শোভা আনয়ন করে। ইহা দ্বারা সাংসারিক উন্নতি সাধিত হয়। এইরূপ উপযুক্ত বন্ধনে যাঁহারা মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা ধন্য। ঘোর বিপদেও সেই প্রেমের হ্রাস হয় না। জীবনের ভয়ঙ্কর দিনে একে অন্যকে দেখিয়া সুখী হয়। জগতে প্রেমই সকল সুখের মূল। যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে কখনও সুখী হইতে পারে না। প্রেমের প্রভাবে রামচন্দ্র, নল ইত্যাদি মহা পুরুষ এ জগতে অচলা কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দময়ন্তী, অনুসূয়া প্রভৃতি সাধ্বী রমণীগণ আপনার পাতিব্রত্য ও মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পুণ্যকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। প্রেম মানবের শ্মশান সমান উদাস প্রাণে স্বর্গ-শোভা আনয়ন করে। প্রত্যেক মনুষ্য হৃদয়ে প্রেম জাগরিত থাকা উচিত। প্রেমের অনেক রূপ আছে। সন্তান কিম্বা সন্তান সদৃশ জনের প্রতি পিতা মাতার যে প্রেম, তাহাকে বাৎসল্য বলে। মাতা পিতা গুরুজন ও ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম, তাহাকে ভক্তি বলে। ভাই, ভগ্নী, বন্ধুর প্রতি যে প্রেম, তাহাকে স্নেহ বলে। উদার-প্রকৃতি মহাপুরুষের দীন দুঃখীর প্রতি যে প্রেম, তাহাকে দয়া বলে। দুই দেহ, এক প্রাণ, সুখ দুঃখে নিত্য সহচর এইরূপ দম্পতির মধ্যে যে প্রেম, তাহার নাম প্রেম, ইহার অন্য নাম নাই। কারণ প্রেমের পূর্ণতা এখানেই, অন্যত্র অংশ মাত্র দৃষ্ট হয়। প্রেমের পরাকাষ্ঠা সমান-গুণশীল দম্পতি-যুগলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ঈশ্বর দত্ত, স্বর্গীয় সুখের মূলাধার এই প্রেম লাভ করিয়া সংব্যবহার করা উচিত। এই ধনে যাহারা ধনী, তাহাদের অপব্যয় করিয়া নাশ করা উচিত নহে। উপযুক্ত স্থানে উত্তমরূপে ব্যয় করিয়া বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে, সহস্র পুরুষ ও রমণী সেই

প্রেমের অপব্যবহার করিতেছে। অযোগ্য পাত্রে স্থাপন করিয়া ব্যভিচারাদি পাপে নিমজ্জিত হইতেছে। প্রত্যেক মনুষ্যের সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক সাবধানতার সহিত উপযুক্ত স্থানে বিবাহ করা কর্ত্তব্য। যাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইবে, তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রেমের অবমাননা করিবে না। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই, কোন কোন গুণ, যথা—কোমলতা, মাধুর্য্য প্রভৃতি রমণীর স্বাভাবিক, পুরুষের তাহা নাই। আবার সাহস, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি পুরুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক গুণ, রমণীর তাহা নাই। এই সকল গুণের পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব তত দূর কার্য্যকারী হইতে পারে না। পুরুষের সাহস, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, শৌর্য্য ইত্যাদি কঠোর গুণের সহিত রমণীর দয়া, নম্রতা, স্নেহ প্রভৃতি কোমল গুণ মিলিত না হইলে পুরুষ নিতান্ত রুক্ষ ভাবাপন্ন হয়। সেইরূপ রমণীর নম্রতা, দয়া, মমতা, কোমলতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণের উপর পুরুষের সহিষ্ণুতা, সত্যনিষ্ঠা, তেজস্বীতা ইত্যাদি গুণের ছায়াপাত না হইলে রমণী নিতান্ত ভয়শীলা হয় এবং সময়কালে কোন কার্য্যোপযোগী হয় না। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একে অন্যের গুণ সংক্রামিত হইলে শোভা বৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা সংসার বৃদ্ধি ও জনসমাজের হিতসাধিত হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক জনের গুণ অন্যেতে সংক্রামিত হইতে হইলে, পরস্পরের অতি নিকট মিলন আবশ্যক। পতি পত্নীর সম্বন্ধ ভিন্ন অপর স্থানে এইরূপ মিলন লোকবিরুদ্ধ এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। তৃতীয় উদ্দেশ্য প্রাণী মাত্রেরই হৃদয় অতি দুর্ব্বল, আধার ভিন্ন থাকিতে পারে না। কোন প্রাণীই একাকী এক স্থানে থাকিতে পারে না; অন্যের সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে। এক জনকে সমুদায় সুখের সাধন দিয়া একাকী কোন এক স্থানে থাকিতে বলিলে কখনও স্বীকার করিবে না।

পক্ষান্তরে অন্যের সঙ্গে ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইলেও আপনাকে সুখী মনে করে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, সংসারে মানুষ সঙ্গী অন্বেষণ করে। সেই সঙ্গী শত্রু, উদাসীন, বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হইলে সুখ না হইয়া দুঃখ হয়। যে সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, যাহার প্রেম চিরদিন অবিচলিত থাকিবে, তাহাকে সঙ্গী করা উচিত। সঙ্গী লইতে হইলে এইরূপ সঙ্গী জগতে পতি পত্নীর সম্বন্ধে ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। অন্যত্র যাহা কিছু, সে কেবল বাহিরের। স্বামী স্ত্রীর প্রণয়ের ন্যায় অকৃত্রিম প্রণয় আর কোথাও হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "অর্দ্ধ ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা। ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥" মনুষ্যের ভার্য্যা অর্দ্ধ, ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতম সখা, ভার্য্যা ত্রিবর্গের মূল, ভার্য্যা পরিত্রাণের মূল।

এ পর্য্যন্ত বিবাহের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে; এখন বিবাহের পর কি কর্ত্তব্য, বলা যাইতেছে। সকলেই জানেন, বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রেম থাকিলেই উভয়ে সুখী হয়। প্রেম না থাকিলে অশেষ দুঃখ। আমাদের দেশে একটী কুপ্রথা আছে; যদি অতি সামান্য বিষয়ে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে মতান্তর হয়, পুরুষ তৎক্ষণাৎ যে আজীবন সুখ দুঃখের নিত্য সহচরী, যে আপন পতিকে সর্ব্বস্ব মনে করে, একটী মিষ্ট কথা বলিলে যে হাতে স্বর্গ পায়, এইরূপ ধর্ম্মপত্নীকে উপেক্ষা কিম্বা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করে, অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যভিচার পাপে নিমগ্ন হয়! ইহাতে সমাজ নির্ব্বাক্। তাহাদের কোনরূপ রাজদণ্ড অথবা সামাজিক দণ্ড ভোগ করিতে হয় না। পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতা নিবারণের উপায় নাই। তাহারা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সঙ্কট সময়ে স্ত্রীর পক্ষ হইয়া

দুইটী কথা বলে, এমন সহৃদয় কে আছেন? অবলা রমণী করে কি? কোন কোন সাধ্বী রমণী অত্যাচার অপমান সহ্য করিয়াও ধর্ম্মাচরণে জীবন অতিবাহিত করেন; কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়া দুঃখের অবসান করেন; কেহ কেহ বা পুরুষের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হইয়া আপনার জীবন ও কুলকে কলঙ্কিত করে। প্রথম দৃষ্টান্ত অল্পই মিলে, দ্বিতীয় তাহা অপেক্ষা অধিক, তৃতীয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অধিকাংশ সময়েই পুরুষের কঠোরতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এই পাপের কারণ। পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা বলবান্। তাহারা যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই হইবে। কিন্তু পুরুষের পক্ষে এইরূপ অত্যাচার ভাল দেখায় না। বীরের পক্ষে দুর্ব্বলকে ক্ষমা এবং ক্ষমতা দ্বারা বশ করাই শোভা পায়। যে দুর্ব্বলকে রক্ষা না করিয়া পীড়ন করিয়া বীরত্ব দেখায়, তাহাকে কেহ প্রশংসা করিতে পারে না। ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ এবং এজন্য ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতে হয়। ঈশ্বর যে পুরুষকে রমণী অপেক্ষা অধিক বল প্রদান করিয়াছেন, তাহা অত্যাচার করিবার অথবা দুঃখ দিবার জন্য নহে। রমণীকে অবজ্ঞা না করিয়া ক্ষমতা দ্বারা বশ করিয়া অবিচলিত প্রেম-সূত্রে বন্ধন করা পুরুষের ধর্ম্ম।

এখন রমণীদের প্রতি দৃষ্টি কর। কোন কোন অজ্ঞ স্ত্রী আপনার প্রতি পতির প্রেম নাই মনে করিয়া তাহাকে বশ করিবার উদ্দেশ্যে উপায় অনুসন্ধান করে। সেই উদ্দেশ্যে অনেকেই মন্ত্র, তন্ত্র, ঔষধ, কবচ প্রভৃতির শরণাগত হয়। ধূর্ত্ত প্রতারকগণ তাহাদিগকে যাহা করিতে বলে, তাহাই করিতে প্রস্তুত হয়। এই সকল লোক দ্বারা তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। পরিশ্রমোপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয়, লোক-নিন্দা, কত কি ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ইহাতেও প্রতারণার

শেষ হয় না। দুষ্ট লোক আপনার বাক্যের অব্যর্থতা দেখাইবার জন্য ঔষধ প্রয়োগ করে। ভ্রান্ত রমণী ছাই, মাটী, ভস্ম কত কি স্বামীকে সেবন করায়। সেই ঔষধ কিরূপ, বিচার করিবার বুদ্ধি তাহাদের নাই। প্রতারকগণ কফের বৈদ্য, বাতের বৈদ্য, প্রসব বেদনার বৈদ্য, সর্ব্ব রোগের বৈদ্য, এই কথা বলিয়া এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করে, এবং মহা অনিষ্টকারী লোহা, তামা, পারা প্রভৃতির চূর্ণ সঙ্গে রাখে। এই সকল বস্তু পেটে গেলে শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, যমের বাড়ী যাইতে হয়। অজ্ঞ রমণীগণ বশ করিবার উদ্দেশ্যে আপনার প্রিয়তম পতিকে ভয়ঙ্কর ঔষধ খাওয়াইয়া বিপদ আহ্বান করে। কি অন্যায়! রমণীগণ যেন এইরূপ প্রতারক লোকদের কথা বিশ্বাস না করেন। মন্ত্র তন্ত্রের অস্তিত্ব নিতান্ত অলীক। যে রমণীগণ মন্ত্রের অন্বেষণ করে, তাহাদের চরিত্র স্বামীর অজ্ঞাত থাকে না, ইহাতে লাভ এই হয়, যে কিছু ভালবাসা ছিল, তাহাও চলিয়া যায়। এইরূপ মন্ত্রের প্রয়োজন কি, সহজেই বুঝা যায়। পতি বশ করিবার নানারূপ উপায় আছে। উঝার নিকট না গিয়া, সেই উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহাতে আপনার লাভ, অন্যেরও উপকার হইতে পারে। যদি সকল রমণী সেই উপায় অবলম্বন করেন, বিশেষ উপকার হইবে। সেই অমূল্য উপায় এই—

আপনার আচরণ এইরূপ করিবে, যাহাতে পতির মনোমত হয়। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে না। তাঁহার সম্মুখে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিবে না। তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না; ধর্ম্মানু-মোদনীয় যে কাজ করিতে বলিবেন, তাহা অতি পরিশ্রমসাধ্য হইলেও করিবে। যে সময় যে কাজ করিতে বলিবেন, তখনই করিবে। আমা দ্বারা হইবে না, অথবা করিতে বড় কষ্টকর এইরূপ কথা বলিয়া

ঔদ্ধত্য দেখাইবে না। যদি আপনাদ্বারা নিতান্তই না হয়, তবে তাঁহাকে সুমিষ্ট বচনে ও সবিনয়ে কারণ দেখাইয়া অপারগতা জানাইবে। তাঁহার সম্মুখে কোনরূপ মিথ্যা কথা বলিবে না, পরনিন্দা করিবে না। পতি নিন্দা মহা পাপ। নিরর্থক রাগ করিয়া সম্মুখে যাইয়া উচ্চ কথা বলিবে না। কোনরূপ অপরাধ হইলে স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তাঁহার কোনরূপ ভুল হইলে রাগ না করিয়া বুঝাইয়া বলিবে। ভালবাসার সহিত তাঁহার সেবা করিবে। অলঙ্কারে অঙ্গ সাজাইয়া অথবা সুন্দর সুন্দর বস্ত্র পরিয়া স্বামীর মন ভুলাইতে চেষ্টা করিবে না। মানুষের সদ্‌গুণ থাকিলে অন্যের চিত্ত আকর্ষণ করা যায়, সদ্‌গুণ দ্বারা স্বামীকে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে। কোন বিষয়ে পতিকে বঞ্চনা করিবে না। এ জগতে রমণীর পতির ন্যায় আর বন্ধু নাই। যিনি গুরুর ন্যায় সৎপথ প্রদর্শন করেন, পিতার ন্যায় হিতকারী, মাতার ন্যায় মমতা করেন এবং বিশ্বাসপাত্র, দেবতার ন্যায় পূজ্য, প্রাণসম প্রিয়তম, সেই অদ্বিতীয় সুহৃদ্‌কে যদি বঞ্চনা কর, তবে সংসারে এমন কে আছে, যাঁহার সহিত সরল অকপট ব্যবহার করিয়া সুখী হইবে? যে রমণী আপনার পতিকে বঞ্চনা করে, তাহাদ্বারা এমন কোন দুষ্কর্ম্ম নাই, যাহা না হইতে পারে। আপনার পতির সঙ্গে সর্ব্বদা সরল ব্যবহার করিবে। পতি যে কাজ ভালবাসেন না, তাহা লাভবান্ হইলেও অন্যের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে কথনই করিবে না। তোমার নিকট যে গোপনীয় কথা বলিবেন, তাহা কখনই অন্যের নিকট বলিবে না। পতি যদি তোমাকে কোনরূপ মন্দ বলেন, লোকের সম্মুখে তাহার আলোচনা করিবে না। তোমার নিজের আচরণ যদি ভাল হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটি দেখা যায়, অনেক রমণী শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, ননদিনী প্রভৃতি স্বামীর আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবেশীর নিন্দা করিয়া, তাঁহাদের বিরুদ্ধে বলিয়া স্বামীর ভালবাসা আকর্ষণ করিতে চায়। এইরূপ আচরণ কখনও করিবে না। নিন্দুককে কখনই বিশ্বাস করিবে না। যে আমার নিকট পরের নিন্দা করে, সে আমার নিন্দাও অন্যের নিকট করিবে। যদি কেহ তোমার নিন্দা করে, নীরব থাকিয়া ধীর ভাবে তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। সত্য ত্বরায় প্রকাশিত হইবে, এবং নিন্দুক আপনি লজ্জিত হইবে। কেহ তোমার পতির নিন্দা করিলে তাহাতে কখনই তুমি সায় দিবে না। নিন্দা সত্য হইলেও যাহাতে তাহা না হইতে পারে, সেই চেষ্টা করিবে; বৃথা লোকের সহিত ঝগড়া করিয়া ফল নাই। এখন পতির প্রতি কর্ত্তব্য কি বলা যাইতেছে;—যথাসাধ্য সকল কাজে স্বামীর সহায় হইবে। অলসতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসময়ে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিয়া, আপনার, পতির এবং পরিবারস্থ সকলের উন্নতি বিষয়ে সর্ব্বদা যত্নশীলা হইবে। কোন আগন্তুক গৃহে আসিলে তাহার সহিত বৃথা গল্প করিয়া সমস্ত দিন কাটাইবে না। দিনের মধ্যে এক বার কিম্বা দুইবার তাহাদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিবে। অধিক ভাল নয়; তাহাতে সুখ না হইয়া অনেক কার্য্য নষ্ট হয়। এইরূপ অলস ভাবে দিন কাটাইলে অনেক কলহের কারণের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টি পতিত হয়; অবশেষে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। তাহাতে শরীর এবং মন উভয়ই অসুস্থ হয়, কাজ করিতে উৎসাহ হয় না। স্বামীর সঙ্গে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরের প্রতি আশা ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আলাপ করিবে। সংসারের যাহা কিছু অভাব দুঃখ থাকে,

তাহা নিবারণের জন্য সময় মত উপায় নির্দ্ধারণ করিবে। পতির মন কোন কারণে অসুস্থ হইলে, যেন আপনার অসুখ হইয়াছে মনে করিয়া মিষ্ট ভাষা দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। কোন বিষয়ে হতাশ ও নিরুৎসাহ হইলে উৎসাহ বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিবে। ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিবে। বিপদের সময় পশ্চাতে দাঁড়াইবে। কখনও কোন বিষয়ে অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করিবে না। অনেক রমণীর এইরূপ স্বভাব, তাহারা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীকে বড়ই কষ্ট দেয়,—স্বামীর অবস্থা মন্দ হইলে আপনার পিতা, মাতা, ভাই, খুড়া জেঠার ভাল অবস্থার গৌরব করিয়া লজ্জা দেয়। ইহাতে স্বামীর মনে দুঃখ হইয়া স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা চলিয়া যায়। সাধ্বী রমণীদের এইরূপ দুরাচরণ পরিত্যাগ করা উচিত। পুরুষ আপনার পিতার নামে প্রসিদ্ধ, রমণী আপনার পতির নামে পরিচিত হয়। ভাল মন্দ, ধনী দরিদ্র, পতির যে অবস্থা, স্ত্রীরও সেই অবস্থা; অন্যের ভাল অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কি হইবে? পিতা রাজা হইলেও কন্যা সেই পদের অধিকারিণী হয় না। স্বামীর যে পদ, তাহাই তাহারা প্রাপ্ত হয়। অতএব, যে রমণী স্বামীর সম্মান রাখিয়া তিনি যে অবস্থায় থাকেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকে, লোকের নিকট তাহার আদর ও সম্মান। দেখ আমাদের ভারতবর্ষে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, দময়ন্তী প্রভৃতি যে সকল সাধ্বী রমণী ছিলেন, যাঁহাদের কীর্ত্তি আজও চন্দ্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তিমান্। তাঁহারা কিসের বলে এইরূপ নাম রাখিয়া গিয়াছেন? তাঁহাদের পতিভক্তি,—স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম। লোপামুদ্রা রাজকন্যা, অগস্ত্য ঋষির দণ্ড, কমণ্ডলু, বৃক্ষ-বল্কল এবং পর্ণকুটীর ভিন্ন ধন সম্পত্তি আর কিছুই ছিল না। কিন্তু লোপামুদ্রা পিতৃদত্ত আপনার রাজপরিচ্ছদ মণিমুক্তা অলঙ্কার

প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আপনার স্বামীর অবস্থার অনুরূপ বল্কল পরিধান করিলেন! সকল রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু সমাকুল বিজন অরণ্যে গমন করিলেন। সেইরূপ প্রাতঃস্মরণীয়া, রমণীকুল-গৌরব পতিব্রতা সীতা; তাঁহার কীর্ত্তি আবালবৃদ্ধ সকলেই অবগত আছেন। এ জগতে তাঁহার উপমা কোথায়? তাঁহার জন্মে ভারতভূমি রত্নপ্রসবিনী আখ্যা লাভ করিল। সর্ব্বসম্মানিতা সেই সীতা নববিবাহিত হইয়াছেন। সূর্য্যের উত্তাপ, শীত বৃষ্টির অসহ্য ক্লেশ, তিনি স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই; কিন্তু পতি পিতৃ-সত্য-পালনার্থ চতুর্দ্দশ বর্ষের জন্য বনগমন করিতেছেন, তিনিও স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোর রাক্ষসপূর্ণ দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। আহা, সীতা বনবাসোপযোগী বল্কল পরিধান করিতে জানেন না। অশ্রুপূর্ণ লোচনে বল্কল হস্তে করিয়া রামের পানে চাহিলেন, রাম বল্কল পরাইয়া দিলেন! সীতা সেই বেশে রাজপথ দিয়া রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন! সেই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইল, কিন্তু তাঁহার অণুমাত্র দুঃখ হইল না। তিনি মনে করিলেন, পতির সঙ্গে নরকে থাকিলেও স্বর্গ সুখ, পতি বিহনে স্বর্গবাসও নরক যন্ত্রণা ভোগ। কি গভীর প্রেম, কি অচলা পতিভক্তি! যাঁহার এইরূপ প্রেম ও পাতিব্রত্য আছে, নিশ্চয়ই তিনি সুখী। বনবাসেই কি সীতার দুঃখের অবসান হইল? যত প্রকার বিড়ম্বনা হইতে পারে, সকলই সীতার অদৃষ্টে ঘটিল; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সীতা আপনার পতিভক্তি ও ধৈর্য্যশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। লোকাপবাদ ভয়ে পতি সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন। নির্জ্জন বনে পরিত্যক্তা, পূর্ণগর্ভা, নিরপরাধা সীতার কথা স্মরণ হইলে কিরূপ মনে হয়? ভবভূতি বলিয়াছেন "অপিগ্রাবা রোদি-

ত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ং ” প্রস্তরও রোদন করে, বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু সেই সময়ও সীতার পতিপ্রেম এবং পাতিব্রত্য অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বিনা অপরাধে রাম তাঁহাকে বনে পাঠাইলেন, এই কথা বলিয়া কখনও রামের প্রতি দোষারোপ করেন নাই! আপনার অদৃষ্ট দোষে এইরূপ হইয়াছে, মনে করিয়া লক্ষ্মণ দ্বারা রামের নিকট এই নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ সংবাদ পাঠাইলেন;—“যদিও আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি চিরদিন আপনার দাসী, অন্য প্রজার ন্যায় বনে আমাকে রক্ষা করিবেন, আপনার সৎকীর্ত্তির কথা শুনিলে আমি সুখী হইব।” আহা! কি ধৈর্য্য, কি মহত্ত্ব! সত্য সত্যই এইরূপ সাধ্বী রমণী যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন, সে দেশ যতই হীন এবং দুর্দ্দশাপন্ন হউক না কেন, জগতের বন্দনীয়। আমাদের দেশ বর্ত্তমান সময়ে বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত, এ দেশের লোকের দুঃখ সন্তপ্ত হৃদয় শান্ত করিবার কিছুই নাই; কিন্তু আমরা অহঙ্কার ও বজ্র গম্ভীর স্বরে আকাশ নিনাদিত করিয়া বলিতে পারি, সীতার ন্যায় রমণী-রত্ন আর কোন দেশে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ অন্যান্য বিষয়ে যতই হীন হউক না কেন, কিন্তু সীতার ন্যায় সতী রমণীর কীর্ত্তি আর কোনও দেশে নাই। এইরূপ দময়ন্তী, সাবিত্রী প্রভৃতি সাধ্বী রমণীদের চরিত্র। যে রমণীগণ আপনার জাতির মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উপরোক্ত সাধ্বী রমণীদের উদার এবং পবিত্র চরিত্র জীবনে উজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পতি যাহা ভাল বাসেন না, এমন আচরণ করা ও কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু পতি যদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকে ভালরূপে বুঝাইয়া অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে রমণী স্বামীর সন্তোষের জন্য সকল কাজেই

হাঁ, হাঁ, করিয়া অনুমোদন করেন এবং কার্য্যের সহায়তা করেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে সাধ্বী নহেন। তিনি নিতান্তই স্বার্থপর। সংসারে স্ত্রীই পুরুষের পরম বন্ধু, তাহার ন্যায় বন্ধু আর কেহ নাই। তোষামোদ করা বন্ধুর কাজ নহে। আপনার বন্ধু কোন অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ প্রদান করিবে। ইহাতে যদি তিনি মন্দ ভাবেন, কিম্বা রাগ করেন, তবু নিস্বার্থ ভাবে উচিত কথা বলিতে কখনই বিরত হইবে না। মহাকবি ভারবী বলিয়াছেন, 'হিতং মনোহারিচ দুর্ল্লভং বচঃ' হিতকর ও মনোহর বাক্য দুর্ল্লভ। ধর্ম্মসঙ্গত হিতকর বাক্যে কিম্বা আচরণে যদি স্বামী অসন্তুষ্ট হন, তবুও করিবে। পতি কেন, সমস্ত জগৎ যদি অসন্তুষ্ট হয়, তাহাতেও ভয় নাই। সত্যের পরাজয় নাই। প্রথম কয়েক দিন অল্প কিম্বা অধিক কষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পরিশেষে ধার্ম্মিকের সুখ হইবেই, এই কথা মনে রাখিয়া কখনও অধর্ম্ম পথে যাইবে না, কিম্বা লোকরঞ্জনের জন্য কোনরূপ অসৎ বিষয়ের অনুমোদন করিবে না।

অনেক রমণীর এইরূপ স্বভাব আছে যে, অন্যের বস্ত্রালঙ্কার দেখিয়া আপনি তাহা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। স্বামী অসমর্থ হইলেও চাহিতে লজ্জা-বোধ করে না। এমন কি প্রত্যক্ষ রাক্ষসীর ন্যায় স্বামীকে কটু কথা বলে, স্বামীর সহিত দুর্ব্যবহার করে। স্বাধ্বী রমণীর পক্ষে এইরূপ আচরণ, নীতি বিরুদ্ধ এবং নিতান্ত গর্হিত। লোভ মানুষের পরম শত্রু। লোভী মানুষের কখনও মিত্র লাভ হয় না। সামান্য বস্তুর জন্য চিরহিতাকাঙ্ক্ষী স্নেহময় বন্ধুকে পর্য্যন্ত শত্রু করিতে অগ্র পশ্চাৎ ভাবে না। স্বামীর ন্যায় চির সুহৃদ্‌কে লোভের অনুরোধে কখনই উত্যক্ত করিবে না। যে সময় যাহা মিলে,

তাহা নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। যাঁহার সন্তোষ আছে, তিনি ভয়ঙ্কর দুঃখে পতিত হইলেও সুখে থাকেন; আর যাঁহার সন্তোষ নাই, তিনি স্বর্গ সুখ প্রাপ্ত হইলেও সুখী হইতে পারেন না। পতি প্রীত হইয়া যদি সামান্য তৃণখণ্ডও দেন, তাহাও আদর ও ভালবাসার সহিত গ্রহণ করিবে। জগতে যত পদার্থ আছে, তাহার মধ্যে প্রেমের ন্যায় অমূল্য পদার্থ আর কিছুই নাই। স্পর্শমণি পরশে যেমন লৌহখণ্ড স্বর্ণ হয়, প্রেমযোগে তেমনি সকল পদার্থ অমূল্য হয়। অপ্রেম অনাদরের সহিত যদি অমূল্য রত্নও মিলে, তাহাও আদরের উপল খণ্ডের সমতুল্য নহে। অনেক রমণী আপনার পতি কর্ত্তৃক লোভ পরিতৃপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে সুখ না হইয়া বিপরীত ফল লাভ হয়। একবার সম্মান গেলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। হাতের জিনিষ পায়ে ঠেলিয়া জন্মভরা দুঃখ ভোগ করে। আপনার পতির যাহা কিছু আছে, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা মহত্ত্ব, প্রতিষ্ঠা এবং সুখ। পতির মন সন্তুষ্ট রাখিয়া ধর্ম্ম এবং ঈশ্বরকে ভয় করিয়া যে রমণী আপনার আচরণ পবিত্র রাখিতে পারেন, তিনিই সাধ্বী। কোন কোন রমণী স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ, পাদোদক পান প্রভৃতি বাহ্য কার্য্য দ্বারা আপনার সাধ্বীপনা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। বাহ্য দৃশ্য শরদের মেঘের ন্যায় দেখিতে দেখিতে বিলীন হয়। সত্য যাহা ত্বরায় প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যে অকপট প্রেম, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, পতিকে তাহাই দিবে। যে রমণী আপনার চির সুহৃদ অদ্বিতীয় বন্ধু পতির প্রতি বাহিরের ভক্তি, কপট প্রেম দেখায়, তাহার ন্যায় নীচ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। সে আপনার জালে আপনি জড়িত হয়। অনেক রমণী এইরূপ

বলিয়া থাকেন, " আমার স্বামী আমাকে ভাল বাসেন না, আমাকে অপমান করেন " ইত্যাদি। কখন কখন অভিযোগ ন্যায্য হইতে পারে ; কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে, এইরূপ দৃষ্টান্ত অধিক নাই। স্ত্রী অজ্ঞ, ভাল মন্দ বুঝিতে পারে না, বিরুদ্ধ আচরণ করে, তাই উভয়ের মধ্যে মনান্তর হয়। স্বামী যখন যে কথা বলিতে অথবা যে আচরণ করিতে বলিবেন, তাহাতে আত্ম-সম্মানের ব্যাঘাত না হইলে তখনই করিবে। চিন্তা করিয়া আপনার শক্তির সীমার ভিতরে কাজ করিলে কখনই অপমানিত হইতে হয় না। পতি রাগ করিলে অথবা রোগ শোক অনুতাপ ইত্যাদি বশতঃ মন বিমর্ষ থাকিলে, অধিক, অল্প অথবা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিবে না। রাগের সময় শান্তভাবে মিষ্ট ভাষা দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিবে। শোক, অনুতাপ ও দুঃখের সময় সময়োপযোগী মধুর বচন দ্বারা মন শান্ত করিবে। কার্য্যসিদ্ধ না হওয়াহেতু নিরুৎসাহ এবং নিরুদ্যোগী হইয়া পড়িলে উৎসাহপূর্ণ বাক্য দ্বারা উৎসাহিত করিবে। প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক সময়ে পতির অনুসরণ ও সাহায্য করাই স্ত্রীর মুখ্য কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপ করিতে পারেন, তিনিই পতির অর্দ্ধাঙ্গী নামের উপযুক্ত। যে স্ত্রী আপনার স্বার্থ দেখে, পতির সহায় হয় না, তাহাকে সাধ্বী বলা যাইতে পারে না। যে স্ত্রী নিঃস্বার্থভাবে স্বামীর সহায় হয়, তাহাকে পতি কেন প্রেম করিবে না? কেন তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন না? আপনার গৃহে যদি অমূল্য রত্ন থাকে এবং সকল বিষয়ে যদি অনুকূল হয়, তবে কোন্ পুরুষাধম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইবে? সদাচরণ কর, স্বামী নিতান্তই বশ হইবেন। জগৎ মধ্যে সরল অকপট মিষ্ট ভাষা এবং ইচ্ছানুরূপ আচরণ, এই দুই অন্যকে অধীন করিবার অদ্বিতীয় বশীকরণ মন্ত্র। রাক্ষসপ্রকৃতি লোকও

এই মন্ত্রে ভুলিয়া যায়। মনুষ্য ভুলিবে না? লোকের নিকট সম্মানিত এবং আদরণীয় হওয়া আপনার হাতে। অন্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, অন্যেও সেইরূপ ব্যবহার করিবে, এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে কখনই অপমানিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাতেও যদি অপমানিত হইতে হয়, তবু আপনার ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। এই পর্য্যন্ত পত্নী পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন, সংক্ষেপে বলা হইল। এখন গৃহে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, তাহা বলা যাইতেছে।

৬

গৃহ-কার্য্য।

প্রাচীন পণ্ডিতগণ মনুষ্য জীবনকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের বিধান করিয়াছেন। এই চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন; কারণ, গৃহস্থাশ্রমে যিনি থাকেন, তিনি অন্য আশ্রমের লোককে পোষণ করেন। পরোপকারের ন্যায় পুণ্যকর্ম্ম জগতে আর নাই। গৃহস্থাশ্রমীই তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিতে পারেন। উপযুক্তরূপে বিবাহ করিয়া পতি পত্নী পরস্পর প্রেমের সহিত থাকার নাম গৃহস্থাশ্রম। বিবাহের পর পত্নীর পতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে পত্নীকে পতির সহায় হওয়া উচিত। এই সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে, এবং পূর্ব্বেও কতক বলা হইয়াছে। এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর এবং অত্যাবশ্যকীয় গৃহকর্ম্ম সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। গৃহ-কার্য্যই রমণীর প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা করিতে কখনই তাচ্ছিল্য করিবে না। যে গৃহের গৃহিণী গৃহকর্ম্ম করেন না সেখানে সুখ নাই। জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন, "গৃহিণী হইতেই ঘর।" রমণীকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই অথবা কোন পুরুষের সহিত বিবাহিত হইলেই গৃহিণী পদলাভ হয় না। গৃহিণী হওয়া বড় কঠিন। অল্পমতি রমণীর ভাগ্যে তাহা

কথনই ঘটে না। যিনি বুদ্ধিমতী এবং এই মহৎ পদলাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাকে প্রেম ও সহিষ্ণুতার সহিত সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমতঃ, তাঁহাকে অলসতা পরিত্যাগ করিতে হইবে,—মানুষের অলসতার ন্যায় শত্রু আর নাই। যাহার মনের উপর অলসতার আধিপত্য তাহাকে মনুষ্য সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না। কারণ, মনুষ্যত্বের উপযুক্ত এমন কোন কাজই তাহা দ্বারা সম্পন্ন হয় না। সেইরূপ অহঙ্কার, ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা, পর-নিন্দা, কপটতা, অসত্য, চঞ্চলতা, আত্মশ্লাঘা, দম্ভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা, অমিতাচার ইত্যাদি দুর্গুণ কখনও হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নহে। এই সকল হইতে কি কি অনিষ্ট হয়, সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

প্রথমতঃ, আলস্য।—এই দুর্গুণ থাকিলে মানুষের দুর্লভ জীবন বৃথা নষ্ট হয়। অলস লোক সময়মত কোন কাজ করে না। এক কাজ হাতে নিয়া এক ঘণ্টা পরে করিব বলিয়া রাখিয়া দেয়। ঘণ্টার পর দিবস, দিবসের পর মাস এইরূপ যাইতে যাইতে সে কাজ আর কখনও করা হয় না। এইরূপে কাজ করিবার সময় চলিয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীর বিনিময়ে তাহা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। মৃত মানুষ, গত সময়, প্রবাহিত নদীর স্রোত, সহস্র চেষ্টায়ও ফিরাইয়া আনা যায় না। যখনকার যে কাজ, সহজ ও বিশেষ লাভজনক না হইলেও তাহা করা উচিত। সময় চলিয়া গেলে যদিও বা কখন হয়; কিন্তু তাহাতে সময়ের বিশেষ হানি; কাজ করিতে নিরুৎসাহ জন্মে অথবা করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং, প্রত্যেক মনুষ্যেরই কোন কাজের সময় চলিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নহে।

প্রত্যেক দিবস কোন্ সময় কি করিতে হইবে, ঠিক করিয়া রাখিবে। এখন করিব, তখন করিব, এইরূপ না করিয়া নির্দ্দিষ্ট

সময়ে তাহা করিবে। সময়মত অল্প অল্প করিয়া কাজ করিলে অবশেষে অনেক কাজ হইয়া যায়। কাহারও কাহারও এইরূপ স্বভাব আছে এক সঙ্গে করিবার জন্য কাজ রাখিয়া দেয়, ইহাতে শেষে পর্ব্বত সমান কাজ জমিয়া যায়, অনেক করিয়াও শেষ করা যায় না; সেজন্য ভয়ানক পরিশ্রম করিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর নষ্ট হয়, তাড়াতাড়িতে কাজও ভাল হয় না। তাহাতে কত যে ক্ষতি হয়, বলিয়া শেষ করা যায় না। নানা প্রকার অনিষ্ট, লোকের উপহাস, শরীর ও মন নষ্ট, অলসতার অনুচর যত আছে, সকলই হয়। বুদ্ধিমান্ লোকের কখনই অলসতাকে স্থান দেওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয়, অহঙ্কার।—পণ্ডিতগণ বলেন, অহঙ্কারী মনুষ্যের পতন নিশ্চিত। আমাদের সম্মুখে তাহার সহস্র সহস্র দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কিন্তু মানুষের মন অজ্ঞানতাতে এমনই আচ্ছন্ন যে, তাহা দেখিতে পায় না। কোন বিষয়েই অহঙ্কার করিবে না। ধন, মান, বল, ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে, কখনই মনে করিবে না। পূর্ব্বে তাহা দেখা যায় না। রাবণ, হৈহয়, দুর্য্যোধন, নেপোলিয়ন, আরঙ্গজেব প্রভৃতি সম্রাট্, বীরপুরুষ, উদার, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বলবান্ মানী রাজাদেরই অহঙ্কারে পতন হইল। "আমাপেক্ষা বড় কেহ নাই, আমিই সকল করিতে পরিব"—এইরূপ আত্মম্ভরিতা কোথাও সাজে না। কখনও কোন বিষয়ে অহঙ্কার করিবে না। অহঙ্কারই অজ্ঞানতার মুখ্য চিহ্ন, অধঃপতনের পূর্ব্ব লক্ষণ। এই জগতে সকল পদার্থেরই সদা পরিবর্ত্তন হইতেছে। বাল্যকালে ক্ষুদ্র মন, ক্ষুদ্র শরীর, ক্ষুদ্র আশা, সরল ও পবিত্র হৃদয়, কোনরূপ চিন্তা নাই, কিন্তু সেই অবস্থা কয়দিন থাকে? অজ্ঞাতসারে দিন চলিয়া গেল, শরীর বড় হইল, শরীরের উপর যৌবনের ছায়া পড়িল, মনে নানা প্রকার কল্পনা

খেলিতে লাগিল; আশা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে চলিল; ভাগ্যক্রমে ধন, মান, সুখ সম্পদ আত্মীয় স্বজন সকলই অনুকূল। সুন্দর রূপ, যৌবনমদে মত্ত হইয়া মনে করিতেছ, স্বর্গ তোমার করতলে; কত কি সুখ স্বপ্ন দেখিতেছ; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে, এ অবস্থা চিরদিন থাকিবে না; ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, কাল, প্রকৃতি, বায়ু প্রভৃতি সকলেরই পরিবর্ত্তন হইতেছে। তবে তোমার আমার ন্যায় পরমাণুসম ক্ষুদ্র মানুষের আর কথা কি? আমরা কিসের অহঙ্কার করিব? ধন, মান, জীবন, যৌবন, সুখ সকলই বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় দেখিতে দেখিতে অনন্ত আকাশে মিশিয়া যায়; ক্রোধ, দ্বেষ, ঈর্ষা এবং হিংসা এই চারি দুর্গুণ হইতে মানুষের কি অনিষ্ট হয়, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। তথাপি পুনঃ কিছু কিছু স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যে রমণীগণ সংসারে চলিতে চান, তাঁহারা এই দুর্গুণগুলিকে সর্পের ন্যায় ভয় করিবেন। কারণ, এই দুর্গুণ যেখানে থাকে, সেখানে মানুষ থাকিতে পারে না। এই সংসারে নানা স্বভাবের লোক আছে। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এবং প্রেম দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করা উচিত। পরনিন্দা, দম্ভ, লোভ, কপটতা এবং অসত্যাচরণ এই সকল দুর্গুণ যাহাদের আছে, তাহারা মনুষ্য নামের উপযুক্ত নহে। এই সকল লোক কোন মানুষকে বিশ্বাস করে না। ভাল লোকের নিন্দা করিয়া সর্ব্বদা রসনাকে কলঙ্কিত করে।

ভাল লোক তাহাদের ছায়া স্পর্শ করেন না। পবিত্র ধর্ম্ম, ঈশ্বর প্রেম প্রভৃতি তাহাদের কখনও লাভ হয় না। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া তাহাদের কি ফল? চঞ্চলতা এবং অমিতাচারও বিশেষ ক্ষতিকারক। চঞ্চলপ্রকৃতি-লোক স্থির হইয়া কোন কাজ করিতে

পারে না। অধীর লোকের কথায় স্থিরতা নাই। অমিতাচারী মানুষ সময় ও ধনের অপচয় করিয়া, কোন কাজ ভালরূপ করিতে সমর্থ হয় না। এই সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিচার পূর্ব্বক গৃহ-কার্য্যে তৎপর থাকিবে। এখন নিত্য কার্য্য এবং গৃহকর্ম্ম কিরূপে চালাইবে, তৎসম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। প্রতিদিন উষা-কালে অর্থাৎ ৫।৬ টার সময় শয্যা হইতে উঠিবে। পুনঃ নিদ্রা আসিলে নিদ্রা যাইবে না। সকাল বেলা নিদ্রা গেলে শরীর অলস বোধ হয় এবং প্রতিদিন এইরূপ অনিয়মিত নিদ্রা গেলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। নিত্য নিয়মিত সময়ে ৬ বাজে নিদ্রা হইতে উঠিলে, সকল কাজ করিবার অবকাশ মিলে। নতুবা অনেক কাজ একত্র জমা হয়। কোন কাজই ভালরূপ হয় না। শুধু তাহা নহে, দিনেরও এক ঘণ্টা বিশ্রামের সময় পাওয়া যায় না। প্রতিদিন নিয়মানুসারে সকল আচরণ করিলে শরীর অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা অল্প। সুস্থ অবস্থায় ৬ ঘণ্টার অধিক কখনও নিদ্রা যাইবে না। নিয়মিত নিদ্রাতে মন শান্ত ও শরীরে স্ফূর্ত্তি হয়। সর্ব্ব প্রকার ক্লান্তি দূর হইয়া পুনঃ কার্য্যে মন উৎসাহিত হয়। নিদ্রা হইতে উঠিয়াই পরিষ্কার শীতল জলে মুখ ধুইবে। এইরূপ করিলে সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যথা স্থিতি কার্য্য চলে, নতুবা চক্ষে মুখে শরীরস্থ সকল ময়লা জমিয়া থাকে। মুখের লাল বড়ই দূষিত। নিদ্রা হইতে উঠিয়া মুখ না ধুইলে, থুথু গিলিয়া পেটের ভিতর দূষিত লাল প্রবেশ করে। ইহা বিষতুল্য, পাকস্থলীতে যাইয়া নানা রোগ উৎপাদন করে। চক্ষের ময়লা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দৃষ্টিশক্তি হ্রাস করে, শীতল জলে না মুছিলে দিন দিন চক্ষের জ্যোতিঃ কমিয়া যায়। অতএব, নিদ্রা হইতে উঠিয়াই, চক্ষু মুখ পরিষ্কার জলে ধুইয়া, ভাল বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া যে কাজ করিবার হয়

করিবে। এ বিষয়ে কখনই অবহেলা করিবে না। যে সময় মন প্রসন্ন এবং নিশ্চিন্ত থাকে, যখন মানুষের গোলমাল অথবা কার্য্যের ব্যস্ততা থাকে না, সেই সময় যে কাজ করা যায়, তাহাতেই মন একাগ্র হইয়া বসে। সর্ব্বাগ্রে পবিত্র অন্তঃকরণে সকলের লালন-পালনকর্ত্তা পরম কারুণিক জগৎ-পিতা পরমেশ্বরকে ভক্তিভাবে স্মরণ করিবে। যে দীনবন্ধু জন্ম হইবার পূর্ব্বে অন্ধকারময় জননী-গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, যিনি জন্ম হইবামাত্র জীবন রক্ষার্থ জননীর হৃদয়ে অনুপম প্রেম ও অমৃত তুল্য দুগ্ধ প্রদান করিলেন, যিনি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদুপযুক্ত উপায় সম্মুখে রাখিয়া দিলেন, যাঁহার কৃপায় কোন বস্তুর অভাব নাই, যিনি পিতা মাতার ন্যায় অজ্ঞাত বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন, প্রতিক্ষণ কল্যাণ বিধান করিতেছেন, যে করুণাসিন্ধুর অগণিত করুণা আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে, অনন্যমনে তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা জানাইবে। ইহা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে মনুষ্য তাহা না করে, তাহার ন্যায় কৃতঘ্ন, পাতকী জগতে আর নাই। প্রভাত কালে নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিবে। অনন্যমনে তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া সবিনয়ে দীনবচনে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিবে। তাঁহার ইচ্ছার অবিরুদ্ধ আপনার এবং অপর হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, প্রতিবেশী, শত্রু এবং জগতস্থ সকল প্রাণীর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিবে। সুবুদ্ধি দান, সাংসারিক সকল কার্য্য মধ্যে ধর্ম্মবাসনা ও সত্যকে অচল রাখিবার জন্য ধৈর্য্য প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বর যে উপকার করিতেছেন তাঁহার ঋণ কখনই পরিশোধ হইবে না। ক্ষুদ্র হৃদয় যতদূর কৃতজ্ঞতা ধারণ করিতে পারে, তত দূর কৃতজ্ঞতা প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি অটলা ভক্তি রাখিবে।

ইহা দ্বারা কথঞ্চিৎ পরিমাণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা হইবে। ঈশ্বরের স্মরণ এবং প্রার্থনা করিয়া কি কাজ করা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বে স্থির করিবে। ক্ষুদ্রই হউক আর বৃহৎ হউক সকল কাজ করিবার পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া করিবে। যে বিবেচনা না করিয়া কাজ করে, তাহার ফল কখনই ভাল হয় না। বিবেচনা না করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যসিদ্ধ হইলেও অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ভিত্তি-হীন প্রাসাদ যেমন পড়িয়া যায়, তেমন সকল কাজই বিনষ্ট হয়। দুঃখ ভুগিয়া আপনার অপরিণামদর্শিতার জন্য অনুতাপ হয়। অত-এব, কোন্ সময়ে কোন্ কাজ কিরূপে করা উচিত, তাহার পরি-মাণ বুঝিয়া যত দূর শক্তি তত দূর করিবে; সহস্র বাধা আসিলেও বিচলিত হইবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কাজ করিবে। প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে। প্রতি দিন প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধির অভ্যাস হইবে। একান্ত দুর্ঘট হইলেও অভ্যাসে সহজ হয়। সকল কাজেই আত্মসংযম প্রয়োজন। সুতরাং, প্রত্যেক ছোট বড় বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মসংযম শিক্ষা আবশ্যক। আত্ম-সংযমের অভ্যাস প্রত্যেক সংসারী লোকের আবশ্যক। অনেক লোকে প্রতিজ্ঞা করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু কোন বিঘ্ন উপ-স্থিত হইলে, অথবা বিঘ্নের সম্ভাবনা দেখিলেই তাহা পরিত্যাগ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ হইতে অভ্যাস হইয়া যায়। সেই অভ্যাস কিছুতেই যায় না। তাহাদের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হইতে পারে না। ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, যে কাজ হাতে নিবে, তাহা সম্পাদন করিবার উপায় এই যে কাজ যে সময়ে করিতে আরম্ভ করিবে, ঠিক্ সেই সময় পর্য্যন্ত তাহাই

করিবে; মাঝে অন্য কিছুতে মন দিবে না। এক সময়ে দুই কাজ করিতে গেলে একটিও পূর্ণ হয় না। যে কাজ যখন করিবে, তাহা মন দিয়া করিবে; যত শীঘ্র শেষ এবং ভালরূপ হইতে পারে, সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। সকল কাজের মধ্যেই আপনার বুদ্ধি চালাইবে না, অভিজ্ঞ লোকের নিকট হইতে কিরূপ করিতে হয়, পরামর্শ নিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। অনেক রমণী অন্যের পরামর্শ লইতে অপমান বোধ করেন, ইহা অতি অন্যায়। আত্মম্ভরিতাই অজ্ঞানতার লক্ষণ।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সর্ব্ব কাজের পূর্ব্বে ঘর পরিষ্কার করিবে। মনুষ্য শরীরে ময়লা সঞ্চিত হইলে যেমন রোগ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ঘরের কোণে, মেঝে, শয়ন-ঘরে, রান্না ঘরে ময়লা সঞ্চিত হইয়া গৃহের বায়ু দূষিত হয়। তাহা শ্বাস দ্বারা সর্ব্ব শরীরে প্রবেশ করে; রোগোৎপাদক দুর্গন্ধযুক্ত পরমাণু শরীরে প্রবেশ করিলে বিষতুল্য হয়। দূষিত বায়ু সর্ব্ব রোগের মূল। সকল রমণীরই গৃহ পরিষ্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রমণী সর্ব্বদা গৃহে থাকেন, সুতরাং গৃহ পরিষ্কার, অপরিষ্কার এবং তাহা হইতে ইষ্টানিষ্টের জন্য তিনি দায়ী। কি উপায়ে শরীর পরিষ্কার রাখা যায় জানা, স্ত্রীলোকের অতি আবশ্যক। রোগ উৎপন্নের কারণ যত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু প্রধান। অতএব, যাহাতে গৃহের বায়ু দূষিত না হয়, তৎবিষয়ে সর্ব্বদা যত্নবতী থাকিবে। পরিষ্কার রাখিবার উপায় এই, গৃহে কোন ময়লা সঞ্চিত হইতে দিবে না। ময়লা সঞ্চিত হইয়া বায়ু দূষিত হইলে বৃশ্চিক প্রভৃতি বিষাক্ত জন্তুর জন্ম ইত্যাদি বিস্তর অনিষ্ট হয়। ঘরের ময়লা, গোয়ালের গোময়, পচা ঘাস ইত্যাদি ঘরের নিকটে কোথাও ফেলিবে না। প্রতি দিন নিয়মিতরূপে যে স্থান হইতে মেথর

আবর্জ্জনা নিয়া যায় সেইখানে ফেলিবে; অথবা এমন স্থানে ফেলিবে, যে স্থান হইতে দুর্গন্ধ আসিতে না পারে। আলস্য করিয়া যেমন তেমন করিয়া কাজ করিবে না। যে কাজ করিবে, ভালরূপে মন দিয়া করিবে। আমাদের দেশে যে ঘরে গোময় দিবার রীতি আছে, তাহা অতি উত্তম; কিন্তু অনেক রমণী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া রোগ উৎপাদন করেন। গোময় দ্বারা গৃহ পবিত্র হয় মনে করিয়া এক মাস কি পনর দিনের পচা গোময় দ্বারা গৃহ পরিষ্কার করেন। ইহাতে কি ঘরের বায়ু দূষিত না হইয়া পারে? এইরূপ গোময় কখনও ব্যবহার করিবে না। নূতন গোময় এক চতুর্থাংশ কি কিঞ্চিৎ অধিক ভাল মাটীর সহিত মিশাইয়া ঘর লেপিলে, গোময়ের দুর্গন্ধ এবং দূষিত বায়ু নষ্ট হয়, গৃহও পরিষ্কার হয়। সুবিধা হইলে প্রতিদিন, নতুবা চারি দিন অন্তর গোময় ও চূণ দ্বারা মাটী লেপিলে মশা বৃশ্চিক প্রভৃতি ত্যক্তকারক প্রাণী জন্মিতে পারে না। মাটী এক বার চূণ দ্বারা লেপিলে ছয় মাস পর্য্যন্ত গোময়ের আবশ্যক হয় না, কারণ চূণে এক প্রকার তীক্ষ্ণ দুর্গন্ধহারক পদার্থ আছে, যাহার যোগে বায়ু পরিষ্কার হয় এবং কোন প্রকার কীট পোকা জন্মিতে পারে না। ঘরের ভিত্তিতে, থামে, দ্বারে, চৌকাট প্রভৃতিতে তৈলাক্ত হাত মুছিবে না, কয়লার দাগ লাগাইবে না; থুথু ফেলিবে না, নাকের সর্দ্দি মুছিবে না এবং অন্যকে ফেলিতে অথবা মুছিতে দিবে না; এই সকল বড় ক্ষতিকারক। ঘরের সম্মুখস্থ অঙ্গনে অথবা পশ্চাৎ ভাগে, গোলাপ, যুঁই, বেল প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের বৃক্ষ টবের মধ্যে কিম্বা মৃত্তিকাতে রোপণ করিবে। একটার নীচে আর একটা রাখিবে না, সেখানে ময়লা জমিতে দিবে না। ফুলের সুগন্ধে বায়ুর দুর্গন্ধ নাশ হয়, বৃক্ষ দ্বারা বায়ু শীতল এবং স্বাস্থ্য-

কর হয়; তাহা শরীরে প্রবেশ করিলে, মন প্রসন্ন, শরীর কার্য্য-ক্ষম হয়।

গৃহ পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্য্য গৃহিণী স্বয়ং করিবেন, কিম্বা ভৃত্য রাখিবার ক্ষমতা থাকিলে ভৃত্য দ্বারা করাইবেন। এখন ভৃত্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তৎসম্বন্ধে বলা যাইতেছে। অনেক স্থানে ভৃত্য গৃহিণীকে মান্য না করিয়া তাঁহার সহিত ঠাট্টা তামাসা, এমন কি প্রভুর ন্যায় তাঁহাকে আজ্ঞা করে। ইহা ভৃত্যের দোষ নহে; ব্যবহার করিতে না জানিলেই এইরূপ হয়। যাহারা ছোট চাকরী করিতে আসে, তাহারা কখনও উচ্চ বংশ অথবা উচ্চ পদের লোক নহে। দুরবস্থাতে পড়িয়া সর্ব্বদাই নীচবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। তাহাদিগকে ভাল কথা বলিয়া তাহাদিগের আচরণ ভাল করা এবং তাহাদিগ্ হইতে আপনার মান রক্ষা আপনার হাতে। নিজে তাহাদিগের প্রতি যেরূপ আচরণ করিবে, তাহারাও সেইরূপ করিবে; ভৃত্যের সহিত কথা কহিতে যাহা আবশ্যক, তাহাই বলিবে; তাহাদের সহিত ঠাট্টা তামাসা করিবে না। বৃথা হাসি, লজ্জাকর কথা, সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। সমস্ত দিন দুর্ম্মুখের ন্যায় রাগিয়া হুকুম দিয়া কর্কশ কথা কহিবে না। যাহা বলিতে হয়, ধীর ভাবে প্রসন্নমুখে বলিবে। ভৃত্য অপরাধ করিলে মিষ্ট ভাষা দ্বারা বুঝাইয়া কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিবে। মিষ্ট ভাষা দ্বারা তিরস্কার করিলে ভৃত্য যেরূপ বশীভূত হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। কেহ কেহ চাকরকে বড়ই কর্কশ কথা বলেন, কখন কখন প্রহার করিতেও অগ্রপশ্চাৎ ভাবেন না। কিন্তু ইহা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। ইহা দ্বারা চাকর নির্লজ্জ ও স্বেচ্ছাচারী হয়, প্রভুর প্রতি ভয় থাকে না। একে অন্যকে বশ করিবার জন্য মৃদু ব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অস্ত্র। মৃদু ব্যবহার

দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত নিরীহ হরিণের ন্যায় বশীভূত হয়, তবে কি মানুষ হইবে না? ভৃত্যকে কখনও হৃদয়-ভেদী বা মর্ম্মভেদী কথা বলিবে না। সস্নেহ ব্যবহার করিবে, তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ করিবে। গর্ব্বিত হইয়া কখনও তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে না। ঈশ্বরের কৃপায় এখন তোমার সুদিন, তাহারা বিপত্তিতে পড়িয়া তোমার ভৃত্য হইয়াছে। কিন্তু কাহারও দিন সমান যায় না। কখন কাহার সম্পত্তি যাইবে, কখন কাহার দুর্দ্দশা উপ-স্থিত হইবে, ইহার কোন স্থিরতা নাই। যে আজ তোমার নিকটে চাকর, হয়ত সে এক দিন সম্পত্তিশালী হইবে। হয়ত বা বিপদে পড়িয়া তোমাকে এক দিন তাহার চাকরী করিয়া উদর পূরণ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে। কাহার অবস্থা কখন কি হইবে, কেহ তাহা বলিতে পারে না। অহঙ্কার করিয়া ভৃত্যের প্রতি কখনই নিষ্ঠুর আচরণ করা অথবা অন্যায় কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে। দুঃখের সময় সান্ত্বনা করিবে, রোগের সময় মা'র ন্যায় শুশ্রূষা করিবে; নীচ ঘৃণার যোগ্য বলিয়া তিরস্কার করিবে না। প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ জানিয়া প্রতি কার্য্যে সদয় ব্যবহার করিবে। ভৃত্য মন বুঝিয়া তোষামোদ করে; একে অন্যের অথবা বাহিরের লোকের নিন্দা করিয়া প্রভুর মন সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। কখনও কখনও লোকের মধ্যে শত্রুতা জন্মাইয়া দেয়। এইরূপ ভৃত্যের তোষা-মোদে ভুলিয়া নিজে না দেখিয়া কাহাকেও দোষী স্থির করিবে না। কাহারও সঙ্গে শত্রুতা করিবে না। যে পরনিন্দা করিয়া তোমার মন সন্তুষ্ট করিতে চায় এবং স্বার্থসিদ্ধি করিতে অগ্রসর হয়, সে অন্যের সমক্ষে তোমার নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তোষামোদে চাকর নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে প্রশংসা করিয়া ও মিষ্ট কথা

দ্বারা মনের কথা ও ঘরের গুপ্ত বিষয় জানিয়া প্রকাশ করিয়া দেয়। এমনই বিশ্বাসঘাতক যে দোষ ধরা পড়িলে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখিয়া, তোষামোদ-ভক্ত রমণীর উপর সকল দোষ আরোপ করে এবং উল্টা তাহাকে নিন্দা করে। এই সকল লোকের নিকটে আপনার সম্মান রাখিয়া চলিবে। আপনার পতি, শাশুড়ী, ননদিনী, জা প্রভৃতি কাহারও কোন গুপ্ত বিষয় কখনই ভৃত্যকে বলিবে না। ভৃত্যকে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু দিতে হইলে, পতি, শাশুড়ী কিম্বা ঘরের অন্য কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া দিবে না। দান সম্বন্ধে পরিমিত হইবে। অসময়ে অন্যায়রূপে নিজ ইচ্ছানুসারে কিছুই দিবে না। চাকর পুরস্কারের উপযুক্ত কোন কাজ করিলে উৎসবে কি অন্য কোন আনন্দের সময় আপনার শক্তি এবং তাহাদের যোগ্যতানুসারে কোনরূপ পুরস্কার দিবে। সময়মত পুরস্কার না পাইলে তাহাদের মন অসন্তুষ্ট হয়। যিনি কাজ করিলে সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কার না দেন, এবং সর্ব্বদা নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন, তাঁহার প্রতি চাকরের প্রেম, ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা থাকিতে পারে না। বিপদের সময় সহায় হয় না, বরং শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। আপনার সম্মান রক্ষা করিয়া চলিবে। ভৃত্যের সঙ্গে একাসনে বসিবে না, এক বিছানায় নিদ্রা যাইবে না, আপনার কাপড় পরিতে দিবে না; অধিক কি বলিব, যাহাতে আপনার কোনরূপ সম্মানের হানি না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিবে না। এরূপ দণ্ড দেওয়া নিতান্ত অনুচিত। অপরাধ না করিলে ভৃত্যের উপর তাহা আরোপ করিবে না। এইরূপ করিলে ভৃত্যের প্রীতি, ভক্তি থাকিতে পারে না। ভৃত্যের প্রতি অধিক বিশ্বাস করিয়া সমস্ত ভার অর্পণ করা উচিত নহে। আপনার প্রতি প্রভুর পূর্ণ বিশ্বাস

দেখিয়া নীচ প্রকৃতি ভৃত্যগণ সকল আত্মসাৎ করিয়া বসে। বাজার হইতে খাওয়ার অথবা অন্য কোন জিনিষ আনিলে, কি হিসাবে কত আনিয়াছে, ভাল করিয়া দেখিবে। কোন কোন লোভী ভৃত্য প্রভু দাম না জানিলে কখনও দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে, কখনও জিনিষ চুরি করে। এই অবস্থায় গৃহিণী বিবেচনার সহিত কোন্ জিনিষ কি হিসাবে কত আসিয়াছে, অনুসন্ধান করিবেন। চাকরগণ বিশ্বাসী কি অবিশ্বাসী, এই বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। কয়টা পয়সা, খাওয়ার জিনিষ কি অন্য কোন বস্তু যেন দেখ নাই, কিম্বা ভুলিয়া গিয়াছ, এইরূপ ভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। নীচ-প্রকৃতি ভৃত্য হয়ত প্রভু ভুলিয়া গিয়াছেন, মনে করিয়া চুরি করিবে। তখন তাহার সহিত অতি সতর্কভাবে ব্যবহার করিবে। সামান্য অপরাধে ভৃত্যকে পদচ্যুত, অথবা অন্যরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। কোন কোন ভৃত্য প্রথম দুষ্ট থাকে, কিন্তু প্রভুর সৎ ব্যবহারে এবং নীতিপূর্ণ উপদেশে শেষে ভাল হইয়া যায়; এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়াছে। ভৃত্য নিযুক্ত হওয়া মাত্রই তাহার যোগ্যতা ঠিক করিবে না; কোন কোন ভৃত্য প্রথম প্রথম বিশ্বাসী থাকে, শেষে অকৃতজ্ঞ হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। কিন্তু তাহাদিগের সহিত পিতা মাতার সম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ মনে করিয়া সর্ব্বদা স্নেহের সহিত ব্যবহার করিবে।

ঘরের জিনিষ এইরূপ ভাবে রাখিবে যেন চাহিলেই পাওয়া যায়; এক স্থানে সকল জিনিষ স্তূপাকার করিয়া রাখিবে না। জিনিষের উপর যাহাতে ময়লা না জমে, সেই জন্য সর্ব্বদা পরিষ্কার করিবে। বাজার হইতে খাওয়ার জিনিষ আনিলে এমন ভাবে রাখিবে যেন, বিড়াল, ছেলে মেয়ে নষ্ট করিতে না পারে। কোন খাওয়ার

জিনিষ খোলা রাখিবে না। খাওয়ার জিনিষ খোলা রাখিলে তাহাতে ধূলি, বালি, পিপড়া, মাছি প্রভৃতি পড়িয়া নষ্ট করে, তাহা খাইলে অনেক রোগ হয়। ডাল, চাউল, চিনি, ঘি, গুড়, তৈল, মশলা প্রভৃতিতে মাটী, মৃত ও জীবন্ত নানা প্রকার কীট থাকে। সকল পৃথক করিয়া, ঘি তৈল প্রভৃতি পরিষ্কার করিয়া, ধান ছাড়াইয়া ধুইয়া খাওয়া উচিত। অনেক লোক চিনি প্রভৃতি না বাছিয়া খায়, ইহা নিতান্ত অনুচিত। কোন বস্তুর আবশ্যক না থাকিলে, যেখানে সেখানে ফেলিবে না, কোন্ সময়ে কোন্ বস্তুর আবশ্যক হইবে নিশ্চয় নাই। যে বস্তু যেখানে রাখিবার, আপনার হাতে রাখিবে। এইরূপ ভাবে সকল জিনিষ রাখিবে যেন পরিষ্কার থাকে এবং দেখিতেও সুন্দর বোধ হয়।

গৃহ দেখিয়া গৃহিণীর পরীক্ষা হয়। যে গৃহে সকল জিনিষ উত্তম রূপে সজ্জিত, সেই গৃহের গৃহিণী সহজেই চতুরা বলিয়া মনে হয়। যে গৃহের জিনিষ যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে, ধূলি বালিতে পূর্ণ, সেই গৃহের গৃহিণীকে সকলেই " গৃহিণী রোগ " বলিয়া থাকি। ঘর যাহাতে ভিজা না থাকে, তাহার চেষ্টা করিবে। যেখানে সেখানে জল ফেলিবে না। মুছরির মধ্যে ময়লা বন্ধ হইয়া যেন দুর্গন্ধ নির্গত না হয়। যেখানে ময়লা আটকাইবে, মাঝে মাঝে জল ঢালিয়া সে-স্থান পরিষ্কার করিয়া দিবে। শয়ন ও বসিবার স্থান জিনিষ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে না। সে স্থান খোলা রাখিতে চেষ্টা করিবে। মানুষ যে স্থানে নিদ্রা যায় ও বসে, সে স্থানের বায়ু নিশ্বাস দ্বারা দূষিত হয়, তাহা পুনঃ নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিলে রোগ উৎপন্ন হয়। বসিবার ও শয়ন গৃহ প্রশস্ত এবং বিস্তীর্ণ হইলে, মুক্ত বায়ু চলিতে পারে, বায়ু দূষিত হয় না। ঘরে যত জিনিষ রাখা যায়, তত স্থান বন্ধ হয়,

বায়ু মুক্তভাবে সঞ্চালিত হইতে না পারিয়া গৃহস্থিত বায়ু দূষিত হয়। পৃথক এক ঘরে জিনিষ রাখা উচিত, সে গৃহে অধিক ক্ষণ থাকা উচিত নহে, কাজ হইয়া গেলেই বাহির হইয়া আসা কর্ত্তব্য। খাওয়ার ও পাকের বাসন, জল রাখিবার ও জল, দুধ পান করিবার ঘটী বাটি, দধি, দুগ্ধ রাখিবার ভাণ্ডের ভিতর বাহির প্রতিদিন ধুইয়া পরিষ্কার করা উচিত। নূতন জিনিষের কলঙ্ক বাহির হয়, ভিতরে সেবলা জমিয়া যায়। এইরূপ পাত্রের জল ব্যবহার করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা। বিছানা, পরিধান বস্ত্র পরিষ্কার রাখিবে। বস্ত্র যত অধিক সময় ব্যবহার করা যায় শরীরের ঘাম, ময়লা প্রভৃতি বস্ত্রে লাগে। সেই বস্ত্র পুনঃ পরিধান করিলে বস্ত্রের ময়লা, শরীরের ঘাম লাগিয়া লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায়। তাহাতে শরীরের রক্ত ও বায়ু দূষিত হইয়া রোগ জন্মে। পরিধান বস্ত্র পরিষ্কার রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। পরিধান বস্ত্র প্রতিদিন, বিছানার চাদর ইত্যাদি তিন চারি দিন অন্তর একবার করিয়া ধুইবে। এইরূপে ঘরের সকল জিনিষ পরিষ্কার করিয়া সূর্য্যোদয়ে স্নান করিবে। নিত্য প্রাতঃস্নানের অভ্যাস হইলে শরীরে স্ফূর্ত্তি, বল এবং স্বাস্থ্য লাভ হয়। সহ্য হইলে শীতল জলে স্নান করাই বিধেয়। ইহাতে শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। অতি ঠাণ্ডা দিনে কিম্বা অধিক বৃষ্টি হইলে, গরম জলে স্নান করিবে।

শরীরে জল দিবার পূর্ব্বে মস্তক নত করিয়া একেবারে দুই ঘটী শীতল জল ঢালিবে, তাহাতে মস্তক শীতল থাকিবে। নতুবা শরীরে জল লাগিবা মাত্র শরীরের উষ্ণতা একবারে মস্তকে প্রবেশ করে। ইহাতে শিরঃশূল প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রোগ উৎপন্ন হয়। শরীর ভিজাইয়া গামছা দ্বারা ঘসিবে, অধিক জলে স্নান করিবে। স্নান করিয়া শুষ্ক বস্ত্র

পরিধান করিবে। ভিজা বস্ত্রে কিম্বা জলে অধিক ক্ষণ থাকিবে না, তাহাতে শরীর বেদনা হয়, জ্বর প্রভৃতি নানারোগ জন্মে। ভালরূপে অঙ্গ ঢাকিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে। স্নানের পর আপনার নিত্যকর্ম্ম পরিষ্কার রূপে তাড়াতাড়ি করিবে। কোন এক কাজে হাত দিয়া বিলম্বে করিবে না, বিলম্ব করিলে শীঘ্র সম্পন্ন হয় না; কষ্টও হয়; বিশ্রামের সময় পাওয়া যায় না। তাড়াতাড়ি কাজ করিলে বিশ্রামের সময় মিলে। নিজে যে কাজ করিতে পার, সম্মুখে পড়িলেই করিবে, শাশুড়ী, ননদ, জার জন্য বসিয়া থাকিবে না। বড়ই হউক আর ছোটই হউক, যে কাজ নিজে করিতে পার, তাহার জন্য অন্যকে কষ্ট দিবে না। দুর্ঘট কাজও চেষ্টা দ্বারা করা যায়। কাজে হাত না দিয়াই হইবে না বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। আপনার দ্বারা যত দূর হইতে পারে, চেষ্টা করিবে। স্বয়ং পাক করা স্ত্রীলোকের প্রধান কাজ। পাক ভাল ও পরিষ্কার হইলে, খাইতে স্বাদ লাগে, শরীরে বল হয়, সুস্থ থাকে। ভাল রান্নার জন্য রন্ধনশাস্ত্র শিক্ষা আবশ্যক। কোন্ ঋতুতে কোন্ বস্তু খাইলে রোগ হয় না ইত্যাদি জানা প্রয়োজনীয়। আহার পানের সুব্যবস্থা রাখাই রমণীর কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে তাহাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। স্বয়ং পাক করিয়া অথবা করাইয়া সকলকে ভালরূপ খাওয়াইবে। এক সঙ্গে সকলে খাইতে বসিলে এক জনকে অধিক, অন্য জনকে অল্প দিবে না। অনেক রমণীকে এইরূপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত অন্যায়। এইরূপ কু অভ্যাস সকলেরই পরিত্যাগ করা উচিত। ঘরের সকলে যেরূপ খাইবে, তাহা হইতে নিজে অধিক কিম্বা ভাল খাইবে না। কোন জিনিষ ঘরে আসিলে, সকলকে দিয়া বাকী থাকিবে, নিজে তাহা নিয়া সন্তুষ্ট হইবে। কখন নিজে না

পাইলেও মনে মন্দ ভাব স্থান দিবে না। সকল বিষয়ে স্বার্থ ত্যাগ করিবে। নিঃস্বার্থ ও সন্তুষ্টহৃদয় দরিদ্রাবস্থাতেও সুখে সময় যাপন করে। সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াও যদি স্বার্থপর ও লোভী হয় তবে সন্তুষ্ট মনুষ্যের যে সুখ তাহার লেশ মাত্রও লাভ করিতে পারে না। গৃহের সকলকে বশ করিবার জন্য নিঃস্বার্থ প্রীতির ন্যায় আর অন্য কিছুই নাই।

পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রীতি, ভক্তি এবং সম্মানের সহিত ব্যবহার করিবে। কাহারও সহিত অধিক কথা বলিবে না, কিম্বা বিবাদ করিবে না। কেহ মন্দ বলিলে মন্দ বলিবে না। সকলের মন্দ বলা এবং অসৎ ব্যবহার ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিবে। কাহাকে অন্যায় কর্কশ কথা বলিবে না। চিন্তা করিয়া, প্রসন্ন মনে, সরল অন্তঃকরণে সময় বুঝিয়া সকল কথার উত্তর দিবে। অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া বলিবে; কাহারও অসাক্ষাতে কোন কথা বলিবে না। সকল কথা ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে স্থান দিবে। কাহারও গুপ্ত কথা অন্যকে বলিবে না। কাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না। কাহারও মন্দ করিবে না; পরের মন্দ চিন্তাতেও আসিতে দিবে না। কেহ তোমার মন্দ করিলে ক্ষমা করিবে। অসদাচরণের পরিবর্ত্তে অসদাচরণ না করিয়া সদাচরণ করিবে। শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর বড় ননদিনী প্রভৃতি গুরুজনকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে। ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হইলে তাঁহারা যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহাই করিবে। সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি প্রীতি রাখিবে। তাঁহাদের দ্বারা আপনার সেবা করাইবে না। কখনও গুরুজনের অপমান করিবে না। তাঁহাদের সম্মুখে নির্লজ্জের ন্যায় হাসিবে না। অমর্য্যাদার সহিত কথা বলিবে না। হাত পা মেলিয়া বসিবে না। তাঁহাদের মুখের সম্মুখে অনু-

চিত উত্তর দিবে না ; তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিবে না। তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার মনোমত কথা বলিবে না। গুরুজনকে ঘরে রাখিয়া আপনার কর্তৃত্ব দেখাইবে না। তাঁহাদিগকে আজ্ঞাকরা প্রভৃতি অসম্মানসূচক আচরণ কখনও করিবে না। সমর্থপক্ষে গুরুজন দ্বারা এবং অন্য পুরুষ দ্বারা আপনার সেবা করাইবে না। ভাই, পিতা, পতি, ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে একাসনে বসিবে না। পর পুরুষের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিবে না, তাহাদের সম্মুখে লজ্জাকর কথা মুখে আনিবে না। তাহারা যদি লজ্জাকর কথা বলে সেখান হইতে চলিয়া যাইবে, অথবা মিষ্ট কথা দ্বারা নিবৃত্ত করিবে। কাহাকে গালি দিবে না ; কাহারও দুঃখের সময় নিষ্ঠুর কথা বলিবে না, কাহারও সহিত কপট ব্যবহার করিবে না। সত্যের অপমান করিবে না। অসত্য বলিয়া কিম্বা অন্যায় আচরণ করিয়া আপনার কার্য্যসাধন করিতে চেষ্টা করিবে না। কেহ অন্যায় কথা বলিলে তাহার সাহায্য করিবে না। সকলের সঙ্গে যতদূর হইতে পারে ধীর ও প্রীতির সহিত ব্যবহার করিবে। দেবর, ছোট ননদিনী, জা, সন্তানের সঙ্গে বিনয় ও মমতার সহিত ব্যবহার করিবে। কাহাকে শত্রু করিবে না, অন্যকেও শত্রু হইতে দিবে না।

আপনার কাজ ছাড়িয়া নিষ্কর্ম্মার ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। ঘরের দ্বারে অথবা জানালাতে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিবে না। কোন সময়ই অকর্ম্মা বসিয়া অথবা নিদ্রা যাইয়া কাটাইবে না। দিনে নিদ্রা রমণীদের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। সকলকে খাওয়াইয়া, সকলের সংবাদ লইয়া শেষে আপনি খাইবে। আপনার শরীরানুসারে পরিমিতরূপ খাইবে। অধিক খাইলে অলসতা আসে, কাজ করা যায় না। ঘরের কাজ শেষ করিয়া, কোন্ কোন্ জিনিষ নাই দেখিবে।

কোন জিনিষ না থাকিলে আনাইয়া ভাল করিয়া রাখিয়া দিবে। সকল বিষয়ে মিতাচারী হইবে। উপার্জ্জন অপেক্ষা ব্যয় অধিক করিবে না। টাকা পয়সা অপব্যয় করিবে না। সংসারী লোকের টাকা পয়সা সাবধানে রাখা উচিত। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "অর্থই মানুষের বাহ্য প্রাণ"। যে পর্য্যন্ত মানুষের টাকা থাকে, সেই পর্য্যন্তই লোকের নিকট সম্মান। অর্থহীন মানুষ উচ্চ বংশ এবং গুণবান্ হইলেও কেহ তাহাকে সম্মান করে না। সকল সময়েই মানুষের অর্থের প্রয়োজন আছে। বিপদের সময় অর্থের ন্যায় বন্ধু আর নাই। অর্থ কাহারও হাতে স্থির থাকে না। যখন প্রচুর পরিমাণে অর্থ আসে, মানুষ তখন গর্ব্বিত হয়। কিন্তু এই অহঙ্কার অধিক দিন থাকে না। গর্ব্বিত না হইয়া যথাসাধ্য অর্থ রক্ষা করিবে। যে বস্তু আপনার নিকট নাই, আনিবে। অধিক পয়সা দিয়া অনাবশ্যক কিছু ক্রয় করিবে না। নিরর্থক অর্থ অপ-ব্যয় করিবে না। পয়সা, আধ পয়সা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ মিলিয়া লক্ষাবধি টাকা সঞ্চিত হয়। সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের ন্যায় লক্ষাবধি টাকাও চলিয়া যায়। অল্প ব্যয়ে চালাইতে চেষ্টা করিবে। সকল স্থানেই মিতাচরণ ও মিতব্যয় বিশেষ হিতকারী। আপনার পতির মত না লইয়া কোন কাজ করিবে না, কিম্বা অর্থ ব্যয় করিবে না। যদি তিনি ঘরে না থাকেন এবং না করিলে নয়, তাহা হইলে নিশ্চিন্ত মনে করিয়া যাইবে। সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিয়া কোন কাজ করিতে ভয় করিবে না। ধর্ম্ম, পরোপকার ও দেশহিতার্থে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই সকল বিষয়ে কৃপণতা নিতান্ত দোষাবহ। দানের ন্যায় ধর্ম্ম আর নাই। সকলেরই আপনার শক্তি অনুসারে দান করা উচিত। দানের সময়

প্রত্যুপকারের আশা রাখিবে না। নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিবে। দান অনেক প্রকারের আছে। তন্মধ্যে অর্থ দান, অন্ন দান, বস্ত্র দান প্রধান। অর্থ দানের সময় পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিবে। যাহাকে অর্থদান করিলে অসৎ কার্য্যে ব্যয় করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাকে কখনও অর্থ দান করিবে না। যাহারা হৃষ্ট পুষ্ট, অলসতা হেতু, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, কোন কাজ করে না এইরূপ লোককে দান করিবে না। তাহাদিগকে দান করিলে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। বিনা পরিশ্রমে আহার মিলিলে, কেন পরিশ্রম করিবে? শ্রম না করিয়াও যাহাদের জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ হয়, তাহাদের কোন প্রকার চিন্তা নাই। তাহারা নানা দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। মানুষের মন কখনও শূন্য থাকিতে পারে না, কোন একটা কাজ করিতেই হইবে। ভাল কাজ না থাকিলে মন্দ কাজে প্রবৃত্ত হইয়া জগতের অনিষ্ট করিবে। অলস লোকের মন শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে চায় না। সুতরাং তাহারা কুপথগামী মনের বশীভূত হইয়া অনেক প্রকার দুষ্কর্ম্ম করে। শুধু তাহার নিজের অনিষ্ট হয় এমত নহে, জন সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সাধু সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ কর্ম্ম করিবার জন্য অলসদিগকে কখনও অর্থ দান করিবে না।

ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্ত্তকে জল, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, শোকাকুলকে সান্ত্বনা, নিরুৎসাহকে ধৈর্য্য, অনাথকে আশ্রয় দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্ধ, পঙ্গু, বধির, মহারোগী বৃদ্ধ, পীড়িতকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে। ঠাট্টা, বিদ্রূপ কিম্বা অন্য কোনরূপে উপদ্রব করিয়া তাহাদিগের মনে কষ্ট দিবে না। আপনার অবস্থাও ঐরূপ হইতে কিছু আশ্চর্য্য নাই। পরমেশ্বর যতদূর শক্তি দিয়াছেন, সেই

পরিমাণে নিস্বার্থ ভাবে পরোপকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরোপকার করিবার সময় "আমি বড়, আমি কত লোকের উপকার করিয়াছি, কিন্তু আমার উপকার কেহ করে নাই," এই কথা বলিয়া কখনও অহঙ্কার করিবে না। তুমি যে লোকের উপকার করিতেছ ইহা উপকার নয়, ঋণ পরিশোধ মাত্র। লোকে তোমার যে উপকার করিতেছে, তুমি সমস্ত জীবনেও তাহা পরিশোধ করিতে পারিবে না। পিতা মাতা তোমার কত উপকার করিয়াছে স্মরণ কর। তুমি যখন নিতান্ত অসহায় শিশু ছিলে, তাঁহারা সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন, তোমার হিতের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক সকলই করিয়াছেন। শত জন্মেও সেই ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। যথাসাধ্য তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা আজ্ঞাপালন এবং আপনার সন্তানপালন করিয়া সেই ঋণ পরিশোধ করিবে। জনসমাজ তোমাকে ধন, মান, প্রীতি, সুখ, সচ্ছন্দতা, প্রভৃতি দান করিয়া ঋণী করিয়াছেন। যথা শক্তি প্রতিবেশীদিগকে সাহায্য প্রীতি ও সম্মান প্রদান করিয়া সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইবে। কেহ অসৎ পথে গেলে, তাহাকে সৎ পথে লইয়া যাইবে। নিঃস্বার্থ ভাবে ভবিষ্যৎ বংশের উপকার করিবে। দুর্ব্বল এবং কেহ কষ্টে পড়িলে সাহায্য করিবে, ইহা অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম আর নাই। সংসারির নিকট হইতে সাহায্য পাওয়ার আশা সকলেই করে। কাহাকে আশাতে বঞ্চিত করিবে না। তোমার নিকট যে যে বিষয়ে আশা করে, তাহাকে সে বিষয়ে নিরাশ করিবে না। তোমাকে ঈশ্বর শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই অন্যে তোমার মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। যে বৃক্ষে ফল আছে তাহার নিকটই ফলের আশায় যায়; যে বৃক্ষে ছায়া আছে তাপ-দগ্ধ প্রাণী তাহার

নিম্নেই বসে। শাখা, পত্র, ফুল, ফল শূন্য বৃক্ষের নিকট কে যায়? শাখা পত্র ফুল ফল শূন্য বৃক্ষের নিকট কে যায়? আশ্রিত জনের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। স্নেহশীল, পরোপকারী এবং শান্ত মনুষ্যের কাহাকে ভয় করিবার নাই। তাহাদিগকে সকলেই প্রীতি করে। পরোপকারী লোক দুরবস্থায় পড়িলে চারি দিক্ হইতে সাহায্য মিলে। সকলের উপর প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা হইলে সকলকে প্রাণের ন্যায় ভাল বাসিবে; ভালবাসায় সকলেই বশ হইবে। দুঃখ দিয়া ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য কোনরূপ কঠোর উপায়ে কেহ কাহারও অধীন হয় না। জগৎ প্রেমের রাজ্য, এখানে বলের আদর নাই। প্রেমিক এবং পরোপকারীর ন্যায় সুখী কেহ নাই। তাহারা সকলেরই প্রিয়পাত্র। সজ্জন নিঃস্বার্থ পরোপকার করিয়া যেমন সুখ উপভোগ করেন, দুর্জ্জন সকল পৃথিবীর রাজা হইয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না। সকল প্রাণীকে দয়া করিবে। কেহ কোন অন্যায় কাজ করিয়া নিন্দিত হইলে তুমি তাহাকে নিন্দা করিবে না। যদি পার তাহাকে অসৎ পথ পরিত্যাগ করাইয়া সৎ পথে নিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু নিন্দা করিয়া লোক সমক্ষে আপনার সততা দেখাইবে না। নির্দ্দোষ লোক কেহই নাই। আজ যাহার নিন্দা করিতেছ, তাহার দোষ ধরা পড়িয়াছে, তাই তুমি সৎ, সে অসৎ। কিন্তু একবার চিন্তা করিয়া দেখ, লোকচক্ষুর অন্তরালে তুমি কত পাপ করিতেছ, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে, যাহাকে নিন্দা করিতেছ, সে তোমাপেক্ষা সহস্রাংশে উত্তম। চারি জন রমণী একত্র বসিলেই পরদোষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পরিণাম বড়ই মন্দ। প্রথমতঃ, ভাল বিষয়ের আলোচনার সময় থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, পরনিন্দাতে অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, তোমার প্রতি কাহারও প্রেম থাকিতে পারে না। চতুর্থতঃ, নিন্দুক নাম লাভ করিয়া লোকের নিকট দুর্ণাম হয়। পঞ্চমতঃ, সকল দুঃখের আকর অকল্যাণ এবং বিবাদের ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়। এই-রূপ লক্ষাবধি অনর্থের জননী যে নিন্দা তাহাকে কথনই হৃদয়ে স্থান দিবে না। আমি বড়, অন্য ছোট, এইরূপ অহঙ্কার করা কথনই উচিত নহে। এক পিতার দশ সন্তান থাকিলে পিতা কথনও এক জন বড়, অন্য জন ছোট মনে করিয়া এক জনকে অধিক, অন্য জনকে কম ভাল বাসেন না; সকল সন্তানের প্রতিই সমান ভালবাসা। সেইরূপ জগৎ-পিতা পরমেশ্বর আপনার সকল সন্তানকে সমান স্নেহ করেন। তাঁহার সমীপে ছোট বড় প্রভেদ নাই। তিনি করুণাময়, তিনি জগতের সকল পদার্থ সমান ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। সকল প্রাণী সমানভাবে তাঁহার দয়ার পাত্র। তুমি বৃথা আপনার বড়ত্ব দেখাইয়া অহঙ্কার করিলে কি হইবে? মনুষ্য, পশু, পক্ষী সকল প্রাণীর প্রতি ন্যায় এবং সদয় ব্যবহার করিবে। কেহ তোমার উপকার করিলে তুমি তাহার দশ গুণ অধিক প্রত্যুপকার করিবে। কারণ, যে প্রথম উপকার করিয়াছে সে প্রত্যুপকারের আশা করিয়া করে নাই এবং আশা থাকিলেও লাভ হইবে কিনা নিশ্চয় ছিল না। এমত অবস্থায় প্রথম যে উপকার করিয়াছে তাহার উপকার তোমার দশ গুণ উপকার অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্। গৃহে অতিথি আসিলে ভালরূপ সৎকার করিবে। মিষ্ট কথা দ্বারা প্রীত করিবে। সত্য এবং মিষ্ট ভাষার দ্বারা মানুষের মন যেরূপ সন্তুষ্ট হয় তেমন আর কিছুতেই নহে।

ঘরে যে যে জিনিষ আছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়া সাবধানে রাখিবে। কেহ কোন জিনিষ নিলে, কোন্ জিনিষ, কে কথন

নিয়াছে, কত দিনের জন্য নিয়াছে, কখন দিবে সকল কথা স্মরণ-বহিতে অথবা জমা খরচে হিসাব লিখিয়া রাখিবে। তাহা হইলেই কোন গোলমাল হইবে না। চাকর, ধোপা, গোয়ালা প্রভৃতি সকলের বেতনের হিসাব লিখিয়া রাখিবে। ঋণ করা বড় ক্ষতিকারক। অল্প অল্প ঋণ কিছু দিনের মধ্যেই অধিক হইয়া যায়। এক সঙ্গে সকল পরিশোধ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ঋণী মানুষের ন্যায় দুঃখী আর কেহ নাই। সকলের নিকট ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, যে যাহা বলে নীরবে শুনিতে হয়। লজ্জায় সর্ব্বদা মস্তক অবনত রাখিতে হয়। ভদ্র লোকের ইহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেষ্ঠ। আপনার যাহা উপার্জ্জন তাহা দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিবে। দরিদ্রের পক্ষে বড় লোকের অনুকরণ করা অতি অন্যায়। ঋণ না করিয়া শাক ভাত খাইলে, ছেড়া কাপড় পরিলে যেমন সুখ, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধীশ্বর রুষিয়ার সম্রাট ঋণগ্রস্ত হইয়া ততদূর সুখ-ভোগ করিতে পারেন না। ঋণ জোঁকের ন্যায় যাহাকে একবার ধরিয়াছে, তাহার রক্ত শোষণ না করিয়া ছাড়ে না। আমাদের দেশে ঋণ করিয়া মজা করিবার রীতি প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহাতে যে কত মান হানি কতরূপ ক্ষতি অনেকেই চিন্তা করেন না। অপরিমিত ব্যয় করিয়া কত রাজ্য ধূলিতে মিশিয়া গেল, সাধারণ সম্বন্ধে আর কথা কি? দেশের প্রত্যেক মনুষ্য যদি নিরর্থক খরচ না করিয়া অর্থ সৎ কার্য্যে ব্যয় করেন; বিপদের জন্য কিছু কিছু রাখেন, সঞ্চয় করেন, তাহা হইলে দেশে পুনঃ ধনাগম হইবে। বার বার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া যে ভীষণ কষ্ট হয়, তাহার কতক লাঘব হইবে। সর্ব্ব অনিষ্টের মূল দরিদ্রতাকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য দেশের প্রত্যেক লোকের চেষ্টা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৃহের কাজ করিয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিবে। সমস্ত দিন কাজ করিয়া শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন বিশ্রাম না করিলে স্বাস্থ্য নাশ হয়। সর্ব্বদাই এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে, যাহা কিছু করিবে পরিমিত-রূপ করিবে। কোন বিষয়ে পরিমাণের অধিক যাইবে না। ধন যেরূপ পরিমিতরূপে ব্যয় করা উচিত, সময়ও সেইরূপ ব্যয় করা উচিত। ধন গেলে পরে পুনঃ মিলিতে পারে, কিন্তু গত সময় ফিরিয়া আইসে না।

রাত্রিতে সকলের আহারের পর সকল কাজ করিয়া ঘরের কে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিবে। সকলে নিদ্রা গেলে ঘরের দ্বার বন্ধ করিবে, কোন জিনিষ এদিক ওদিক পড়িয়া থাকিলে গুছাইয়া রাখিবে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে সকাল বেলা কি কি কাজ করি-বার স্থির করিয়াছিলে, কি কি কাজ হইয়াছে, কি কি কাজ হয় নাই এবং কোন্ কাজের কত দূর হইয়াছে প্রভৃতি এক বার চিন্তা করিয়া দেখিবে। গৃহ কার্য্যে মগ্ন হইয়া আপনার মানসিক উন্নতি ভুলিবে না। নানা প্রকার নীতিগ্রন্থ, ঈশ্বরজ্ঞান বিষয়ক উপাখ্যান, শাস্ত্র, সংবাদপত্র প্রভৃতি যেখানে যে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া দিন দিন উন্নত, ধর্ম্মনিষ্ঠ, ও পবিত্র হইতে লক্ষ্য রাখিবে। লোকের ভাল মন্দ আচরণ দেখিয়া শুনিয়া যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ করিবে। বৃথা কাহারও সঙ্গে বাদ বিবাদ করিবে না; ইহাতে কোন লাভ নাই, অথচ বৃথা সময় নষ্ট হয়। প্রতি দিন নিয়ম মত এক প্রহর রাত্রির সময় নিদ্রা যাইবে, আবার এক প্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিবে। সংসারের সকল কাজ ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া করিবে। ঈশ্বরের সম্মুখে অপরাধ করিবে না। অন্যায় কার্য্য মানুষ না দেখিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্ব সাক্ষী। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদের উপর

রহিয়াছে। আমরা এমন কোন অন্যায় করিতে পারি না, যাহা তিনি জানেন না, এবং তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষা পাইতে হইবে না। সর্ব্বদা ধর্ম্মানুসরণ করিবে।

৭

সন্তান-পালন ও শিক্ষা।

এ পর্য্যন্ত গৃহকার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। এখন সন্তান ও তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। সকল গৃহকার্য্যের মধ্যে এইটি প্রধান। এ কাজ বিশেষ পরিপক্কতা এবং চিন্তার সহিত করা আবশ্যক। মহাবীর নেপোলিয়ানকে এক জন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সকল পৃথিবীর মধ্যে আপনার দেশ (ফ্রান্স) কিরূপে শ্রেষ্ঠ হইল? আপনার দেশের লোক কিরূপে আশ্চর্য্য কার্য্য সাধন করিল? আপনার দেশের এইরূপ উৎকর্ষতার কারণ কি?" বুদ্ধিমান বীর সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "আমাদের দেশের এবং আমাদের সকলের এই অবস্থার কারণ আমাদের মাতা"। কথাটি অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অক্ষরে অক্ষরে সার রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। সন্তানের জীবন, মরণ, কল্যাণ, অকল্যাণ, উচ্চত্ব, নীচত্ব সকলই মাতার উপর নির্ভর করে।

মাতার গুণ অনেক পরিমাণে সন্তানে প্রতিফলিত হয়। গর্ভধারণ হইতে জন্ম পর্য্যন্ত মাতার রক্ত মাংসে সন্তানের শরীর বর্দ্ধিত হয়। যখন অন্য কোন বস্তু খাইতে পারে না, তখন মাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়া জীবিত থাকে। এই জন্য মনুষ্য শরীরে মাতার রক্তের ভাগ অধিক পরিমাণে রহিয়াছে। সেইরূপ মাতার স্বভাব ও

অনেকটা সন্তানে সংক্রামিত হয়। মা যাহা বলেন, মা যেরূপ আচরণ করেন, সর্ব্বাগ্রে সন্তান তাহাই শিক্ষা করে। মাতার স্বভাব প্রকৃতি আচরণ ভাল হইলে সন্তানেরও ভাল হয়। মাতার স্বভাব প্রকৃতি আচরণ ভাল না হইলে সন্তানেরও হয় না। বর্ত্তমান সময় হতভাগ্য ভারতবর্ষের লোক এইরূপ নিরুৎসাহ দুর্ব্বল এবং পরমুখ-প্রেক্ষী কেন? পূর্ব্বের লোক কেন তেজস্বী, বীর, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও স্বাধীন ছিল? তাঁহাদের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কেন এ দুর্দ্দশা হইল? চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, দেশের স্বার্থপর, অদূরদর্শী পুরুষের অত্যাচারে অত্যাচারিত পশুবৎ অজ্ঞ নিরপরাধা ও দাস্যদশাপ্রাপ্তা রমণীদের তেজোহীন প্রকৃতিই তাহার কারণ। এ দেশের অনেক পুরুষ মনে করেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে কোনরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাতে তাহাদের যথেচ্ছা-চারিতাতে বাধা পড়িবে। আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকিবে না মনে করিয়া স্ত্রীলোকের শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার নাই, তাহাদিগকে পতির দাসীর ন্যায় থাকা উচিত। পতিসেবাতেই তাহাদের পরিত্রাণ এই-রূপ স্বার্থপর শাস্ত্র রচনা করিয়া স্ত্রীলোকের প্রতি ব্যবহার করিতে-ছেন। কোথাও বা রমণী দুষ্টা স্বেচ্ছাবিহারিণী কপটচারিণী প্রভৃতি ঘৃণাকর কথা লিখিয়া ও বলিয়া রমণীদিগকে ভাল কাজে প্রবৃত্ত হইতে দিতেছেন না। ইহা দ্বারা আপনার স্বার্থসিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আপনার পায় আপনিই কুঠার মারিতেছেন। বিদ্যা ভিন্ন জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না থাকিলে স্বাধীন চিন্তা, তেজস্বীতা, সত্যপরায়ণতা, ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ কখনই লাভ হয় না। এইরূপ মাতার সন্তান কিরূপে উন্নত এবং তেজস্বী হইতে পারে? উষর ভূমিতে কেবল ঘাসই জন্মে, সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ কখনই জন্মিতে পারে না।

যখন মাতার প্রকৃতি নিস্তেজ, তখন সন্তান কিরূপে তেজস্বী হইবে? বৈদ্যশাস্ত্রে আছে, গর্ভোৎপত্তির সময় স্ত্রী পুরুষের আকৃতি, প্রকৃতি, মনোভাব প্রভৃতি যেরূপ থাকে সন্তান তাহা প্রাপ্ত হয়। এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মনুষ্যমনে যখন যে ভাব হয় তদনুরূপ শারীরিক ক্রিয়া হইয়া থাকে। অতএব সন্তানোৎপত্তিও আপনার প্রকৃতি অনুসারে হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থা তাহা প্রমাণ করিতেছে। এই দেশের পুরুষগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সর্ব্বদা নীচ ভাব পোষণ করেন, তাঁহারা হৃদয় না খুলিয়া কেবল কপট স্নেহ দেখান, আপনার অধিকার দেখাইবার জন্য কেবল ব্যগ্র। এইরূপ ব্যবহারে স্ত্রীলোকের মন সুস্থ থাকিতে পারে না। সর্ব্বদা দাস্যবৃত্তি ও অজ্ঞানতা দ্বারা মন মলিন, নিরুৎসাহ, তেজোহীন এবং অসত্যপরায়ণ হয়। মলিন চিন্তাতে ধর্ম্মবাসনা, ঈশ্বরপ্রেম এবং সৎ সাহস থাকিতে পারে না।

নীচপ্রকৃতি মাতা পিতা হইতে যে সন্তান জন্মে তাহারা কিরূপ হয় এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সন্তানকে পিতা অপেক্ষা মাতার নিকটই অনেক সময় থাকিতে হয়, এবং মাতার অংশই সন্তানের শরীর ও প্রকৃতিতে অধিক। সুতরাং স্ত্রীর যেরূপ অবস্থা এবং প্রকৃতি, সন্তানেরও তাহাই হইবে ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সম্প্রতি আমাদের দেশের কোন কোন শিক্ষিত পুরুষ জলদ-গম্ভীর স্বরে দশ দিক্ বিকম্পিত করিয়া বক্তৃতা করেন যে, আমাদের দেশের বড়ই দুর্দ্দশা। দেশোন্নতি অবশ্য কর্ত্তব্য, এইরূপ উপায়, এইরূপ কল কৌশল শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বে এ দেশে অনেক পরাক্রমশালী লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন, আমরা পরাধীন, আমরা পরমুখপ্রেক্ষী, এখন সকলে মিলিয়া স্বদেশের

হিতার্থে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই বক্তৃতা দ্বারা কি ফল হইতেছে। বক্তৃতা বক্তৃতার স্থানেই থাকিয়া যাইতেছে, এক কাণ দিয়া শুনিতেছে অন্য কাণ দিয়া বাহির হইতেছে, পাছে বক্তৃতা শরীরে লাগিয়া থাকে সেই ভয়ে কাপড় ঝাড়িয়া ঘরে যাইতেছে। দশ জন একত্র বসিলেই স্বাধীনতা, তেজস্বিতা প্রভৃতি কথা বলিয়া সময় অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ বলেন সেইরূপ কয়টা কাজ হইতেছে? হইবে কেমন করিয়া? আপনার পিতা-মাতার অধীর প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ধৈর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের নাম মাত্রও নাই। এই সকল শুধু মুখের কথা, হৃদয় হইতে ত বাহির হয় না। ইহার জন্ম ইংরেজ অনুকরণে, তাঁহাদের বই ও সংবাদ পত্রের প্রতিধ্বনি মাত্র। ছায়া কত দিন থাকে? তাঁহাদের বাগাড়ম্বর শুন, তাঁহারা বলিতেছেন, হায়! আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ মহৎ ছিলেন। আমরা বলিতেছি, ইহা সত্য, তোমার আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ সাতটা তাল বৃক্ষের ন্যায় উচ্চ ছিলেন, তাহাতে তোমার আমার কি গৌরব? তোমার যদি তাঁহা-দের সৎগুণ না থাকিল তাহা হইলে তুমি তাঁহাদের বংশে কুলা-ঙ্গার জন্মিয়াছ, নিজের কথা দ্বারাই প্রমাণ করিতেছ। তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ দিব্য জ্যোতির ন্যায় আপনার গুণে জগত আলোকিত করিয়াছেন, আর তুমি আপনার জন্মভূমির মুখে কালিমা নিক্ষেপ করিতেছ। পূর্ব্ব পুরুষগণের এইরূপ তেজস্বী হইবার কারণ কি ছিল? তাঁহারা স্ত্রীকে দাসী মনে করিতেন না। তাঁহারা স্ত্রীকে জ্ঞান উপদেশ দিয়া তেজস্বীতাদি গুণে অলঙ্কৃত করিতেন। স্ত্রীলোক আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাহাদের প্রতি যথেচ্ছাচরণ করিতেন না, স্ত্রীলোকদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় প্রদান করিতেন। তাঁহারা গুণ-

বতী স্ত্রী লাভ করিয়া দরিদ্র অবস্থায়ও রাজার ন্যায় সুখে দিন কাটাইতেন। তাঁহাদের জাত এবং তাঁহাদের প্রতিপালিত সন্তান তেজস্বী, ধার্ম্মিক এবং সত্যনিষ্ঠ হইত। যদি আমাদের দেশের লোক পূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে ভ্রম বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া মূল সংস্কারের চেষ্টা করুন। স্ত্রীলোকদিগকে সদ্‌গুণে ভূষিত করিতে যত্ন করুন, তাঁহাদিগকে ন্যায্য স্বত্ব অর্পণ করুন। তাহা হইলেই স্ত্রী-প্রকৃতি উৎসাহ পূর্ণ এবং তেজস্বিনী হইবে। সন্তানগণ তাঁহাদের সদ্‌গুণ লাভ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ধৈর্য্যশীল এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবে। দেশের দুর্দ্দশা যাইয়া ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে। যে পর্য্যন্ত তাহা না হইবে সে পর্য্যন্ত সহস্র বক্তৃতা, সহস্র সভা দ্বারা কিছুই হইবে না। বৃক্ষের মূল কাটিয়া উপরে জল ঢালিলে কি লাভ ?

এখন মূল বিষয় বলা যাইতেছে। আমাদের দেশীয় রমণীগণ কিরূপে সন্তান পালন করিতে হয়, জানেন না। প্রথম হইতেই সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রকৃতির মূল পত্তন হয়। সুতরাং, সন্তানের মাতা যে উপায়ে সন্তান পালন করিলে তাহার সৎপ্রকৃতির বিকাশ হয় তদ্বিষয়ে সাবধান হইবেন।

প্রথমতঃ সন্তানের মাতাকে সকল বিষয়ে আত্মসংযমন করিতে হইবে। অপকারী, অধিক ঠাণ্ডা, শুষ্ক, ঝাল প্রভৃতি খাইবে না, অন্যরূপ শারীরিক অমিতাচার পরিত্যাগ করিবে। নতুবা স্তনের দুধ নষ্ট হইয়া যায়। সেই দুধ সন্তানের পেটে গেলে অজীর্ণ হয়। অজীর্ণতা সকল রোগের মূল। পাকস্থলিতে আহারীয় পদার্থ পরিপাক হইয়া রক্তের উৎপত্তি হয়। সেই রক্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। রক্ত মানুষের জীবন স্বরূপ। বিকৃত পদার্থ আহার করিলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া তাহা পরিপাক হয় না। তাহাতে শরীরের

ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া রোগোৎপত্তি হয়। শিশুদের পরিপাক শক্তি অতি অল্প। আহারের সামান্য ব্যতিক্রম হইলেই ব্যারাম হয়। বাল-রোগের ঔষধ প্রয়োগ বড় কঠিন। ভালরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিলে রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। কোন্ রোগে কি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত জ্ঞান না থাকাতে সামান্য রোগে বড় বড় ঔষধ দিয়া সন্তানদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে। ইহার পরিণাম কখন কখন ভয়ঙ্কর হয়। সামান্য রোগে বৃহৎ ঔষধ, যে রোগ আপনা হইতেই চলিয়া যায় কিম্বা সুস্থ শরীরে ঔষধ প্রয়োগ কখনই করিবে না। রমণীদের সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা উচিত। যেখানে আপ-নার বুদ্ধিতে বুঝিতে না পারিবে কবিরাজ অথবা ডাক্তারের পরামর্শ লইবে। অজ্ঞানী দশ জনে দশ কথা বলে, তাহাদের কথা মত কখনও কোন কাজ করিবে না। বেদিয়া প্রভৃতি প্রতারকগণ ভাল ভাল ঔষধ আছে বলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায়; অনেক রমণী এই সকল লোক হইতে ঔষধ লইয়া সন্তানকে খাওয়ায়, তাহাতে উপকার না হইয়া অপকারই অধিক হয়। এইরূপ মূর্খতা করিয়া সন্তানের অকল্যাণ করিবে না। আর একটি এই, কবচ, তাবিজ, মন্ত্র ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর প্রসাদ, ভস্ম ইত্যাদিতে কিছুই হইবে না, এই কথা নিশ্চয় মনে রাখিবে। শিশুর প্রতি দৈনিক ব্যবহার সম্বন্ধে বলা যাইতেছে। সন্তানকে প্রতিদিন পরিষ্কার এবং ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে। শরীরে সহ্য হইলে শীতল জলে স্নান করানই বিধেয়। কারণ শীতল জলে স্নান করিলে বল বৃদ্ধি ও শরীরের স্ফূর্ত্তি আসে। স্নান করাইবার পূর্ব্বে শরীরে তেল রগড়াইবে। কিন্তু অধিক তেল দিবে না; অধিক তেলে শরীর তৈলাক্ত হয় এবং লোমকূপে সঞ্চিত মল বাহির হইতে পারে না। অধিক তেল দিলে

স্নানের পরও শরীরে তেল লাগিয়া থাকে, তাহাতে ধূলি বালি পড়িয়া শরীরে ময়লা জমা হয়। তেল দিবার সময় শিশুদের চক্ষে এক দুই বিন্দু তেল দিবার নিয়ম আছে; অনেক রমণী বলিয়া থাকেন চক্ষে তেল দিলে চক্ষু হইতে জল পড়িয়া তৎসঙ্গে চক্ষের ময়লা বাহির হয়, তাহাতে কোন রোগ হইতে পারে না। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। ইহাতে বরং শিশু কাঁদে; তেল চক্ষে পড়িলে চক্ষু জ্বালা করে এবং তাহাতে অপকার হয়। কেহ কেহ শিশুর শরীরে অতি গরম জল ঢালিয়া শরীর একরূপ পুড়িয়া ফেলে এবং, রগড়াইয়া রগড়াইয়া বড়ই কষ্ট দেয়। শিশু ক্রন্দন করে তবু তাহারা ছাড়ে না। এই-রূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার কখনই উচিত নহে। ধীরে ধীরে শরীর ঘসিয়া সুখোষ্ণ জলে স্নান করাইলে শিশু বড়ই উল্লসিত হয়। উল্টা পাল্টা করিয়া স্নান করাইবে না। কোন এক ভাণ্ডে কোমর পর্য্যন্ত যেন ডোবে এইরূপ জল দিয়া প্রথম মাথা ধুইয়া দিবে তৎপর জলে বসাইবে, যদি বসিতে না পারে ধরিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে কাপড় দ্বারা ময়লা উঠাইবে। হাত, পা, গলা, নাকের ভিতর, মাথা, কাণ প্রভৃতি ভাল করিয়া পরিষ্কার করিবে। তৎপর এক দুই ঘটী জল মাথায় দিবে। অনেক উচ্চ হইতে কিম্বা সজোরে জল ঢালিবে না। কাপড় নিঙরাইয়া ধীরে ধীরে জল ঢালিলে শিশুর সুখ হয় এবং মস্তকও শীতল থাকে। ইহাতে মেদ বৃদ্ধি হয়, প্রকৃতি সতেজ হয়। অধিক জলে স্নান করাইবে, কোনরূপ ময়লা থাকিতে দিবে না। শরীর পরিষ্কার না রাখিলে রোগ হয়। শিশুকে অনেক ক্ষণ জলে রাখিবে না। তাহাদের কাপড় পরিষ্কার রাখিবে। অনেক রমণী অলঙ্কারাদি দিয়া সন্তানের শরীর সাজাইতে ভাল বাসেন কিন্তু তাহা-দের শরীর ও কাপড় পরিষ্কারের দিকে দৃষ্টি করেন না। শিশু বার

বার মল মূত্র পরিত্যাগ করে, তাহা শরীরে লাগিলে শিশু ক্রন্দন করে। কাপড় বার বার বদলাইবে, পরিষ্কার বস্ত্র পরাইয়া ময়লা বস্ত্র ধুইয়া ফেলিবে। নতুবা শিশুর রোগ হয়। অনেক রমণী শিশু কাঁদিলে কেন কাঁদে বুঝিতে না পারিয়া বার বার স্তন পান করান। ইহাতে আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় থাকে না, এবং বার বার পান করিয়া দুধ জীর্ণ হয় না। অজীর্ণতাতে উদরাময় হয়। নিয়মিতরূপে দুধ পান করাইবে। একবার দুধ পান করাইলে অন্ততঃ এক ঘণ্টার পূর্ব্বে আর পান করাইবে না। অবকাশ সময় দুধ পরিপাক হইয়া ক্ষুধা লাগে। একবার পেট ভরিয়া দুধ পান করিলে শিশু কাঁদে না। যদি কখনও কাঁদে তাহা অন্য কারণ বশতঃ। সেই কারণ ঠিক করিয়া প্রতিবিধান করিবে। শিশু কাঁদিলেই ক্ষুধা লাগিয়াছে মনে করিবে না। বার বার পান করিলে শিশু ও মাতা উভয়েরই ত্যক্ত বোধ হয়। এজন্য কোন কোন স্থানে সন্তানকে নিদ্রিত করিয়া শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে আফিং খাওয়ান হয়। এ প্রথা ভয়ঙ্কর অনিষ্টকারী। শিশুকাল হইতে নিশা খাওয়াইবার অভ্যাস করিলে বড় হইলে যায় না। আফিং খাওয়াইলে নিশা হয় এবং জড়ের ন্যায় পড়িয়া থাকে। শৈশব সুলভ চঞ্চলতা হেতু যে ব্যায়াম তাহা বন্ধ হইয়া যায়। খাদ্য বস্তু জীর্ণ হয় না, অগ্নিমান্দ্য হইয়া শক্তি ক্ষীণ, নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। সন্তানের শরীরের ক্রিয়া স্বাভাবিক রীতি অনুসারে হইতে দেওয়া উচিত। বল প্রয়োগ করিয়া কোন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইতে দিবে না। যখন নিদ্রা আসিবে তখনই নিদ্রা যাইতে দিবে; যখন আহারের ইচ্ছা হইবে তখনই আহার করিতে দিবে।

শিশুর শরীরে অনেক ক্ষণ ময়লা লাগিয়া থাকিতে দিবে না।

শিশু মাটী প্রভৃতি যাহা কিছু পায় অমনি মুখে দেয়, ইহাতে পেটে ক্রিমি হয় এবং নানা প্রকার রোগ জন্মে। যাহাতে শিশুর সম্মুখে কোন পদার্থ না পড়িতে পারে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে। মা কখনও সন্তানকে চক্ষের আড়ালে যাইতে দিবেন না। যেরূপ করিলে সন্তানের স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত না হয় নিজে সেইরূপ আচরণ করিবে, এবং সন্তানও যেন সেইরূপ করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। শরীর সুস্থ রাখিবার চারিটী প্রধান উপায় আছে। (১) অনেক এবং পরিষ্কার জলে ভাল করিয়া শরীর মাজিয়া স্নান। নতুবা শরীরের ঘাম ও লোমকূপে সঞ্চিত ময়লা মিলিত হইয়া পাঁচরা, দাদ, ফোড়া প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রতিদিন স্নান করাইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইবে। যে কাপড়ে মল, মুত্র, ঘাম, তেল প্রভৃতি লাগিয়া রহিয়াছে তাহা কখনও পরাইবে না। কাপড় প্রতিদিন ধুইয়া পরাইবে। তাহাতে শিশু পরিষ্কার, সুস্থ এবং প্রফুল্ল থাকে। (২) শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য মুক্ত এবং পরিষ্কার বায়ু। শিশুকে কখনও দুর্গন্ধযুক্ত, অত্যন্ত সঙ্কুচিত এবং আঁধার কুঠরিতে রাখিবে না। সঙ্কুচিত স্থানের বায়ু অতি ভয়ঙ্কর। মানুষের শ্বাস দ্বারা শরীর হইতে যে বায়ু নির্গত হয় তাহা দ্বারা সঙ্কীর্ণ স্থানের বায়ু দূষিত হয়। সেই দূষিত বায়ু পুনঃ শরীরে প্রবেশ করিলে রোগের উৎপত্তি হয়। শিশুকে মুক্ত বায়ুতে রাখিবে। যদি শরীরে সহ্য হয় তবে সকালে বৈকালে বায়ু সেবনের জন্য খোলা মাঠে অথবা বাগানে পাঠাইবে। বায়ু সেবনে শরীরে স্ফূর্ত্তি হয়, ব্যায়াম দ্বারা শারীরিক ক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হয়, পরিষ্কৃত বায়ু শরীরে প্রবেশ করিলে দূষিত বায়ু বাহির হইয়া যায় তাহাতে শরীর নীরোগ হয়। (৩) নিয়মিত এবং পরিমিত আহার। (৪) মেদ বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণতার জন্য

স্বাভাবিক এবং যথেষ্ট নিদ্রা। উপরোক্ত রূপে মা সন্তান সংরক্ষণ করিবেন, দশ জনের দশ কথা শুনিয়া অথবা না বুঝিয়া কোন কাজ করিবেন না। শরীর রক্ষণ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদনুসারে আচরণ করিবে। সন্তান পালনের জন্য মাতাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হয়; কিন্তু এ বিষয়ে কখনও উপেক্ষা করা উচিত নহে। প্রত্যেক সন্তানের মাতাকে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, সন্তান পালন তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এই জন্য অন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও করা উচিত। কারণ সন্তান পালন দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয়, আমাদের মাতা পিতা পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে লালন পালন করিয়াছেন, আমরা সেই উপকারের জন্য ঋণী, কিন্তু তাঁহাদের ঋণ আমাদের দ্বারা কখনও পরিশোধ হইতে পারে না। তাঁহাদিগকে ভক্তি, সেবা এবং সন্তান লালন পালন করিয়া আমরা কতক পরিমাণে সেই ঋণ মুক্ত হইতে পারি। মাতাকে অতি সাবধানে শৈশবাবস্থায় সন্তান পালন করিতে হয়। কিছু দিন পরে কথা ফুটে, সেই সময় মাকে বড়ই সাবধান হইতে হইবে। সদ্‌গুণ অসদ্‌গুণের বীজ বাল্যাবস্থাতেই রোপিত হয়। সেই সময়ে হৃদয়-ভূমিতে সদ্‌গুণের বীজ রোপণ করিলে সৎবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, এই বৃক্ষের ফলের সহিত ধন, মান, বিদ্যা, কীর্ত্তি, সুখ প্রভৃতি কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। অসৎগুণের বীজ রোপণ করিলে অসৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, দুঃখ, দারিদ্র্য, ভয়, অপমান প্রভৃতি তাহার বিষময় ফল ভুগিতে হয়। শিশুকালে শারীরিক বৃত্তি কাঁচা মৃৎপিণ্ডের ন্যায় থাকে। সেই সময় যেরূপ প্রস্তুত করিবে, সেইরূপই হইবে। ভাল ইচ্ছা করিলে ভাল হইবে; মন্দ ইচ্ছা করিলে মন্দ হইবে। গুণ, দোষ, যশ, অপযশের জন্য সন্তান দায়ী নহে, যাঁহারা শিক্ষা দেন,

তাঁহারা দায়ী। শিশুকালে সন্তান মা'র নিকটে থাকে, মা যেরূপ শিক্ষা দেন, সেইরূপই শিখে; যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপই করে। শৈশবকালে সৎ বীজ রোপণ করা মাতার কার্য্য। মা সন্তানের অসৎ আচরণ পরিত্যাগ করিতে যত্ন না করাতে পরিণামে ফল যে কি ভীষণ হয় তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যখন হইতে সন্তান কথা বলিতে শিখে, যে পর্য্যন্ত ভাল মন্দ বুঝিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সুশিক্ষা দেওয়া মাতার কর্ত্তব্য। সুশিক্ষা কিরূপ দেওয়া উচিত এখন বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ মাকে আপনার বাক্য ও আচরণ যাহাতে নির্দ্দোষ হয়, তদ্বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। পরিবারস্থ অন্যের আচরণও যাহাতে ভাল হয় তৎ-প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যে সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ, চলা ফিরা করিবেন, তাহারা সুশীল ও সভ্য হওয়া আবশ্যক। যাহাদের আচার ব্যবহার অসভ্যের ন্যায় তাহাদের সহিত আলাপাদি করিবে না। মা যেরূপ বলে, যেরূপ আচরণ করে, যেরূপ লোকের সহবাসে থাকে, সন্তানও সেইরূপ চলা বলা শিখে। প্রথম যদি ভাল বলিবার ভিত্তি পত্তন হয়, তাহা হইলে স্বভাব ও আচরণও ভাল হয়। শিশুকাল হইতে যদি মন্দ আচরণ শিক্ষা করে, তবে সে অভ্যাস শত চেষ্টায়ও আর যায় না। রুষিয়ার সুপ্রসিদ্ধ রাজা পিটার এক জন বড় লোক ছিলেন। তিনি আপনার স্বাভাবিক সৎবুদ্ধি দ্বারা দেশের অসংখ্য হিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি নানা প্রকার কল কৌশল জানিতেন, তিনি সকল রাজাদের অনুকরণীয়। তাঁহার অনন্ত কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এত সৎবুদ্ধি থাকা সত্বেও শৈশবকালে অসৎ সংসর্গে মিশা ও সুশিক্ষা না পাওয়াতে কাম ক্রোধাদি রিপু দমন করিতে পারিলেন না। তিনি এক বার স্পষ্ট বলি-

য়াছেন, তিনি যে অন্যায় কাজ করেন তাহার কারণ এই, শিশুকাল হইতে কুসংসর্গে মিশিয়া নানা প্রকার অসৎ কার্য্য অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছে। আপনার বুদ্ধি দ্বারা দুর্গুণ পরিত্যাগের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শিশুকাল হইতে যে অভ্যাস হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা যায় না। তিনি বার বার দুঃখ ও অনুতপ্ত হৃদয়ে বলিয়াছেন " শিশু-কালে আমার সুশিক্ষা লাভ করা হয় নাই বলিয়া, আমার আচরণ ভাল হয় নাই।" বস্তুতঃ বাল্যকাল হইতে কুসংসর্গে পড়িয়া যদি তিনি কু অভ্যাস ও দুর্গুণ লাভ না করিতেন, তাহা হইলে পিটার সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইয়া দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন, ইহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে সন্তানের অসদা-চরণের জন্য অভিভাবকগণ অপরাধী। তাহারা সন্তানকে যাহা শিক্ষা দেয় তাহাই শিখে। সন্তানের কথা কহিবার শক্তি হইলেই মা সত্য, মধুর এবং সভ্যরীতি অনুসারে কথা বলিতে শিখাইবেন। সন্তানের সম্মুখে কখনও মিথ্যা, কর্কশ ও অসভ্যের ন্যায় কথা বলিবেন না, এবং অন্যকে বলিতে দিবেন না। যাহাদের কুকথা বলিবার অভ্যাস তাহাদের নিকট সন্তানকে যাইতে দিবেন না। অনেক রমণী সন্তানের সম্মুখে পরিবারস্থ লোকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কিম্বা অসদাচরণ করিয়া সন্তানকে অন্যের নিকট বলিতে নিষেধ করেন, এবং কেহ জিজ্ঞাসা করিলে " ইহা সত্য নয় " বলিতে শিক্ষা দেন। এইরূপে জননীই প্রথম অসত্য বলিবার পথ দেখাইয়া দেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াই সন্তান মিথ্যা কহিতে আরম্ভ করে! সন্তানের দোষ কি ? দুই তিনটি রমণী একত্র মিলিত হইলেই প্রতিবেশী ও ঘরের লোকের নিন্দা, পরস্পরের দোষ উদ্ঘাটন, মনের কথা

এবং নিতান্ত লজ্জাকর, অশ্রাব্য এবং অবাচ্য কথা বলিতে আরম্ভ করেন। শিশুরা খেলায় নিযুক্ত থাকিলেও মা কি বলেন তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ থাকে। যদিও অনেক কথার সম্পূর্ণার্থ বুঝিতে পারে না তবুও কথাগুলি স্মরণ রাখে এবং কিছু দিন পরে তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝিতে পারে। তাহারা যেরূপ শুনে সেইরূপ আচরণ করে। অনেক রমণী কথায় কথায় আপনার সন্তান ও অন্য লোককে গালি দেয় এবং নানারূপ অবাচ্য কথা বলে। প্রতিদিন শুনিতে শুনিতে সন্তানের সেই অভ্যাস হইয়া যায়। শত চেষ্টায়ও সেই অভ্যাস পরিত্যাগ হয় না। এইরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যাঁহারা সুপণ্ডিত, অন্যকে সদুপদেশ ও সৎ শিক্ষা দেন কিন্তু তাঁহাদের বাল্যকাল হইতে পিতা মাতা এবং অন্য লোকের কথা শুনিয়া শুনিয়া মন্দ কথা কহিবার এবং গালি দিবার এইরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। এমন কি অবাচ্য কথা বলা যে অন্যায় তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না। সভ্য স্ত্রীলোক, গুরুজন কিম্বা ছোট বালক বালিকার সম্মুখে পর্য্যন্ত অশ্লীল কথা বলিতে বিবেচনা করেন না। যে সকল বড় বড় শিক্ষক বিদ্যার্থীর সামান্য ত্রুটী দেখিলে উচ্চ জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন, ভবিষ্যৎ উন্নতির সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মান করেন, তাঁহারাও আপনার মা ভগ্নীকে গালি দিতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের অসভ্য আচরণের ফল কি হয় তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন না। ইহা অতি অন্যায়, যাহাতে এই দোষ পরিত্যক্ত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। এই হতভাগ্য দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকটা তাঁহাদের উপর নির্ভর করে। তাঁহারা যেরূপ আচরণ করিবেন, যেরূপ কথা কহিবেন, যেরূপ শিক্ষা দিবেন ছাত্রগণও সেইরূপ শিখিবে। লেবুর

বীজ রোপণ করিয়া আম্র ফলের আশা মূর্খতা ভিন্ন কিছুই নহে। ভাল মন্দ কথা দ্বারা মানুষ যতদূর নিজের এবং অপরের কল্যাণ অকল্যাণ করিতে পারে, ধন অথবা বল দ্বারা ততদূর করিতে পারে না। সকল বল অপেক্ষা বাক্য বল শ্রেষ্ঠ। লিখন, জ্ঞান প্রভৃতি বাক্যবলের অন্তর্গত। সুতরাং যাহাতে প্রথম হইতে বালকবালিকার বাক্য পরিষ্কার, বিশুদ্ধ, সত্য, এবং মধুর হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। এ দেশে বালকবালিকা কথা কহিতে আরম্ভ করিলেই জিজ্ঞাসা করা হয় " স্বামী স্ত্রীর আবশ্যক কেন ? " " অমুকের ব্যবহার কেমন ? " " তোর বিবাহ কখন হইবে ? " " মাকে মার, " " অমুককে গালি দে, " " অমুক বস্তু না বলিয়া নিয়া আয় " ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেকেই এই সকল অতি সামান্য মনে করেন কিন্তু ইহার ফল যে কি বিষম স্বপ্নেও ভাবেন না। সর্ষপ পরিমাণ ক্ষুদ্র বিষবৃক্ষের বীজ প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়া যেমন সহস্র প্রাণীর প্রাণ বিনাশক হয় ; পর্ব্বত পরিমাণ শুষ্ক তৃণে সামান্য অগ্নিকণা পড়িয়া যেমন সকল ভস্ম করিয়া ফেলে ; তেমন শৈশবাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুরাচরণ ও দুর্বাক্য শিক্ষা করিয়া বড় হইলে বড় বড় দুষ্কর্ম্ম দ্বারা দেশকে দগ্ধ করে। বাঙ্গলা দেশের শেষ নবাব সেরাজদ্দৌলা কুসংসর্গে এবং আপনার মাতামহের অতি আদরে শিশু কাল হইতেই দুরাচরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। বড় হইলে পর আপনার দুর্গুণে নিজের ও দেশের কি অবস্থা হইয়াছিল ইতিহাস পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। শেষে যাহা বৃহৎ হইয়া ভাল মন্দের কারণ হয় তাহা প্রথম ক্ষুদ্রই থাকে। এই জগতে প্রথমে কোন বস্তুই বড় থাকে না, কালক্রমে ক্ষুদ্র বৃহৎ হয়। সর্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা ক্রমে জাতি স্বভাব প্রযুক্ত প্রকাণ্ড বিষধর ভুজঙ্গ হয়। 'বিষবৃক্ষের অঙ্কুর দেখিবা

মাত্র সমূলে উৎপাটন করা উচিত। ক্ষুদ্র কোমল অবস্থায় উৎপাটন করিতে অধিক পরিশ্রম লাগে না। কিন্তু যখন বিস্তৃত হইয়া পড়ে তখন উৎপাটন সহজ নহে। অধিক কি, তাহার ছায়া স্পর্শ করাও উচিত নহে। প্রথম হইতেই যেন বালকবালিকার কোনরূপ কু অভ্যাস শিক্ষা না হয়। চেষ্টা সত্বেও যদি কোনরূপ কু অভ্যাস জন্মে তাহা আরম্ভেই সমূলে উৎপাটন করিবে। বড় হইলে সেই অভ্যাস যাইবে না। অবশেষে ভয়ঙ্কর কার্য্য হইবার সম্ভাবনা আছে। বালকবালিকাগণকে কুসঙ্গে থাকিতে দিবে না। বালকবালিকা অন্য বালকবালিকার সহিত খেলিতে যায়। যদি সেই সকল বালক-বালিকা ভাল হয় তবে খেলিতে দিবে, নতুবা নহে। অসৎ সংসর্গে ভাল স্বভাব মন্দ হয়, সৎ সংসর্গে ভাল হয়। শিক্ষা অপেক্ষা সংসর্গের কার্য্যকারিতা অধিক। অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অন্যের কাজ দেখিয়া নিজেরও করিতে ইচ্ছা হয়। শিশুকালে বুদ্ধি অপরিপক্ক থাকে, ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না, তখন যেরূপ লোকের সহবাসে থাকে সেইরূপই আচরণ অনুকরণ করে। ভালই হউক আর মন্দই হউক যাহা দেখে তাহাই ভাল বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয়। বালক-বালিকাকে কখনও আপনার চক্ষের বাহিরে যাইতে দিবে না। তাহাদিগকে সর্ব্বদা আজ্ঞাধীন রাখিবে। কোন কোন রমণী সন্তানকে অধিক প্রহার করেন অথবা অন্যরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া তাহাদের মন নষ্ট করেন। এইরূপ করা নিতান্ত অনুচিত। অধিক প্রহার করিলে, অকারণে ভয় দেখাইলে মা'র প্রতি সন্তানের ভালবাসা থাকিতে পারে না। বড় হইলে মাকে ভক্তি করে না। প্রহার করিলে নির্লজ্জ হইয়া যায়। প্রহারের অভ্যাস হইয়া গেলে অবাধ্যতা ছাড়ে না, তখন সৎ পথে আনা কঠিন হয়। কঠোরতা

দ্বারা সন্তান কিম্বা অন্যকে অধীনে আনার চেষ্টা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শান্ত ব্যবহারই প্রকৃত উপায়। কোমল ব্যবহারে সিংহ, ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র জন্তু পর্য্যন্ত মানুষের আজ্ঞাধীন হয়। সন্তানকে ধীর ভাবে সদুপদেশ দ্বারা সৎপথে আনা উচিত। কোমল ব্যবহারে যদি সৎপথে না আসে, তবে কঠোর শাসন করিবে। কিন্তু বিনা অপরাধে, অন্যের অপরাধে কিম্বা আপনি রাগ দেখাইয়া তাহা-দিগকে শাসন করিবে না। বৃথা আবদার শুনিবে না, অতি আহ্লাদে সন্তান নষ্ট হয়। আপনার কিম্বা অন্যের হিত বচন না শুনিলে অতি কঠোর শাসন কিম্বা অতি আদর না করিয়া মধ্যম পথ অবলম্বন করিবে। কখন কঠোর, কখন কোমল উপায় অবলম্বন করিয়া সুশিক্ষা দিবে। বাল্যাবস্থায় মন সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র এবং সরল থাকে। এই অবস্থায় যাহা বলিবে তাহাই করিবে। শিশু কালে সুশিক্ষা দেওয়া মাতার কার্য্য। মাতার আচরণ একরূপ আদর্শ বলা যাইতে পারে। সেই আদর্শে সন্তানের বুদ্ধি, প্রকৃতি এবং স্বভাব গঠিত হইবে। মাতার সুশিক্ষা পাইলে সন্তান ভাল হয়, কুশিক্ষা পাইলে মন্দ হয়, এই সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সন্তানের প্রকৃতি মন্দ হইলেও মা'র সদাচরণ এবং সুশিক্ষায় ভাল হয়। আমাদের দেশের সুমিত্রা, বিহুলা, কুন্তী প্রভৃতি মাতার আদর্শ অনুকরণ করিয়া, শিশুকাল হইতেই সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান করিবে। বালকবালিকাতে কোন প্রভেদ করিবে না। আপনার সন্তা-নের ন্যায় অন্যের সন্তানদিগকেও সৎপথে লইয়া যাইবে এবং তাহাদের হিত চিন্তা করিবে। বালকবালিকার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হইতে দিবে না। শিশুকাল হইতে শত্রুতা জন্মিলে বড় হইলেও যায় না; ইহাতে অনেক অনিষ্ট হয়। যাহাতে সন্তানদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি

সংস্থাপিত হইয়া চিরদিন স্থায়ী হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিবে। পাণ্ডব-দের মাতা কুন্তীর তিন পুত্র এবং স্বপত্নী-গর্ভজাত দুই পুত্র ছিল। শিশুকাল হইতে এই পাঁচ পুত্রকে তিনি আপন পর ভাব পরিত্যাগ করিয়া সদ্ভাবে থাকিবার জন্য সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা একে অন্যকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কখনও মনান্তর ঘটে নাই, এবং মাতার সুশিক্ষা বলে নানা প্রকার বিঘ্ন বিপত্তিতে পড়িয়াও অধর্ম্মাচরণ করেন নাই। বাল্যকাল হইতে নিরাশ্রিত ছিলেন তবুও বিপদে পড়িয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই। পরিশেষে স্বর্গ সম রাজ্য সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন। সুমিত্রার পুত্র লক্ষ্মণ। স্বপত্নীপুত্র রাম বনে যাইতেছেন, সুমিত্রা আপন পুত্রকে রামের সঙ্গে বনে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। তিনি বলিলেন ঃ—" রামকে পিতৃ সদৃশ, সীতাকে মাতার ন্যায়, অরণ্যকে অযোধ্যা মনে করিয়া তুমি রামের সঙ্গে বনে যাও "। আহা কি উপদেশ! কি কর্ত্তব্য জ্ঞান! যাহার মাতা এইরূপ সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা, সৎপথ প্রদর্শিনী সে কত সুখী। বিদুলা নামে এক রাণী ছিলেন, সঞ্জয় নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল; শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে সম্মুখ রণে স্বামী প্রাণ ত্যাগ করি-লেন। সেই সময় হইতে বিদুলা আপনার বালক পুত্রকে উত্তমরূপে লালন পালন ও সুশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় বড় হইলে এক দিন শত্রু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিল। আপনার অল্প সংখ্যক সৈন্য শত্রুর বহু সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে যুঝিতে পারিবে না মনে করিয়া শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন না। রণক্ষেত্র হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া রহিলেন। মা তাঁহার এই অবস্থা শুনিয়া, নিকটে যাইয়া উৎসাহ পূর্ণ উপদেশ দিতে

লাগিলেন। সঞ্জয় মাতার উপদেশে বলীয়ান্ হইয়া রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং শত্রুর বহু সংখ্যক সৈন্যকে পরাজয় করিলেন। জয় লাভ করিয়া মাতার নিকট সদুপদেশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গেলেন। আমাদের দেশের সকল বীর, সাধু, পরহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ, মহাত্মা আপনাদের সাধ্বী মাতার সদুপদেশে উচ্চ পদ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এখন যে আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা তাহার প্রধান কারণ বাল্যাবস্থায় সুশিক্ষা এবং সৎ সহবাস লাভ করিতে না পারা। দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া যাঁহারা পরিতপ্ত তাঁহাদের যাহাতে মাতা সুশিক্ষা পাইয়া সুশীলা এবং গুণবতী হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সুশিক্ষিতা মাতার শিক্ষাতে সন্তান সদাচারী এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইবে। তাহাতে পতিত দেশ উদ্ধার হইবে।

৮

ইতিকর্ত্তব্যতা।

কাহারও অবস্থা চিরদিন একরূপ থাকে না। এই পরিবর্ত্তনশীল সংসারে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একরূপ অবস্থা কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের দৃষ্টির মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ পদার্থ আর কিছুই নাই। সূর্য্যের আলোকে চন্দ্র, তারা পৃথিবী সকল আলোকিত। এই অনির্ব্বচনীয় তেজোময় সূর্য্যের অবস্থাও একরূপ থাকে না। কখন কাল দাগ পড়ে, কখন সামান্য মেঘের ছায়ায় মুখ আচ্ছাদিত হয়, কখন চন্দ্রমণ্ডল সম্মুখে পড়িয়া গ্রহণ হয়। রাত্রি দিন পরিবর্ত্তনশীল গ্রহ উপগ্রহ সমন্বিত হইয়া ভ্রাম্যমান। পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে; চন্দ্র তারা ভ্রমণ করিতেছে; পৃথিবীস্থ পর্ব্বত সমুদ্র, নদ, নদী সকলেরই স্বাভাবিক বিচরণ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রকৃতির কত পরিবর্ত্তন, কখন বা ফল পুষ্পে সুশোভিত কখন বা ছিন্নপত্র, শুষ্ক বৃক্ষ বুকে নিয়া দণ্ডায়মান। আপনার শরীরের কত পরিবর্ত্তন। বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জীবন, মরণ ইত্যাদি কত অবস্থা। রাজা ও প্রজার অবস্থা কখন কি হইতেছে, অতীত সাক্ষী ইতিহাস সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সকল মানুষকে নীরবে উপদেশ দিতেছে। বলিতেছে "মানুষ আঁমাদের অবস্থা দেখিয়া নিজের অজ্ঞানতা

পরিত্যাগ কর; জগতে কাহারও অবস্থা চিরদিন একরূপ থাকে না, এই কথা মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর; যাহা হইবার হইবে, কোন বিষয়ে অহঙ্কার করিও না।" যে দিকে দৃষ্টি করা যায় সেই দিকেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উপদেশ পাওয়া যায়।

মানুষ দুরবস্থার সময় ভীত হইয়া পড়ে, তখন কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। বড় বড় ধৈর্য্যশালী পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত বুদ্ধিহারা হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া বসেন। সুতরাং বিপদের সময় " কোমল হৃদয়া অবলা রমণীর কি অবস্থা হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বিপদের সময় রমণীদের কি করা উচিত তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। পূর্ব্বকালের দূরদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন "তাবদ্ভয়স্য ভেতব্যং যাবদ্ভয়মনাগতং, আগতন্তু ভয়ং জ্ঞাত্বা প্রতিকুর্য্যাৎ যথোচিতম্"। যে পর্য্যন্তই ভয় না আসে, সে পর্য্যন্ত ভয়, আসিলে পরে তাহা নিবারণের জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবে। কেহ কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হইলে মনে করেন তাহার ন্যায় দুঃখী আর এ জগতে কেহ নাই। এই ভাব মনে স্থান দিয়া কপালে হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, বিপদ নিবারণের কোন চেষ্টাই করেন না। সর্ব্বদা দুঃখিত থাকিলে কোনরূপ আশা থাকিতে পারে না। হতাশ হইয়া ঈশ্বরকে আপনার ভাগ্যকে এবং যাহা কিছু দুঃখের কারণ মনে করে, তাহাকে দোষ দেয়। বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার কোন উপায় চিন্তা না করিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া পড়ে, অবশেষে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া আত্মহত্যা, পরহত্যা, চুরি, প্রতারণা, ব্যভিচার, মদ্যপানাদিতে রত হইয়া দুঃখভার লাঘব করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এইরূপ অসদুপায়ে কখনই দুঃখ হ্রাস হয় না, বরং শত গুণ বৃদ্ধি হয়। মরিয়া গেলেও তাহাদের অপকীর্ত্তি চারি-

দিকে বিস্তৃত হয়। এইরূপ দেখিয়াও অধীর লোক লক্ষ্য করে না। দুঃখে পড়িয়া কর্ত্তব্য চিন্তা করে না এবং চিন্তা করিবার বুদ্ধিশক্তিও থাকে না। তাহাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এমন স্থান থাকে না, যাহাতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির সমাবেশ হইতে পারে। সুতরাং, বিপদের সময় যাহা মনে উদিত হইবে তাহাই করিবে না। জ্ঞানীদের উপদেশানুসারে কাজ করিবে, সকল সময় উপদেশ দিবার লোক পাওয়া যায় না। তখন সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ পাঠ করিবে, এবং কোন ভাল লোকের সহবাসে থাকিবার সুবিধা থাকিলে তাঁহার নিকট হইতে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ লইবে। শান্ত ভাবে চিন্তা করিয়া অটল ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে যত্ন করিবে। বিপদের সময় নিতান্ত ভীত হইলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তখন ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যায় না। সুযোগ দেখিয়া স্বার্থপর লোক নানা প্রকার পরামর্শ দেয় এবং স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লয়। দুরবস্থায় পড়িলে যে সকল লোক পূর্ব্বে কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহারাই শেষে ঠাট্টা তামাসা এবং নিন্দা করে। বিপদ কালে অন্যের পরামর্শে কিম্বা আপনার ইচ্ছামত যে কাজ করিবে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি রাখিয়া স্থির ভাবে করিবে। পরামর্শদাতা সকলই কিছু ভাল নহে, এবং সকলেই মন্দ নহে। ভাল মন্দ সকল স্থানেই রহিয়াছে, যাহারা নিঃস্বার্থ ভাবে, পক্ষপাতশূন্য হইয়া, আপনার এবং অন্যের দোষ গুণ স্পষ্ট বলিয়া সৎপথ দেখাইয়া দেন, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিবে। দূরদর্শী লোক যেরূপ ভাল মন্দ বিচার করিতে পারেন, বিপদাপন্ন কর্ত্তব্যবিমূঢ় লোক তাহা কখনই পারে না। সুপণ্ডিত হইলেও সর্ব্বজ্ঞ নহেন, যাহা তিনি জানেন না, তাহাপেক্ষা এক জন নিতান্ত নিকৃষ্ট লোকের হয়ত জানিবার সম্ভব আছে। যে যাহা বলিবে নীরবে শুনিবে;

কিন্তু চিন্তা না করিয়া কাজ করিবে না। যাহা সত্য আপনা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, তাহা বলিবে; নতুবা মৌনাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ। যে কথা একবার মুখ হইতে বাহির হয়, তাহার উপর আর কোন অধিকার থাকে না। যাহা বাহির হয় তাহা আর ফিরাইয়া আনা যায় না। যেরূপ বলিবে, সেরূপ করিবে; নতুবা অসত্য বলার কলঙ্ক হইবে। অনুচিত এবং অন্যায় কথা কহিবে না। কিছু করিতে হইলে ভাল লোকের পরামর্শ লইয়া করিবে। কিন্তু সকল বিষয়ে অন্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবে না। যথাসাধ্য আপনার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে। সকল বিষয়ে পরের মুখের পানে চাহিয়া থাকার ন্যায় দুর্দ্দশা আর নাই। যে আপনার কাজ আপনি না করিয়া অন্যের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া থাকে তাহা দ্বারা কোন কাজ হয় না। এইরূপ লোক জীবন্মৃত। বিপদের সময় ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে না। এ জগতে দুঃখশূন্য কিছুই নাই। একবার সঙ্কটাপন্ন হইলে অবস্থা আর ভাল হইবে না মনে করিয়া যে নিরাশ ও ধৈর্য্য শূন্য হইয়া পড়ে, সে নিতান্ত অজ্ঞ। নীতিপরায়ণ ও ধৈর্য্যশীল লোক বলিয়াছেন, "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"। সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। কূপ হইতে জল তুলিবার গাগড়ের ন্যায় মানুষের অবস্থা, কখন পূর্ণ, কখন শূন্য কখন উপরে উঠিতেছে, কখন নীচে নামিতেছে। আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল। দুরবস্থায় পড়িয়া দুঃখিত, নিরাশ এবং ধৈর্য্যহীন হওয়া উচিত নহে। উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার নাই, মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তি। জগতে সকল বস্তু চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে, উচ্চ নীচ চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে না, ইহা কি কখন হইতে পারে? মহাবীর

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট অতি সামান্য অবস্থার লোক ছিলেন, আপনার অধ্যবসায় বলে পরাক্রমশালী এবং অবশেষে ফরাসী দেশের সম্রাট পর্য্যন্ত হইলেন। আবার কালচক্রের পরিবর্ত্তনে কারারুদ্ধ হইলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার অথবা দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিবার কেহই ছিল না। অল্পপ্রাণ লোকের এইরূপ বিপদে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ বাহির হইয়া যায়। কিন্তু তিনি সহনশীল এবং ধীর পুরুষ ছিলেন। এইরূপ বিপদে পড়িয়াও ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। তিনি বলিলেন." আমার কি চিন্তা, যদিও আমি এইরূপ কারাগারে বদ্ধ হইয়াছি আমি ভয় করি না, এবং আশা ছাড়িতে পারি না। বিপদ সম্পদের দূত, কোন সময়ে না কোন সময়ে আমি এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইব, তখন সকল শত্রুকে সমূলে উৎপাটন করিব।" আহা কি ধৈর্য্য! বিপদের সময় ধৈর্য্যাবলম্বনের দৃষ্টান্তের জন্য আমাদিগকে অন্য দেশে যাইতে হইবে না। আমাদের দেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক রহিয়াছে। পতিত ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য ২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে ছত্রপাতী শিবজী মহারাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও নেপোলিয়ানের ন্যায় সামান্য অবস্থা হইতে রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। প্রজাপীড়ক ক্রূরমতি আরঙ্গজীব বাদসাহ তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিলেন। মুক্ত হইবার কোন সম্ভবনাই ছিল না। তবুও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। শেষে মোগল, পাঠান তাঁহাকে কালান্তক যমের ন্যায় ভয় করিত। আপনার ও প্রজার উদ্ধার সাধন করিয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কিন্তু অধিক বিস্তারের স্থান নাই।

বিপদের সময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া অধর্ম্মপথে বিচরণ করা সহজ। কিন্তু যেরূপ বিপদই আসুক না কেন, ধর্ম্মপথভ্রষ্ট

হওয়া অন্যায়। অধর্ম্ম করিয়া কাহারও কখন ভাল হয় না। যদিও কখন কখন দেখা যায় ধার্ম্মিকের দুর্দ্দশা, অধার্ম্মিকের সুখ। কিন্তু তাহার পরিণাম বাহ্য দৃষ্টিতে না দেখিয়া চিন্তা করিলে সহজেই অনুভূত হয়। উই পোকার পাখা হইলে যেমন মৃত্যু সন্নিকট হয়, সেইরূপ অধার্ম্মিক লোক অধিক দিন থাকিতে পারে না। অধর্ম্মোপার্জ্জিত ধন সম্পত্তি মৃত্যুর কারণ হয়। এ জগত হইতে চলিয়া গেলেও তাহাদের মুক্তি নাই। তাহাদের অপকীর্ত্তি সকলের সম্মুখে বর্ত্তমান থাকে। তাহাদের নাম উচ্চারণ করিতেও লোকে অনিষ্টাশঙ্কা করে। এইরূপ বিড়ম্বনা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? প্রত্যেককেই কোন কাজ করিবার সময় চিন্তা করা উচিত। কাজের ইষ্টানিষ্ট শুধু আপনাকে ভুগিতে হয় না; জ্ঞাতি, কুটম্ব, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, দেশের নিকটস্থ কি দূরস্থ সকলের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। আপনি অল্প বিস্তর, ভাল মন্দ যাহা কিছু করি, তাহার পরিণাম অংশত সকলকেই ভুগিতে হয়। সাবধানতার সহিত কাজ করিবে। নতুবা তোমার অন্যায় কাজের জন্য অকারণে সকলকে দোষভাগী হইতে হইবে। ধর্ম্মপথ অনুসরণ করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে হইবে, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যে সকল লোক পাপ কর্ম্ম করিয়া সম্মান হারায় তাহাদের পাপে নিরপরাধ বংশ কলঙ্কিত হয়। এইরূপ লোকের জন্ম না হওয়াই ভাল; আর জন্ম হইলেও মৃত্যু শ্রেয়। কিন্তু তাহারা দেশ ও বংশকে কলঙ্কিত করিয়া সহস্র বৎসর জীবিত থাকে। ইহাদের দ্বারা জন্মভূমির উপকার না হইয়া বরং অপকার হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "পরিবর্ত্তিনি সংসারে মৃতঃ কোবা ন জায়তে। স জাতো যেন জাতেন যাতি বংশঃ সমুন্নতিম্"। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে মরণশীল

নহে এমন কে জন্মিয়াছে, সেই জন্মিয়াছে যাহার জন্মে বংশ উন্নত হয়। নতুবা যাহারা মক্ষিকার ন্যায় নিরর্থক জন্ম ধারণ করিয়া মরিয়া যায়, অথবা পরের অনিষ্ট করে তাহাদের জন্মে কোন লাভ নাই। মনুষ্য যে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে আপনার সৎ কার্য্য দ্বারা যদি সেই কুলের গৌরব বর্দ্ধন করিতে পারে তবেই তাহার জন্ম সার্থক।

কোন কোন অল্পবুদ্ধি লোক এইরূপ বলিয়া থাকে যে, আজ কাল যাঁহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে নানা প্রকার কষ্ট ভুগিতে হয়। ধার্ম্মিকের কখনও সুখ হয় না এইরূপ বলা সত্য নহে। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ধার্ম্মিকের যত সুখ এমন আর কাহারও নহে। যদিও দুষ্টের উৎপাতে কিম্বা অন্য কোন কারণে বাহিরে তাঁহাদের দুঃখ আছে বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মনে দুঃখ নাই। ভীষণ বিপদেও তাঁহাদের মন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, আকাশের ন্যায় নির্ম্মল, এবং শারদীয় চন্দ্রের ন্যায় শান্ত। ইহা অপেক্ষা সুখ আর কি হইতে পারে। যাঁহাদের মন ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন, বাহিরের দুঃখ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ পরোপকার করিয়া যে সুখ লাভ করেন, তাহা অবর্ণনীয়। তাহার সহিত তুলনায় বাহিরের দুঃখ কিছুই নয়। ধর্ম্ম-প্রভাবে যাঁহাদের হৃদয় শান্ত, ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা অবিচলিত থাকেন। তাঁহাদের মন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক ভাবেই থাকে। মানব্য ঋষি ঈশ্বর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া বনে বাস করিতেন। দুষ্ট লোক চুরির অভিযোগ করিয়া তাহাকে শূলে চড়াইল। প্রাণান্তক বিপদেও তাঁহার ধৈর্য্য পর্ব্বতের ন্যায় অচল রহিল। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিলেন, এবং ধীরভাবে সকল কাজ করিলেন। ক্রোধ,

নিরাশা প্রভৃতি কিছুর উপদ্রব হইল না। দুষ্ট লোক যীশুখ্রীষ্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করিয়া মারিল। সেই ভয়ঙ্কর সময় ও তাঁহার মনে অধিক ভয় কিম্বা দুঃখ হইল না। সেই শোচনীয় অবস্থায় ও স্থিরচিত্তে, শান্ত মনে, জগতের কল্যাণের জন্য জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ধৈর্য্যের সহিত সকল সহ্য করিলেন, ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিলেন না। ইহার নামই ধার্ম্মিক! ধার্ম্মিকগণ বিপদকে ঈশ্বরের কৃপা মনে করেন। বিপদ না আসিলে ধার্ম্মিকের যোগ্যতা জগতে প্রকাশ হয় না। তাঁহাদের পর্ব্বতের ন্যায় অটল ধৈর্য্য, জ্যোৎস্নার ন্যায় শত্রু, মিত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী সর্ব্বপ্রাণির আনন্দদায়ক বিশাল প্রেম, জগৎবশীকরণমন্ত্ররূপী উদার চরিত্র, বিপদ না হইলে লোকে কিরূপে জানিবে? বিপদ ধার্ম্মিকের কষ্টিপাথর। বিপদেই ধার্ম্মিকের পরীক্ষা। ভাল অবস্থায় ধর্ম্মের ভাণ করিয়া প্রশংসা লইবার জন্য লালায়িত অনেক আছে। সহজে তাহাদের পরীক্ষা হয় না। বিপদে পড়িলেই তাহাদের প্রকৃতরূপ কি, দেখা যায়। গর্দ্দভ সিংহের চর্ম্ম পরিধান করিয়া অনেক দিন পশুর মধ্যে রাজত্ব করিতেছিল, অবশেষে হস্তির নিকট ধরা পড়িল। সেইরূপ ভণ্ড ধার্ম্মিক ধর্ম্মের পোশাক পরিয়া জগতের দ্বারে দ্বারে ঢক্কা বাজাইয়া বেড়ায়। কিন্তু তাহাদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অনেক সময় লাগে না। সাধু সজ্জনকে বিপদে নিক্ষেপ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা। বিপদের ভিতর দিয়াই তাঁহাদের ধৈর্য্য, মহত্ত্ব, ধর্ম্মনিষ্ঠা, উদারতা প্রকাশিত হইয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপিত হয়। সেজন্য বিপদে তাঁহারা ধৈর্য্যচ্যুত হন না; এজন্য দুঃখ করেন না; বরং বিপদে শান্তিসুখ অধিক অনুভব করেন। ধার্ম্মিক কষ্ট সহ্য করেন, বলা অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাধারণ লোক বিপদে পতিত হইলে ঈশ্বরকে দোষ

দেয়। কেহ বলে, ঈশ্বর বড় নির্দ্দয়; তাঁহার রাজ্যে ন্যায় বিচার নাই। তিনি নিরপরাধ প্রাণীকে বৃথা বিপদে নিক্ষেপ করেন। ঈশ্বর কাহারও প্রতি নির্দ্দয় নহেন, সকল প্রাণী ঈশ্বরের সন্তান। আপনার সন্তানের প্রতি নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাণীও নির্দ্দয় হইতে পারে না। তবে দয়ার সাগর সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর কেমন করিয়া নির্দ্দয় হইবেন? বিপদ ঈশ্বরেচ্ছায় হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে "ঈশ্বর নির্দ্দয়" কখনও বলা যাইতে পারে না। তাঁহার ন্যায় রাজত্বে অকারণে কিছুই ঘটে না। বিপদ, কষ্টও অকারণে হয় না। তাহার চারিটি কারণ আছে।

১। ইহা দ্বারা সজ্জনের মহত্ত্ব প্রকাশ হয়। এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে সঙ্ক্ষেপে বলা হইয়াছে।

২। সুখের আবশ্যকতা উপলব্ধি। আমরা কেবল সুখ ভোগ করিলে সুখ কি পদার্থ বুঝিতে পারি না। মনুষ্য এক অবস্থায় সুখ অনুভব করিতে পারে না। রাত্রি না থাকিলে সূর্য্যালোকে সুখ পাওয়া যায় না। কটু পদার্থ না থাকিলে মিষ্টতা অনুভব করা যায় না। দুঃখ না থাকিলে সুখ বুঝা যায় না। অষ্ট প্রহর চিনি খাইতে ভাল লাগে না, তাহাতে রোগ হয়। কখন কখন অম্ল, তিক্ত খাইলে মন প্রসন্ন, শরীর প্রফুল্ল এবং চিনির স্বাদ বুঝা যায়। পরিমাণ অপেক্ষা অধিক কিছুই ভাল নহে। তাই ঈশ্বর সুখ দুঃখের মিশ্রণ করিয়াছেন।

৩। পর দুঃখ অনুভূতি। সর্ব্বদা সুখে থাকিলে মানুষ উদ্ধত, পরোপদ্রবকারী এবং নিষ্ঠুরস্বভাব হয়। চিরসুখী জন ব্যথিতের বেদনা বুঝিতে পারে না। এইরূপ লোক অন্যের উপদ্রব করে। জগৎ যদি কেবল সুখময় হইত তবে একে অন্যের উপদ্রব করিয়া

শান্তি নাশ করিত। যে আঘাত পাইয়াছে সেই আঘাতের কষ্ট বুঝিতে পারে; সুতরাং অন্যের দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতি হয়, কারণ এই অবস্থায় নিজের কিরূপ কষ্ট হইয়াছিল মনে হয়। দুঃখ সহ্য না করিলে অন্যের দুঃখ অনুভব করা যায় না। এই অবস্থায় কেহ কাহারও সাহায্য করে না, শুধু তাহা নহে, বরং একে অন্যের দুঃখ দেখিয়া আনন্দিত হয়। জগতে যদি সর্ব্বত্রই এইরূপ হয়, তবে কেহ কাহারও সাহায্য করিবে না, একে অন্যের সুখ দুঃখ বিভাগ করিয়া সুখী হইবে না। চারিদিকে উদাসীনতা বিস্তৃত হইয়া, আনন্দময় পৃথিবী নরকের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইবে। জগতে যখন এক জন আর এক জনের সাহায্য করে, অথবা কেহ নিঃস্বার্থ পরোপকার করে, আপনি দুঃখ অনুভব করিয়াছে বলিয়াই এইরূপ করে স্পষ্ট দেখা যায়। যাহারা সুখ দুঃখের আবশ্যকতা বুঝিতে পারে না তাহারা নিতান্ত উদাসীন এবং পরোপদ্রবকারী হয়। তাহাদের দ্বারা জগতের বিস্তর অনিষ্ট হয়। জগতের উপকারের জন্যই ঈশ্বর কখন কখন মনুষ্যকে দুঃখে নিক্ষেপ করেন। এজন্য ঈশ্বরকে দোষ দিবে না।

৪। কৃত অপরাধের দণ্ড ভোগ। কোন রাজ্যে চোর, প্রতারকের উপদ্রব হইলে রাজা কর্ত্তৃক যদি ন্যায়মত দণ্ডিত না হয় তাহা হইলে রাজ্যের ভীষণ অনিষ্ট হয়। কৃত অপরাধের জন্য দণ্ড দিবার কেহ নাই বুঝিতে পারিলে, দিন দিন উৎপাত বাড়িতে থাকে। অন্য লোক কোনরূপই তাহাদের উৎপাত হইতে রক্ষা পায় না। অপরাধির দণ্ড হইলে, সম্পূর্ণ না হউক, আংশিকরূপে তাহারা সংশোধিত হয় এবং অন্যেও শান্তি লাভ করে। লোক চক্ষুর অন্তরালে মানুষ অনেক পাপ করিয়া, জগতের সমক্ষে আপনাকে সাধু এবং

নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। এইরূপ লোককে যদি সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বর উপযুক্ত দণ্ড প্রদান না করেন তাহা হইলে তাহারা কু অভ্যাস পরিত্যাগ করে না। অপর লোক তাহাদের কপটতাতে প্রতারিত হইয়া বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারা সাধুতার ভান করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করে। তাহাদের বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া তাহাদের প্রতি কাহারও সন্দেহ হয় না; সুতরাং তাহাদের মনে দণ্ডেরও ভয় থাকে না। ভয় না থাকা প্রযুক্ত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আপনার স্বার্থ সাধনে কিঞ্চিন্মাত্রও দৃক্‌পাত করে না। কিন্তু সর্ব্বহিতৈষী করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার ন্যায় রাজ্যে অধিক কাল এইরূপ হইতে দেন না। তিনি সর্ব্বসাক্ষী; তাঁহার অজ্ঞাতসারে কেহ কিছু করিতে পারে না। তাঁহার ন্যায় বিচার মানুষ কল্পনাতেও ধারণ করিতে পারে না। যাহারা বাহিরে সাধু সাজিয়া জগতের অনিষ্ট করে তাহারা শীঘ্রই উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়। তাহারা বেশ বুঝিতে পারে কোন অপরাধের জন্য এইরূপ দণ্ড হইয়াছে। কখন কখন এইরূপ দেখা যায় যে বাহিরে সাধু সাজিয়া পরের অনিষ্ট করিতেছে, আপনার উদ্দেশ্য সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছে কিন্তু কোন কারণে দুরভিসন্ধি বাহির হইয়া কলঙ্ক লাভ ও অন্য কোন অলক্ষিত কারণে অনিষ্ট হইতেছে। দুষ্টের শাসন দ্বারা জগৎ উপদ্রব মুক্ত হইয়া শান্তি সংস্থাপিত হইতেছে। কৃত অপরাধের জন্য দণ্ড পাইতে হইবে, এই ভয় থাকিলে কেহ কাহার প্রতি অধিক উপদ্রব করে না; আর দণ্ডের ভয় না থাকিলে এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষ সুখী হইতে পারে না। চারিদিকে অত্যাচার রাজত্ব করিবে, সুন্দর নগরী শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ভয়ে সকল প্রাণী আপনার পথে বিচরণ করে। আপনা হইতে অন্যের

ভয়ের কারণ থাকিলে, অন্যকেও আপনার ভয় করিতে হয়। যখন ভয়ের সম্ভাবনা না থাকে, তখন সকলেই নির্ভয় হয়। তাই জগতে সাধুগণ যেথানে ইচ্ছা সেখানেই গমন করেন, যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন তাহাই করেন। তাঁহাদিগ হইতে কাহারও ভয়ের কারণ নাই; সুতরাং কাহারও ভয় তাঁহাদের মনে স্থান পায় না। ঈশ্বর মানুষকে কেন দুঃখে নিক্ষেপ করেন, তাহার চারিটী কারণ সংক্ষেপে বলা হইল। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া ঈশ্বরকে দোষ দিবে না। ঈশ্বর সকলের জনক জননী। তিনি কখন ও কাহারও মন্দ করেন না। কখন কখন যে দুঃখ আসে তাহা ঔষধি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সন্তানের রোগ হইলে জননী ঔষধ খাওয়ান, ঔষধ তিক্ত হয় বটে, কিন্তু জননী জানেন তিক্ত ঔধষ সেবনে সন্তান আরোগ্য হইবে, তাই খাওয়ান। সুস্থ সন্তানকে কোন জননী ঔষধ খাওয়ান না, বাধ্য সন্তানকে কেহ শাস্তি দেন না। সেইরূপ ঈশ্বরও বৃথা আমাদিগকে দুঃখ দেন না। আমরা তাঁহার ইচ্ছাবিরুদ্ধ চলিয়া যখন অপারাধী হই, অথবা স্বভাব দোষে রোগগ্রস্ত হই, তখনই ঈশ্বর দুঃখ আনিয়া আমাদিগকে শাসন করেন, অথবা ঔষধ প্রয়োগ করেন। ইহাতে আমাদের কল্যাণ হয়। বিপদ উপস্থিত হইলে ঈশ্বরকে দোষ না দিয়া সে জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে অল্পেতেই আমরা মুক্ত হইব, এবং ঈশ্বরও আমাদের অকপট ভাব দেখিয়া প্রসন্ন হইবেন। আমরা যদি আমাদের অপরাধ স্বীকার না করিয়া ঈশ্বরকে দোষ দেই তবে আমাদিগকে দ্বিগুণ দণ্ড ভুগিতে হয়। দুঃখের সময় সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বরকে দোষ দিবে না। ঈশ্বরের কোনরূপ দোষ হইতে পারে না। তিনি নির্দ্দোষ এবং নিষ্কলঙ্ক। তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিলে নিজকে অসত্য

দোষে দূষিত হইতে হয়, এবং তজ্জন্য দণ্ড ভোগ করিতে হয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

যে সুখ পাইবার উপযুক্ত নহে কেহ কেহ তাহার জন্য বার বার প্রার্থনা করে। না পাইলে ঈশ্বরকে দোষ দেয়। ইহা নিতান্ত অজ্ঞানতার কার্য্য। যে ঈশ্বর আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতে আমাদের জন্য সংস্থান করিয়া রাখেন, তিনি আমাদিগ হইতে অধিক জানেন, আমাদের জন্য কি প্রয়োজন অধিক বুঝেন। আমাদের যাহা যাহা আবশ্যক তিনি পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিলে অপরাধ হয়। ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের কল্যাণ ইচ্ছা করেন। যাহা আমাদের হিতকর নহে, তাহা তিনি কখনও দিবেন না; এবং যাহা হিতকর তাহা যোগ্যতার অনুরূপ দিবেন, অধিক কখনই দিবেন না। মা আদর করিয়া সন্তানকে মিষ্ট পদার্থ দেন, কিন্তু পরিমাণ অপেক্ষা অধিক দিলে রোগ হইবে মনে করিয়া অধিক দেন না। যে পদার্থ হিতকর নহে মা কখনও তাহা সন্তানকে দেন না, বরং যাহাতে না পাইতে পারে তজ্জন্য চেষ্টা করেন। সন্তান যদি তাহাতে রাগ করে, কিম্বা রাগান্বিত হইয়া মাকে প্রহার করে অথবা অন্য কোন অবাধ্য আচরণ করে তাহা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অজ্ঞতামূলক অপরাধের জন্য মা কখনও শাস্তি দেন, কখন বা ক্ষমা করেন। সেইরূপ ঈশ্বর উপযুক্ততার অধিক কিছু না দিলে দোষ দেওয়া নিতান্ত পাপ। ঈশ্বর সেই অপরাধের জন্য কখন শাস্তি দেন, কখন বা অপার দয়া গুণে ক্ষমা করেন। বুদ্ধিমান্ লোক উপযুক্ততার অধিক কিছু পাইবার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে না। কি ভাল, কি মন্দ, কখন, কি উপায়ে পাওয়া যাইবে তিনি সকলই জানেন। তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া "হে ঈশ্বর

তোমার মঙ্গল ইচ্ছা দ্বারা যাহা কল্যাণকর তাহা হউক," এইরূপ প্রার্থনা করিবে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন কিছুই হয় না মনে করিয়া দুঃখের সময় ঈশ্বরে দোষারোপ করিবে না। বিপদের সময় দুঃখে অবসন্ন হইয়া পড়িলে শান্তি সুখ কখনই মিলে না। এই অবস্থায় মানুষ অনেক ক্ষণ থাকিতে পারে না। দুঃখের সময় নিরন্তর গত বিষয়ের অনুশোচনা করিলে বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়া উন্মত্ত হইয়া যায়। গত বিষয় ফিরাইয়া আনা যায় না। নিরর্থক শোক করিয়া কোন লাভ নাই। মানুষ দুর্ব্বল, দুঃখ ভুলিতে পারে না। ইচ্ছা না করিলেও স্বতঃই দুঃখ আসিয়া মন ঘেরিয়া ফেলে। এইরূপ অবস্থায় মন অধিক কাল থাকিলে শরীর নষ্ট হয়। সুতরাং অন্য কোন বিষয়ে মন ব্যাপৃত রাখিতে চেষ্টা করিবে। রোগ, দারিদ্র্য ইত্যাদি যাহাতে দূর হইতে পারে চেষ্টা করিবে, দৈবের উপর ফেলিয়া চুপ করিয়া থাকিবে না। সর্ব্বদাই কোন না কোন একটা কাজ করিবে। বৃথা এক মিনিটও কাটাইবে না। কাজের ন্যায় মন শান্ত রাখিবার আর অন্য কোন উপায় নাই। যাহাতে আপনার কিম্বা অন্যের কোনরূপ লাভ হয় এইরূপ কাজ করিবে। মানুষ নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিলে চারি দিক্ হইতে দুঃখ আসিয়া ব্যাকুল করিয়া ফেলে। কাজের সময় চিত্ত চাঞ্চল্যের সম্ভাবনা অল্প। কাজ করিবার ইচ্ছা জন্মিলে আর সহজে নিবৃত্ত হয় না। কাজে রত মানুষ দুর্ব্বৃত্ত হয় না। সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকিলে অন্য বিষয়ে মন ধাবিত হইবার সময় পায় না। উদ্যোগপ্রিয়তা, সত্যনিষ্ঠা, ধৈর্য্য প্রভৃতি মানুষের উন্নতির সোপান। সৎ সঙ্গ ভিন্ন এই সকল লাভ হয় না। সুতরাং সর্ব্বদা ধার্ম্মিক ও উদ্যোগী লোকদের সঙ্গে মিশিবে। অতিমিলন এবং অমিলন দু'ই ভাল নহে। কাহা-

রও সহিত অতিরিক্ত মাত্রায় সম্বন্ধ রাখিবে না। অতিরিক্ত সম্বন্ধে উভয়েরই সময় বৃথা নষ্ট হয়। সঙ্গীর স্বভাব মন্দ হইলে অতিমিলনে তাহার দুর্গুণ আপনাতে সংক্রামিত হয়, ভাল হইলে তোমার প্রতি তাহার অনাদর হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ না রাখিলে ক্ষতি আছে। সৎ লোকের সদাচরণ অনুসরণ করিয়া আপনার যে লাভ তাহা হইতে পারে না। অসৎ লোকের স্বভাব না জানিতে পারিয়া বিপদে পড়িতে হয়।

দারিদ্র্য মানুষের বিষম বিপত্তি। দরিদ্রকে কেহ সম্মান করে না, সকলের নিকট তাহাকে মস্তক অবনত করিয়া থাকিতে হয়। দরিদ্র অবস্থায় যে নিশ্চেষ্ট হইয়া অন্ন বস্ত্র কিম্বা অন্য কোন বস্তুর জন্য অন্যের মুখ পানে চাহিয়া থাকে তাহার বড়ই দুর্দ্দশা। কিন্তু যিনি উদ্যোগী, ঈশ্বরের উপর সমস্ত ন্যস্ত করেন, অন্যের নিকট আপনার দরিদ্রতা বলিয়া বেড়ান না, তিনি নিতান্ত দরিদ্র হইলেও সকলের নিকট মান্য। এইরূপ স্বাবলম্বী, উদ্যোগী লোক ধন্য। দরিদ্র অবস্থা দেখিয়া অনেক স্বার্থপর লোক অর্থের লোভ দেখাইয়া কুপথে লইয়া যায়। বুদ্ধিমান্ লোক এ বিষয়ে সাবধান হইবেন। যে পর্য্যন্ত লোভ দ্বারা মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ না হয় সেই পর্য্যন্তই মহত্ত্ব। নির্লোভী, ধর্ম্মপথাবলম্বী মানুষ, আপনার উপার্জ্জিত ধন দ্বারা সংসার নির্ব্বাহ করিয়া যেরূপ সুখ, শান্তি, প্রতিষ্ঠা এবং কীর্ত্তি লাভ করেন তেমন আর কেহই নহে। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ পরিশ্রমশীল ধার্ম্মিক লোক রাজা অপেক্ষাও সুখী, ধনবান্ এবং উত্তম। আপনার ক্ষুদ্র উদর পূরণের জন্য কিম্বা অন্য কোন ক্ষণভঙ্গুর সুখের জন্য অন্যের মুখ পানে চাহিয়া থাকা অথবা অধর্ম্মাচরণ করা অতি অন্যায়। বিষম বিপদে পড়িলেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তি থাকে ভিক্ষাবৃত্তি অবল-

ম্বন করিবে না অথবা অন্যের উপর আপনার ভারার্পণ করিবে না। ঈশ্বর যে আমাদিগকে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় দিয়াছেন, তাহা অন্যের উপর নির্ভর করিয়া মৃৎপিণ্ডের ন্যায় এক স্থানে বসিয়া থাকিবার জন্য নহে। চেষ্টা দ্বারা আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং যথাসাধ্য দুর্ব্বলের সাহায্য করিবার জন্য ইন্দ্রিয়াদি দিয়াছেন। ভিক্ষাবৃত্তির ন্যায় নীচকর্ম্ম আর কিছুই নাই। শাস্ত্রকারগণ যে ইহাকে মৃত বৃত্তি বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সজীব মনুষ্যের পক্ষে, যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও আত্মাভিমান জ্ঞান আছে, তাহাদেরই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত নহে। কাহারও দিন একরূপ থাকে না। উদ্যোগী মানুষের অবস্থা শীঘ্রই ভাল হয়। চেষ্টা ও উদ্যোগ দ্বারা সামান্য অবস্থা হইতে উচ্চ পদ লাভ করিয়াছে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জাতি, কুল অথবা বংশের শ্রেষ্ঠতা কোন কাজেরই নহে। যে আপনার চেষ্টা দ্বারা শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়াছে, সেই প্রকৃত পক্ষে শ্রেষ্ঠ। অন্যের উপর নির্ভর করিয়া রাজা হইলেও ভিখারীর ন্যায়। কাহারও উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে না। আপনার পরিশ্রম দ্বারা আপনার নির্ব্বাহ হয় এইরূপ উদ্যোগ করিবে। দুর্দ্দশায় পড়িলে মজুরি করিয়া আপনার জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাও বরং ভাল তবুও পরের মুখপানে চাহিয়া থাকা উচিত নহে। বিপদে পড়িলে অজ্ঞ লোকেরা আপনার আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের আদর অধিক দিন থাকে না। বিপদ কালে আপনার পরিশ্রম ভিন্ন অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিবে না। বিপন্ন লোকের সাহায্য সকলে করে না, সেই সময় যেথানে যাইবে, সেইখানেই অনাদৃত হইবার সম্ভাবনা আছে। অন্যের নিকট কোন বস্তু চাহিয়া

না পাইলে বড়ই দুঃখ হয়। ঈশ্বরের উপর সমস্ত সমর্পণ করিয়া ইষ্টসিদ্ধির জন্য পরিশ্রম করিবে। যিনি কীট পতঙ্গাদি অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকে পোষণ করিতেছেন, তিনি কখনই আমাদিগকে ভুলিয়া যাইবেন না।

ঈশ্বর আমাদিগকে পরিশ্রম করিবার শক্তি, হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গ দিয়াছেন। জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এবং যথাসাধ্য পরোপকার করিবার সহস্র উপায় রাখিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি চাই? এই নিঃস্বার্থ দানের জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সম্পত্তি নাশে যে বিপত্তি ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়, চেষ্টাতে তাহা দূর হয়। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে সম্পত্তি গেলেও আবার আসিতে পারে। সেই জন্য দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। কেহ কেহ প্রিয়জন বিয়োগে, অতি বিহ্বল হইয়া কর্ত্তব্য ভুলিয়া যান। দুর্ল্লভ মানব জীবন বৃথা নষ্ট করেন। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন সংসার এক পান্থশালা, মানুষ পথের পথিক। সকলে চিরদিন একত্র থাকিতে পারে না। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহবাস পান্থশালায় মিলিত পথিকের মিলনের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য। সুতরাং প্রিয়জন বিয়োগে শোক করা উচিত নহে। শোক করিয়া কি হইবে? গেলে ত আর ফিরিয়া আসে না। জ্ঞানীগণ সংসারের কোন বস্তুকে অধিক প্রিয় মনে করেন না। কেহ মরিয়া গেলে অধিক শোক করেন না। মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম; প্রিয়জন বিয়োগে শোক স্বাভাবিক। কিন্তু গত বস্তু ফিরিয়া পাওয়া যায় না, মনে করিয়া শোক করা উচিত নহে। প্রিয়জন বিয়োগে ঈশ্বরকে কিম্বা আপনার ভাগ্যকে নিন্দা করিবার অনেকের স্বভাব আছে; কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের এইরূপ করা উচিত নহে। ঈশ্বরা-

দেশ ভিন্ন অদৃষ্ট বলিয়া এ জগতের আর কোন কর্ত্তা নাই। অদৃষ্ট কিম্বা ঈশ্বরকে দোষ দিবে না। প্রিয়জনের বিয়োগে শোক না করিয়া সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। কারণ, পূর্ব্বে সকল প্রেম প্রিয়জনেই আবদ্ধ ছিল, অন্যের প্রতি বর্ষিত হইবার সুযোগ ছিল না। জগতের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম দেখাইবার বিঘ্ন চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং কেন শোক করিবে? প্রেম এক স্থানে না রাখিয়া সমস্ত জগতে বিস্তার করিবে। তাহাতে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, কি অপূর্ব্ব সুখ! পবিত্র অন্তঃকরণে নিঃস্বার্থ পরোপকার করিলে যে সুখ তাহার উপমা কোথায়? সেই জন্যই বড় বড় সাধুগণ পুত্র কলত্রের প্রেম তুচ্ছ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়া জগতকে প্রেম বিলাইয়া দিতেছেন। তাঁহাদের সৎকার্য্যের বিঘ্ন স্বরূপ শারীরিক কি সাংসারিক বিপদ উপস্থিত হইলে তাহারা তাহা অন্যায় মনে করেন না। সৎকার্য্যে যত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, পরোপকার ইচ্ছা তত বেগবতী হয়। জলপ্রবাহ চারি দিক্ প্রসারিত হইয়া প্রবাহিত হইলে তত বেগ থাকে না; কিন্তু তাহার সম্মুখে পর্ব্বত কিম্বা অন্য বাধা পতিত হইলে প্রচণ্ড বেগ ধারণ করে। সেইরূপ সাধুজনের পরোকার বৃত্তি। সকলেরই সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া জীবন স্বার্থক করা উচিত। ঈশ্বরের উপর সকল সমর্পণ করিয়া দুঃখ ভুলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। ঈশ্বর ভিন্ন দুঃখীর সহায় আর কেহ নাই। ঈশ্বর পরম কারুণিক ও সর্ব্বাধার। যাঁহারা ঈশ্বরের উপর সমস্ত আশা ভরসা সমর্পণ করিয়া একচিত্তে ভগবৎ প্রেমে ও জনসমাজের কল্যাণার্থে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন তাঁহারাই ধন্য।